ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গতঃ

প্রথমঃ

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ

পূজ্যপাদপদ্মেন শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিনা বিরচিতঃ

হ্যারিসনরোডস্থিত-১৬১ সংখ্যকভবনস্থ-

ভাগবতধর্ম্মমণ্ডলতঃ

সিদ্ধান্তরত্নোপাধিকেন

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামিনা

সতাৎপর্য্যবঙ্গানুবাদেন সহ প্রকাশিতঃ।

১৩১৮

মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গতঃ

প্রথমঃ

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ

পূজ্যপাদপদ্মেন শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিনা বিরচিতঃ

হ্যারিসনরোডস্থিত-১৬১ সংখ্যকভবনস্থ-

ভাগবতধর্ম্মমণ্ডলতঃ

সিদ্ধান্তরত্নোপাধিকেন

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামিনা

সতাৎপর্য্যবঙ্গানুবাদেন সহ প্রকাশিতঃ।

কলিকাতা

২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

গ্রন্থার্পণম্

যঃ ষট্ সন্দর্ভ-পুষ্প-স্রজমিহরচিতাং জীবপাদেন যত্নাদ্
যাং কৃত্বা কণ্ঠলগ্নামরমত মুদিতোঽচিন্ত্যতত্ত্বে মুরারৌ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণান্তিকাধিষ্ঠিত-ভজন-পরানন্দরূপায় তস্মৈ,
তস্যাস্তত্ত্বাখ্য-খণ্ডং সকলসুখনিদানায় পিত্রেঽর্পয়েঽহম্।

মুখবন্ধ

সহৃদয় বৈষ্ণব-দর্শন-তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক মহোদয়গণ, এই অমূল্য দর্শন-শাস্ত্র ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে, প্রথম তত্ত্ব-সন্দর্ভের প্রারম্ভে উক্ত ষট্‌সন্দর্ভ সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যে যতীন্দ্র নিজ অনির্ব্বচনীয় সাধন বলে শ্রীভগবানের কৃপালাভে সক্ষম হইয়া তদীয় প্রেরণা ক্রমে জিবেশ্বরের সম্বন্ধে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়া তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই যতীন্দ্র প্রবর শ্রীজীবের জীবন বৃত্তের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, কারণ গ্রন্থ প্রতিপাদিত তত্ত্বকে দৃঢ়রূপে ধারণা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তার স্বভাব, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার ভক্তি প্রবণতা প্রভৃতির দ্বারা যদি আমরা তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে তদীয় শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ অভূতপূর্ব্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় আমরা যে, বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইব তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ শ্রীভগবৎ কৃপায় নিজের অনুভবে যাঁহার তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হইয়াছিল, তাঁহার জীবন বৃত্তে, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যে, তাঁহার সুদৃঢ় শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সকলেই বোধ করি বিশেষ আনন্দানুভব করিবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত কম, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করিয়া কোনও পুস্তক রচনা হইয়াছিল কিনা তাহারও সন্ধান পাই নাই।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ছয় গোস্বামীর অন্যতম ভূষণ-স্বরূপ শ্রীজীবের জন্ম শক সম্বন্ধে "বৈষ্ণব দিক্‌দর্শনী" প্রভৃতি অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ১৪৫৫ শকে পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীজীব জন্ম গ্রহণ করেন। মতান্তরে (১৪৩৫, ১৪৪৫ শক ইত্যাদি) অপর নানারূপ অভিমত দেখা যায়। "বৈষ্ণব দিক্ দর্শনী" প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক অধিকাংশের ধারণা অনুসারে আনুমাণিক ১৪৫৫ শকের নিকটবর্ত্তী কোনও সময় শ্রীজীবের জন্ম সময় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা "বৈষ্ণব তোষিণী" হইতে জানিতে পারা যায় শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ণাটের রাজরাজেশ্বর ছিলেন।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কর্ণাট অধিপতি মহারাজ জগদ্‌গুরুর একমাত্র পুত্র ছিল। তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ। উক্ত অনিরুদ্ধের দুই বংশধর ; জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর, এবং কনিষ্ঠ হরিহর। দুর্দ্ধর্ষ হরিহর নানারূপ কৌশলে সরল, শান্ত-স্বভাব অগ্রজ শ্রীরূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কর্ণাট হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি কতিপয় মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সপত্নীক নিজরাজ্য হইতে পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন। তথায় তাঁহার পদ্মনাভ নামে একটী বৃহস্পতিতুল্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী সাধু পদ্মনাভ, সুরধনী তীরে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, রাজা দনুজমর্দ্দন, সাদরে আহ্বান করিয়া নবহট্ট গ্রাম তাঁহার আবাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা, এবং শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীনারায়ণ, শ্রীমুরারি ও শ্রীমুকুন্দ নামক পঞ্চ পুত্র ছিল।

পিতার দেহাবসানে কোন কারণ বশতঃ কনিষ্ঠ শ্রীমুকুন্দের পুত্র কুমারদেবই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশে ফরিদপুর জেলার অধীন ফতেয়াবাদে আসিয়া বাস করেন। এই মহাত্মার পুত্র অমর, সন্তোষ, এবং বল্লভই আজ জগতে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ "বল্লভ" বা অনুপমই আমাদিগের শ্রীজীব গোস্বামীর জনক। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যথার্থই এতাদৃশ মহাত্মার জনক বলিয়া তাঁহাকে "অনুপম" আখ্যায় আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ, ও রামকেলী এই তিনটী স্থানই শ্রীজীবের বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে তন্মধ্যে মালদহ জেলায় রামকেলী গ্রামেই আমরা তাঁহাকে বাল্য লীলায় দেখিতে পাই। এই বালকের বাল্যকাল হইতে সমস্তই বৈচিত্র্যময়!

"শ্রীজীব বালক কালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় রামকেলীতে পদার্পণ করেন, সে সময়ে শ্রীজীব নিতান্তই বালক। সেই সময়েই, কি জানি কোন্ শক্তি প্রভাবে বালক গোপনে গোপনে দয়াল প্রভুকে বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া দর্শন করিত; কি জানি কোন্ আনন্দে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিত এবং আবেগে ভাবভরে ভূমে গড়াগড়ি দিত। ইহার পর হইতে সকলেই লক্ষ্য করিল শ্রীজীব চরিত্রে অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বয়ঃক্রম অপেক্ষা বহু অংশে ধৈর্য্য আসিয়াছে। বালক শ্রীজীব দিবানিশি প্রার্থনা করিতেন, কত দিনে সংসার পাশ মুক্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমস্ত সমর্পণ করিতে পারিবেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় গৌড়ের প্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তা হুসেন-শাহের মন্ত্রী শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ রামকেলী হইতে প্রস্থান করেন।

মাতা পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, অধুনা পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সংসার ত্যাগ করিলেন, সুতরাং শ্রীজীব যাহা প্রার্থনা করিতেছিলেন তাহাই হইল, বন্ধন আরও শিথিল হইল। সকলে দেখিল—

"যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে॥
নানারত্ন ভূষা, অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম বাস।
অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস॥
এসব ছাড়িল কিছু নাহি তার চিতে
রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে।"

* * * *

নীলাচল গমন কালে শ্রীসনাতন, ও শ্রীরূপ, অনুজ অনুপমের সহিত আর একবার রামকেলীতে আইসেন, এইবার যাত্রা কালেই অনুপমের গোলক প্রাপ্তি হয়;

"গঙ্গাতীরে 'বল্লভের' হৈল পরলোক।"

এই সময়ে সমস্ত বন্ধন পাশ হইতে ছিন্ন, শ্রীজীব গোস্বামী একদিন স্বপ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়া একেবারে আকুল ভাবে নবদ্বীপাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

পরম সুন্দর, সুপুরুষ শ্রীজীবকে পথে এইরূপ অবস্থায় গমন করিতে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে বলাবলি করিতে লাগিল;—

"দেখ দেখ এহো কোন রাজার কোঙর ।
কনক চম্পক বর্ণ অতি মনোহর ॥"

শ্রীজীব নবদ্বীপে আসিলেন। দয়াময় প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীজীবকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপের প্রতি-লীলা-স্থান দেখাইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তিনি কাশীধামে সার্ব্বভৌম শিষ্য শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট ও অন্যান্য মহর্ষিকল্প পণ্ডিতগণের নিকট ব্যাকরণকোষ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ শিক্ষা-কল্পের সহিত পুরাণ সকল এবং দর্শনশাস্ত্র বিশেষতঃ বহু প্রকার বেদান্ত ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া তাৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ স্মারকতা-শক্তি ও কুশাগ্রসূক্ষ্ম-বুদ্ধি প্রতিভার বলে সহসা শাস্ত্রতাৎপর্য্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইতেন। ব্যাকরণ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্তের বিবিধ-ভাষ্য-তাৎপর্য্য গ্রহণে, তৎকালে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

কিন্তু এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহার চিত্ত সততই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ লাভের জন্য ব্যাকুলিত থাকিত। কাশীতে বেদ বেদান্তাদি বিবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদরূপ এই দুই জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রয়ে উপনীত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ও আন্তরিক প্রীতির সহিত উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে শ্রীবৃন্দাবনের পুণ্য ভূমিতে শ্রীজীব যেন এক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীধামের প্রতি দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। এবং তিনি সতত অভূতপূর্ব্ব আনন্দাস্বাদে বিভোর হইতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীরূপগোস্বামী ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। এই সময়ে শ্রীজীব জীবনে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট কোনও দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতেরই জয়ের আশা ছিল না।

রূপনারায়ণ বল্লভভট্ট প্রভৃতির সহিত তাঁহার শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচার হইয়াছিল। কোন সময়ে বল্লভভট্ট দিগ্বিজয় করিয়া শ্রীধামে শ্রীরূপের বিদ্যাবত্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে আসেন, কিন্তু সেই কন্থাধারী বৃক্ষতলোপবিষ্ট শ্রীরূপ বিনাবাক্য ব্যয়ে তাঁহাকে জয়পত্রী প্রদান করেন, কিন্তু গুরুদেবের দৈন্য-নিবন্ধন-পরাজয় জীবের হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়াছিল তিনি তাঁহাকে পরাজয় করিয়া গুরুর জয়পত্রী ফিরাইয়া লয়েন।

এই "বল্লভভট্টই" বল্লভী শাখা স্রষ্টা। শাস্ত্রবিচারে শ্রীজীব কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয় বার্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীর নিকট গোপন রহিল না।

তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া শিষ্য জীবকে বলিলেন—"তোমার মন এখন স্থির হয় নাই। মনে অভিমান রহিয়াছে। তোমাকে আমার কিছুই বলিবার নাই। তুমি স্থানান্তরে গমন কর।"

উপযুক্ত-গুরুর উপযুক্ত-শিষ্য শ্রীজীব মর্ম্মান্তিক যাতনায় গুরুর আজ্ঞা পালন জন্য শ্রীবৃন্দারণ্যের এক প্রান্তে প্রায়োপবেশনে পড়িয়া রহিলেন।

ঘটনা ক্রমে শ্রীসনাতন প্রভু "ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর" রচনা কি পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে জানিবার জন্য অনুজ শ্রীরূপগোস্বামীর নিকট আগমন করিলেন। অগ্রজের নিকট গ্রন্থ প্রদর্শন করাইয়া শ্রীরূপগোস্বামী বলিলেন—"শ্রীজীবের অভাবে আমাকে সহায়হীন হইতে হইয়াছে।" সমস্ত

ঘটনা শ্রবণ করিয়া, প্রভু সনাতন শ্রীজীবকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। আবার গুরু শিষ্যের মিলন হইল।

এইবার জগতে অমূল্যরত্ন বিতরণ আরম্ভ হইল। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু কি জানি কোন্শক্তিতে যেন সমাধি অবস্থায় ভাবাবিষ্ট হইয়া ঐশী প্রেরণায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির রচনা করিতে লাগিলেন। ১। ক্রমসন্দর্ভনামক শ্রীভাগবতটীকা। ২। ষট্-সন্দর্ভ। ৩। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৪। গোপালচম্পূ। ৫। হরিনামামৃত ব্যাকরণ। ৬। উজ্জলনীলমণির টীকা। ৭। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকা। ৮। অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৯। গোপালতাপনির টীকা ইত্যাদি গ্রন্থসকলের প্রণয়ন করেন।

তত্ত্ব-সন্দর্ভ উক্ত ষট্-সন্দর্ভেরই প্রথম, ইহাতে প্রথমতঃ প্রমাণ বিচার দ্বারা অচিন্ত্যবস্তু প্রত্যক্ষে একমাত্র অপৌরুষেয় শব্দের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিয়া, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটী অনাদিতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, পরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার পরতমত্ব, এবং জীবেশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদবত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা এই সকল গ্রন্থের, অন্ততঃ একখানিরও চর্চ্চা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানিয়াছেন ও তাঁহারাই বুঝিয়াছেন; ইহা সামান্য মানবোচিত বিদ্যাবত্তায় হইতে পারে না, ইহার মূলে, ইহার রচনায়, ইহার প্রতিছত্রে মানব-জ্ঞান-বিদ্যা অতীত অপর কোনও উচ্চশক্তির বিকাশ নিহিত আছে। এই সকল বিবরণ প্রেমবিলাস, ভক্তমাল, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ কল্পনা করিয়া বলেন, শ্রীজীব ১৫৪০ শকে আশ্বিনমাসে শুক্লাতৃতীয়ায় ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীধাম প্রাপ্ত হয়েন। আমরা এইরূপ কাল্পনিক শক নির্দ্দেশের নিতান্ত বিরোধী।

শ্রীজীব আকুমার ব্রহ্মচারীছিলেন। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত চির পরিষিক্তছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পদ-নখ-চ্ছটায় তাঁহার প্রতিভা নিত্য সমুজ্জলছিল। তদীয় গ্রন্থসমূহে বিশেষতঃ ক্রমসন্দর্ভে, ষট্সন্দর্ভে, সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের যে মহাগৌরবময় গবেষণা পরিলক্ষিত হয়, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পাঠকমণ্ডলীর নিকট তৎসকল অতি বিস্ময়ের বিষয়রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তিদর্শন শাস্ত্রের চরম বিকাশ, কেবল বৈষ্ণব বেদান্তভাষ্যেই উহা দ্রষ্টব্য, তন্মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ প্রেরণায় শ্রীজীব যেরূপ দার্শনিক তত্ত্ববিচার করিয়াছেন ষট্সন্দর্ভ ও সর্ব্বসংবাদিনী পাঠকগণের পক্ষে সেই সকল সিদ্ধান্ত মহাআশীর্ব্বাদরূপেই প্রতিভাত, জীবনিস্তারের জন্য জীবগণের চিরসুহৃদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র পরমকারুণিক শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয়ের গ্রন্থাকার এই কৃপাশীর্ব্বাদ সকলেরই ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ করা কর্ত্তব্য। এবং ভগবত্তত্ত্বপিপাসু ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই এই মহারত্নের সমধিক সমাদর করা কর্ত্তব্য।

কে বলে শ্রীজীব অপ্রকট হইয়াছেন, আমরা এখনও তদীয় চিরগৌরবাই ভগবদ্ভক্তিপ্রদ অতুলনীয় গ্রন্থরাজির প্রতিপত্রের প্রতিছত্রে তাঁহার সেই অদ্বিতীয় প্রতিভাব্যঞ্জক প্রসন্ন গম্ভীর প্রেমভক্তি সমুজ্জল শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তত্ত্ব-সন্দর্ভ-সূচী।

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥১॥

তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা—

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা।

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারি নাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ।
মায়াবাদং যস্তমঃ স্তোমমুচ্চৈর্নাশং নিন্যে বেদবাগংশুজালৈঃ।
ভক্তিবিষ্ণোর্দর্শিতা যেন লোকে জীয়াৎ সোঽয়ং ভানুরানন্দতীর্থঃ॥
গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদমহান্ধকারপটলীসৎপুষ্পবন্তৌ সদা
তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তুমঃ॥
যঃ সাঙ্খ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা বিবর্ত্তগর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্সুধয়া মহেশ্বরং কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ॥
আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্গ্রন্থবিস্তরে।
অতোঽত্র গূঢ়ে সন্দর্ভে টিপ্পণ্যল্পা প্রকাশ্যতে॥
শ্রীমজ্জীবেন যে পাঠাঃ সন্দর্ভেঽস্মিন্ পরিষ্কৃতাঃ।
ব্যাখ্যায়ন্তে ত এবামী নান্যে যে তেন হেলিতাঃ॥

শ্রীবাদরায়ণো ভগবান্ ব্যাসো ব্রহ্মসূত্রাণি প্রকাশ্য তদ্ভাষ্যভূতং শ্রীমদ্ভাগবতমাবির্ভাব্য শুকং তদধ্যাপিতবান্। তদর্থং নির্ণেতু-কামঃ শ্রীজীবঃ প্রত্যূহকুলাচলকুলিশং বাঞ্ছিতপীযূষবলাহকং স্বেষ্টবস্তুনির্দ্দেশং মঙ্গলমাচরতি; কৃষ্ণেতি। নিমিন্নৃপতিনা পৃষ্টঃ

করভাজনো যোগী সত্যাদি যুগাবতারানুক্ত্বাথ "কলাবপি তথা শৃণ্বি" তি তমবধাপ্যাহ, কৃষ্ণবর্ণমিতি। সুমেধসো জনাঃ কলাবপি হরিং ভজন্তি। কৈরিত্যাহ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞৈরর্চ্চনৈরিতি। কীদৃশং তমিত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যান্তরিতি শেষঃ। ত্বিষা কান্ত্যাহকৃষ্ণং, "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইতি গর্গোক্তিপারিশেষ্যাদ্ বিদ্যুদ্গৌরমিত্যর্থঃ। অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদয়ঃ, অস্ত্রাণ্যবিদ্যাচ্ছেত্তৃত্বাদ্ ভগবন্নামানি, পার্ষদা গদাধরগোবিন্দাদয়স্তৈঃ সহিতমিতি মহাবলিত্বং ব্যজ্যতে। গর্গবাক্যে পীত ইতি প্রাচীন তদপেক্ষয়া অয়মবতারঃ শ্বেতবরাহকল্পগতাষ্টাবিংশমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ। তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য-এবোক্তধর্ম্মদর্শনাৎ। অন্যেষু কলিষু ক্বচিৎ শ্যামত্বেন, ক্বচিৎ শুকপত্রাভত্বেন ব্যক্তেরুক্তেঃ। "ছন্নঃ কলৌযদভব" ইতি, "শুক্লোরক্তস্তথা পীত" ইতি, "কলাবপি তথা শৃণ্বি" তি চ। যে বিমৃশন্তি তে সুমেধসঃ। ছন্নত্বঞ্চ প্রেয়সীত্বিবাবৃতত্বং বোধ্যম্ ॥১॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥২॥

বিদ্যাভূষণ।

কৃষ্ণবর্ণ পদ্যব্যাখ্যাব্যাজেন তদর্থমাশ্রয়তি, অন্তরিতি স্ফুটার্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

নমো গোকুলচন্দ্রায় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
গুরবে যৎকৃপাজ্যোতিরজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্ ॥
"স্বয়ং বিলিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ যোগ্যৈর্বিলেখিতম্।
ছিদ্রং যদস্তি তচ্চাত্র শোধ্যং বৈষ্ণবপণ্ডিতৈঃ ॥"

ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করিয়া স্বয়ং উহার একখানি অকৃত্রিম ভাষ্যও প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই সেই অকৃত্রিম ভাষ্য। এই ভাষ্যাবলম্বনেই হয়তো বৌধায়ন, টঙ্ক, যাদব, রামানুজ প্রভৃতি আরও অনেক মহাত্মা বেদান্তের পৃথক পৃথক ভাষ্য প্রকাশিত করেন। অধুনা অসম্যগ্দর্শী ব্যক্তিগণ, মায়াবাদকেই বেদান্তদর্শন বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাত। শঙ্করের ভাষ্যেই মায়াবাদ বিকশিত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের আদি ও অকৃত্রিম ভাষ্য। সূত্রকার স্বয়ং তাৎপর্য্য সহ সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিয়া উহা শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয় উক্ত ভাষ্যের অর্থ-বিনির্ণয়ের জন্যই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইষ্টবস্তুনির্দ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থপ্রণয়নারম্ভে মঙ্গলাচরণ শিষ্টাচারসম্মত। বিঘ্নাদিদুরিতদলনের জন্য ইষ্টবস্তু নির্দ্দেশ করিয়াই মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। বিঘ্নরূপ পর্ব্বতরাজির পক্ষে যিনি বজ্রস্বরূপ, বাঞ্ছাপূরণসম্বন্ধে যিনি অমৃতবর্ষী মেঘমালাস্বরূপ, শ্রীজীব এতাদৃশ ইষ্টবস্তু নির্দ্দেশ করিয়াই গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতই এই সন্দর্ভনিচয়ের বিষয়। শ্রীভাগবত যে শ্রীবিগ্রহকে কলি-জীবের উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, শ্রীজীব সেই ইষ্টবস্তুর উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নিমিরাজ, শ্রীকরভাজন ঋষির নিকট যুগে যুগে উপাস্যবিগ্রহের বর্ণ ও আকার প্রকারাদির বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে সত্যাদি যুগাবতারের বিষয় বর্ণন করিয়া, "কলিতে উপাস্য বিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গ,

উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত সংকীর্ত্তন-রূপ যজ্ঞদ্বারা সাধুগণ যাঁহার যজনা করিয়া থাকেন।" ইত্যাকার উপাস্য দেবের আকার প্রকারাদির উল্লেখ করেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কলিতে উপাস্যবিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ লোকলোচনগোচরে পীতবর্ণে প্রতিভাত হয়েন, শ্রীল নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ, হরিনামই কলিকলুষদলনের মহাস্ত্র, গদাধর গোবিন্দ প্রভৃতি তাঁহার পার্ষদ, সাধুগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই শ্লোকের স্ফুটার্থভূত অপর আর একটি শ্লোকও মঙ্গলাচরণে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অঙ্গাদি বৈভব দেখাইয়া থাকেন। আমরা এই কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা এবম্ভূত সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

এস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। শ্রীল রায় রামানন্দকে শ্রীশ্রী মহাপ্রভু দর্শন দিয়া অনুগৃহীত করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে নিজ ভাব ও তদীয় রসনায় স্বীয় বাক্য প্রেরণা করিয়া বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেন। শ্রীরামরায় গৌরসুন্দরের কৃপাসুধায় কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটি বিস্ময় ভাবের উদয় হইল, তিনি বলিলেন—

"এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে
কৃপাকরি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে প্রকট দেখি সে বংশীবদন
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন।
এই মত দেখি মম হয় চমৎকার
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার।" (চৈ, চরি, ম, ৮)

প্রভু প্রচ্ছন্ন বেশে অবতীর্ণ। তিনি লুকাইয়া উদিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈভব ভক্তের নিকট লুক্কায়িত থাকেনা। প্রভু রূপ ঢাকিলেন, শ্যামসুন্দর-সেবক শ্রীরাম রায় গৌরবর্ণের ভিতর দিয়া ভুবন-মোহন শ্যাম-সুন্দর রূপ দেখিতে পাইলেন। ভক্ত চিনিলেন, সুতরাং প্রচ্ছন্ন প্রভু ঠকিলেন। আর কি উত্তর দিবেন? কিন্তু প্রভু বড় প্রতিভাবান্। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাঁহার যে সকল গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রতিভাও একটী যথা :—

"সদ্যো নবনবোল্লেখিজ্ঞানঃ স্যাৎ প্রতিভান্বিতঃ।" (ভক্তি, দ, বিভাবল, ৪১)

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ব্রজবধূদিগের সহিত প্রতি কথায় এই প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগৌর-লীলাতে ভক্তগণের সহিত কথোপকথনে প্রভুর এইরূপ প্রতিভা-বৈভবের চমৎকারিত্ব বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়। প্রভু দেখিলেন, রামরায় তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছেন, তিনি রামরায়ের প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ বলিলেন যথা :—

"প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম ।
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি ।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ।
যাহা তাহা রাধা-কৃষ্ণ তোমার স্ফুরয় ।" (চৈ, চরি, ম, ৮)

কিন্তু রাম রায়ও ঠকিবার লোক নহেন। প্রভুর প্রতিভাময় বাক্যে তিনি তাঁহার অতি সুস্পষ্ট-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। রাম রায় বলিলেন, "প্রভু আসল কথা বল, আমার কাছে, ভারিভুরি খাটিবেনা, আমার নিকট আর লুকাইতে পারিবেনা। আমি চিনিয়াছি ও বুঝিয়াছি।

"রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার ।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন ।
অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার ॥" (চৈ, চরি, ম, ৮)

প্রতিভাবান্ প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন, যথার্থই তিনি এবার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট ধরা পড়িলেন।

"অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি চিনে ।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ স্থানে ॥"

প্রভু লুকাইতে পারিলেন না, ঠকিলেন, ঠকিয়া একটু হাসিলেন, হসিয়া রামরায়ের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, যথা—

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥" (চৈ, চরি, ম, ৮)

এই মূর্ত্তি দেখিয়া রামরায় মূর্চ্ছিত হইলেন, ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না, চিন্ময় বিগ্রহ প্রাকৃত দেহের স্পর্শযোগ্য নহে। রামরায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাকে চেতন করাইলেন, চেতন করাইয়া বলিলেন তুমি কৃষ্ণভক্ত আমার লীলা-রস তোমার সুবিদিত, তোমার নিকট আর আমার গোপন কি? প্রকৃত কথা শুন ঃ—

"গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন ।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥
তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন ।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি মোর কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম্ম ॥
গুপ্তে রাখিহ তাহা না করিহ প্রকাশ ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥" (চৈ, চরি, ম, ৮)

প্রভু আবির্ভূত হইয়া শ্রীল রামরায়কে কৃপা পূর্ব্বক নিজ স্বরূপ দেখাইওয়াও উহা গোপন করিতে বলিলেন ; যেহেতু তিনি এবার প্রচ্ছন্ন। ("ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ, ভা" ৭।৯।৩৮) ভক্তের সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ম স্বতন্ত্র, তিনি শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীল রামরায়কে নিজভাব গোপন করিতে বলিলেন। ("অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ"—) প্রভু প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছেন ; ঐশ্বর্য্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই, তিনি একজন ব্রাহ্মণ, তাহাতে সন্ন্যাসী, তাঁহাকে গোলকবিহারী বলিয়া কে চিনিবে ? ("যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্") রামরায় চিনিয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিলেন। এইবার প্রভুর কার্য্য স্বতন্ত্র ; প্রভু এইবার অস্তুরধারণ করিতে আগমন করেন নাই ; সত্ত্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তনরূপকৃপাই এইবারকার কার্য্য ; সেই জন্য শ্রুতি বলিলেন "সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ" সেই পর সত্ত্বরূপ প্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে আস্বাদন করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রসজ্ঞ শ্রীল রামানন্দ রায় এই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। কলিতে ভজনীয় ও উপাস্য এতাদৃশ প্রেমময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ-কমলের-বন্দনা দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয় নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণেই উপাস্যতত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১।২॥

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্ ॥৩॥

বিদ্যাভূষণ।

অথাশীর্নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি, জয়তামিতি। শ্রীলৌ জ্ঞানবৈরাগ্যতপঃসম্পত্তিমন্তৌ রূপসনাতনৌ মে গুরূ পরমগুরূ জয়তাং নিজোৎকর্ষং প্রকটয়তাং। মথুরাভূমাবিতি তত্র তয়োরধ্যক্ষতা ব্যজ্যতে। তয়োর্জয়োঽস্ত্বিত্যাশাস্যতে। জয়তিরত্র তদিতরসর্ব্বসদ্বৃন্দোৎকর্ষবচনঃ। তদুৎকর্ষাশ্রয়ত্বাত্তয়োস্তৎ সর্ব্বনমস্যত্বমাক্ষিপ্যতে। তৎ সর্ব্বান্তঃপাতিত্বাৎ স্বস্য তৌ নমস্যাবিতি চ ব্যজ্যতে। তৌ কীদৃশাবিত্যাহ, যাবিমাং সন্দর্ভাখ্যাং পুস্তিকাং বিলেখয়তঃ, তস্যালিখনে মাং প্রবর্ত্তয়তঃ। বুদ্ধৌ সিদ্ধত্বাদিমামিত্যুক্তিঃ। তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ, "তত্ত্বং বাক্য-প্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনীতি" বিশ্বকোষাৎ, পরেশং সপরিকরং জ্ঞাপয়িষ্যন্তাবিত্যর্থঃ। কর্ত্তরি ভবিষ্যতি ণ্বুল্ ষষ্ঠী নিষেধস্ত্বকেনোর্ভবিষ্যদধমর্ণয়োরিতি সূত্রাৎ॥ ৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বশ্লোকদ্বয়ে বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

মথুরাবাসী শ্রীল রূপসনাতনের জয় হউক, যাঁহারা সপরিকর ভগবত্তত্ত্ব-প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ লিখিতে আমাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। এখানে মথুরাবাসী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে অযোধ্যাদি সাতটি পুরী মোক্ষদায়িকা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মথুরামাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;—

আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ।

"এবং সপ্ত পুরীণাস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরং।
শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরিভক্তিঃ প্রজায়তে॥"

শ্রীশব্দ জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপ ও ভক্তি-জ্ঞাপক, বিশেষতঃ আরাধ্যবস্তুর পূর্ব্বে শ্রীশব্দ সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হয়, এজন্য "শ্রীল" লিখিত হইয়াছে; যেহেতু উঁহারা গুরু ও পরমগুরু। "জয় হউক" একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উঁহারা তৎকালীন সকল ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ এবং সকলকারই নমস্য ॥৩॥

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥৪॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥৫॥

বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থস্য পুরাতনত্বং স্বপরিষ্কৃতত্বঞ্চাহ, কোঽপীতি। তদ্বান্ধবস্তয়ো রূপসনাতনয়োর্ব্বন্ধুঃ, গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ শ্রীমধ্বাদিভির্লিখিতাৎ গ্রন্থাৎ তং বিবিচ্য বিচার্য্য সারং গৃহীত্বা গ্রন্থমিমং ব্যলিখৎ ॥ ৪ ॥

তস্য ভট্টস্যাদ্যং পুরাতনং গ্রন্থনালেখং পর্য্যালোচ্য জীবকো মল্লক্ষণঃ পর্য্যায়ং কৃত্বা ক্রমং নিবধ্য লিখতি। গ্রন্থসন্দর্ভে, চৌরাদিকঃ, ততোঽস্যাসে গ্রন্থেতি কর্ম্মণি যুচ গ্রন্থনা গ্রন্থস্তস্য লেখং লিখনং, ভাবে ঘঞ। তং লেখং কীদৃশমিত্যাহ, ক্রান্তং ক্রমেণ স্থিতং ব্যুৎক্রান্তং ব্যুৎক্রমেণ স্থিতং, খণ্ডিতং ছিন্নমিতি স্বশ্রমস্য সার্থক্যম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

গ্রন্থের প্রাচীনতা প্রতিপাদন।

এই গ্রন্থের মর্ম্ম যে নূতন নহে, তাহাও গ্রন্থকার প্রকাশ করিতেছেন; শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ, শ্রীভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সকল গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া, ইঁহাদের বান্ধব দাক্ষিণাত্যবৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের কোনস্থান ক্রমানুসারে, কোনস্থান ক্রমভঙ্গে, কোনস্থান খণ্ডিতভাবে লিখিত ছিল, অধুনা শ্রীজীব সেই গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে পরিষ্কৃত ভাবে এই গ্রন্থ লিখিতেছেন ॥৪।৫॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ ॥৬॥

বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থস্য রহস্যত্বমাহ, যঃ শ্রীতি। কৃষ্ণপারতম্যেঽন্যেনানাদৃতে তস্যামঙ্গলং স্যাদিতি তন্মঙ্গলায়ৈতৎ, নতু গ্রন্থাবদ্যভয়াৎ। তস্য স্বব্যুৎপন্নৈর্নিরবদ্যত্বেন পরীক্ষিতত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

সাধারণের দর্শন নিষেধ।

সাধারণে এই গ্রন্থ পাঠ করুক, গ্রন্থকর্ত্তার তাহা অনভিপ্রেত; সেইজন্য তিনি এবিষয়ে এইরূপ শপথ দিয়াছেন:—"যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দভজনে একান্ত অভিলাষী, তিনিই যেন এই গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করেন, তদ্ভিন্ন অপরে যেন এই গ্রন্থ সন্দর্শন না করেন, এ বিষয়ে শপথ অর্পিত হইল।" শপথের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্বতা স্থাপনই গ্রন্থের

প্রধানতম প্রতিপাদ্য, যাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্বের উৎকর্ষ অসহনীয়, এই গ্রন্থপাঠে তাঁহাদের ভগবদ-বজ্ঞাজনিত অমঙ্গল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় জীবের চির সুহৃদ্ শ্রীজীব শপথের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্ ॥ ৭ ।

বিদ্যাভূষণ।

অথেতি। "গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈ" রিত্যভিযুক্তোক্ত লক্ষণং সন্দর্ভং লেখিতুং বশ্মি বাঞ্ছামি। শ্রীভাগবতং সন্দৃভ্যতে গ্রথ্যতেঽত্রেতি হলশ্চেত্যধিকরণে ঘঞ্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অনন্তর মন্ত্রগুরু ও ভাগবতার্থপ্রদাতৃ গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ লিখিতে বাসনা করি। যাহা গূঢ়ার্থের প্রকাশক, সারোক্তিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠতাসম্পন্ন, নানার্থযুক্ত ও বেদ্যত্বগুণসম্পন্ন, উহাই সন্দর্ভ নামে অভিহিত হয় ॥ ৭ ॥

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥৮॥

বিদ্যাভূষণ।

অথ শ্রোতৃরুচ্যুৎপত্তয়ে গ্রন্থস্য বিষয়াদীননুবন্ধান্ সংক্ষেপেণ তাবদাহ, যস্যেতি। স স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহ জগতি তৎপাদভাজাং তচ্চরণপদ্মসেবিনাং স্ববিষয়কং প্রেম বিধত্তামর্পয়তু। স ক ইত্যাহ, যস্য স্বরূপানুবন্ধ্যাকৃতিগুণবিভূতিবিশিষ্টস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য চিন্মাত্রসত্তানভিব্যক্ততত্তদ্বিশেষা জ্ঞানরূপা বিদ্যমানতা ক্বচিদপি নিগমে কস্মিংশ্চিৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তীত্যে-বোপলব্ধব্য ইত্যাদিরূপে শ্রুতিখণ্ডে ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি, তাদৃশতয়া চিন্তয়তাং তথা প্রতীতমাসীদিত্যর্থঃ। ভক্তিভাবিতমনসাং তু ব্যক্তিততত্তদ্বিশেষা সৈব পুরুষত্বেন প্রতীতা ভবতীতি বোধ্যং, সত্যং জ্ঞানমিত্যুপক্রান্তস্যৈবানন্দময় পুরুষত্বেন নিরূপণাৎ। অতএবমুক্তং জিতন্তে স্তোত্রে ;—

"ন তে রূপং ন চাকারো নায়ুধানি নচাস্পদং। তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে ॥" ইতি।

নচৈবং প্রাচানাঙ্গীকৃতমিতি বাচ্যম্ উক্তরীত্যাং তস্যাপ্যনভীষ্টত্বাভাবাৎ। যস্য কৃষ্ণস্যাংশঃ পুমান্ মায়াং বশয়ন্নেব স্বৈরংশকৈর্বিভবতি। কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণাংশঃ প্রকৃতের্ভর্ত্তা, তাং বশে স্থাপয়ন্নেব স্ববীক্ষণক্ষুব্ধয়া তয়াণ্ডানিসৃষ্ট্বা তেষাং গর্ভোদম্বুভিরর্দ্ধপূর্ণেষু সহস্রশীর্ষাপ্রদ্যুম্নঃ সন্, স্বৈরংশকৈর্মৎস্যাদিভির্বিভবতি। বিভবসংজ্ঞকান্ লীলাবতারান্ প্রকটয়তীত্যর্থঃ। যস্যৈব কৃষ্ণস্য নারায়ণাখ্যমেকং মুখ্যং রূপম্ আবরণাষ্টকাদ্বহিঃস্থে পরমব্যোম্নি বিলসতি, স নারায়ণো যস্য বিলাস ইত্যর্থঃ। অনন্যাপেক্ষিরূপঃ স্বয়ং ভগবান্ "প্রায়স্তৎসমগুণবিভূতিরাকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ তু বিলাস" ইতি সর্ব্বমেতচ্চতুর্থসন্দর্ভে বিস্ফুটীভবিষ্যদ্ বীক্ষণীয়ম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

যাঁহার চিন্মাত্র সত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থলে ব্রহ্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার

অংশ পুরুষরূপে মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভববিলাস প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার নারায়ণাখ্য মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণারবিন্দভজনকারীদিগকে নিজবিষয়ক প্রেম অর্পণ করুন।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাচ্ছলে সংক্ষেপে অনুবন্ধ-নির্ণয়।

এই শ্লোকটির মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব বীজাকারে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য বিবৃত করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব-নিরূপণে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামিমহাশয়ের রচিত একটী শ্লোক আছে তদ্‌যথা :—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" (চৈ, চ, আ, ১)

উপনিষদের স্থানে স্থানে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি; যিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া খ্যাত; তিনি যাঁহার অংশবিভব; যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্,—তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা জগতে পরতত্ত্ব আর নাই। এইশ্লোকের পোষকতার জন্য ষট্‌সন্দর্ভের সূত্রস্থানীয় শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (ভা, প্র, দ্বি, ১১)

স্থানান্তরে ইহার বিশদব্যাখ্যা করা হইলেও সংক্ষেপে তাৎপর্য্য এই যে, এক অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব নামে কথিত এবং সেই অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়েন। এস্থলে "ভগবান্" শব্দের প্রতিপাদ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয় চিহ্ন।
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
* * * *
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং-ভগবান্॥" (চৈ, চ, আ, ২)

এক অদ্বয় জ্ঞানই যে প্রকাশ-বিশেষে তিন নাম ধারণ করেন, এই পয়ারে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ ভগবৎ শব্দের অর্থ-বোধ আবশ্যক। শাস্ত্রকার বলেন—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বি, পু, ৬,৫,৭৪)

অর্থাৎ যাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য বর্ত্তমান, তিনিই ভগবৎশব্দ-বাচ্য। এসম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ বচন এই যে :—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ (বি, পু, ৬,৫,৭৯)

অর্থাৎ নিত্য অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ অসীমভাবে যাঁহাতে বিরাজমান তিনিই ভগবৎশব্দবাচ্য। ভগবৎ শব্দের নিরুক্তি এই যে ;—

"সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারার্থোদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থাস্তথা মুনে॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষশেষেষু বকারার্থো স্ততোঽব্যয়ঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ ভকারের দুই অর্থ সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। সম্ভর্ত্তা অর্থে স্বভক্তের পোষক, আর ভর্ত্তা শব্দের অর্থ ধারক বা স্থাপক।

গকারের অর্থ তিনটী (১) প্রাপক অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক, (২) গময়িতা অর্থাৎ নিজলোক-প্রাপক, (৩) স্রষ্টা অর্থাৎ স্বীয় ভক্তে স্বীয় গুণ সঞ্চারক। এই নিরুক্তি অনুসারে ভ, গ, ব, এই তিনটী শব্দের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয় করিলে "ভগববান্" এইরূপ পদসিদ্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু ছান্দস বতুপ প্রত্যয়ের বকারের লোপ হইয়া, "ভগবান্" এই পদসিদ্ধ হইয়াছে। নিরুক্তির সম্ভর্ত্তা ইত্যাদি পদের অর্থে সম্ভর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্বরূপানুবন্ধি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দাত্মক আকৃতি-গুণ-বিভূতি ও লীলা-বিশিষ্টতাই ভগবান্ শব্দের বাচ্য। মায়াবাদীর মতে শ্রীবিগ্রহ অনিত্য, মায়ার বিলাস মাত্র। বলা বাহুল্য যে এই মত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। যিনি নিজে পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত ও ত্রিসত্য, তাঁহার আকৃতি, রূপ, গুণ, লীলা ও বিভূতি-প্রকটন অনিত্য হইবে কেন? শ্রীভগবানের মূর্ত্তি জড় বা মায়াবিলসিত নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি আমরা যেমন দেহবিশিষ্ট তিনি তেমন দেহবিশিষ্ট নহেন। তাঁহার বিগ্রহস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, তিনি সচ্চিদানন্দ তাঁহার শ্রীবিগ্রহও সচ্চিদানন্দ। শাস্ত্র বলেন ;

"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ"

ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার মুর্ত্তিও তদাত্মিকা।

"জ্ঞানৈশ্বর্য্যপরাত্মক ভগবানেব মূর্ত্তিঃ।"

ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মক শক্ত্যাত্মক।

"বেদৈর্যৎকীর্ত্ততে তেজো ব্রহ্মেতি প্রবিভজ্য বৈ
তদেবেদং বিজানেহহং রূপমীশামমীশ্বর।" (হরিবংশ)

বেদান্তে যে তেজোময় ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, সেই তেজোময় ব্রহ্ম তাঁহারই অঙ্গকান্তি।

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।" (চৈ আ ২ প)

ফলতঃ শ্রীভগবানের দেহ দেহীর বিভেদ নাই। তাঁহার দেহ যাহা, তিনিও তাহাই ; এক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এই বিগ্রহের সর্ব্বত্রই সৎ, সর্ব্বত্রই চিৎ এবং সর্ব্বত্রই আনন্দ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্। কিন্তু এই ভগবত্ত্ব সাধারণ অবতারাদিতেও আছেন। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারোপক্রমণিকাধ্যায়ে

সাধারণতঃ অবতার নির্ণয় করিয়া পাছে শ্রীকৃষ্ণ ও এই সাধারণ অবতারে গণনীয় হয়েন ; সেই আশঙ্কা পরিহারার্থে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্বা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবতার সকল পুরুষাবতারের অংশ, কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

"সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন ॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিলা নিশ্চয় ॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস ॥" (চৈ আ ২ প)

শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের নির্ণয় এই যে—

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে।"

টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, "যস্য স্বরূপং স্বতঃ সিদ্ধং, নতু অন্যতো ব্যক্তং।" অর্থাৎ যাঁহার স্ব-রূপ স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু অন্য হইতে প্রকাশিত নহেন, তিনিই স্বয়ং রূপ। শ্রীকৃষ্ণই যে এই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীভাগবতের প্রাগুক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও এই সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥"
"অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয় ॥
"বিধেয়" কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
"অনুবাদ" কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥
তৈছে ইহা অবতার সব হইল জ্ঞাত।
কার্ অবতার ? এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
"এতে" শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ-অবতার ভিতরে হইল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
"স্বয়ং ভগবত্ত্বা" পিছে বিধেয় সংবাদ ॥

কৃষ্ণের "স্বয়ং ভগবত্তা" ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥

* * *

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
"স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।

* * *

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মতে কহে যার যেমন মতি ॥" (চৈ আ ২ প)

বাজসনেয় শ্রুতি বলেন,—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ এই অবতারী-রূপও পূর্ণ, এই অবতার-রূপও পূর্ণ, এই উভয়েই পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমৎ। কিন্তু লীলা-বিস্তারের জন্য পূর্ণঅবতারী-রূপ হইতে পূর্ণঅবতাররূপ প্রাদুর্ভূত এই পূর্ণঅবতারের পূর্ণস্বরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক, পূর্ণ অবতারী-রূপই অবশেষে বর্ত্তমান থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার হইতেই সমস্ত অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং লীলা বিস্তারের পরিসমাপ্তি হইলে, পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতারের পূর্ণরূপ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান তাহা স্পষ্ট বোধিত হইতেছে।

(ক) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্মাত্র সত্তা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে সত্তা জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত, তাহাই ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তিবর্গ লক্ষণ তৎ ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য বিরাজমান স্বরূপানুবন্ধি, রূপ, গুণ, লীলা, বিভূতি পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনভিব্যক্ততত্ত্ববিশেষ—জ্ঞানরূপ বিদ্যমানতাই অনুভব করিয়া থাকেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হন। কিন্তু ভগবানের নিত্য, রূপ, গুণ, লীলা, বিভূতির প্রতীতি হয় না।

"চর্ম্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥

* * *

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তার দিয়ে ত' উপমা।" (চৈ আ ২ প)

ফলতঃ একই তত্ত্ব উপাসকের উপাসনার তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ রূপে প্রতীয়মান হয়েন। এতদ্বিষয়ে শিশুপাল বধ কাব্য হইতেও একটি উপমা গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত কাব্য বর্ণিত দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় অবতরণ এ বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেবর্ষি যখন বহু উর্দ্ধ হইতে ব্যোমপথে দ্বারকায় অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অতি উর্দ্ধে কোন তেজঃপুঞ্জ পদার্থ দেখিয়া, দ্বারকাবাসী কেহই কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। ঋষি ক্রমে যখন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ;

"চয়স্তিষামিত্যবধারিতং পুরা
ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিং।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ।"

প্রথমতঃ তেজঃপুঞ্জ, পরে তেজঃপুঞ্জকে শরীরী, অতঃপর পুরুষাবয়ব, তৎপরে সেই মূর্ত্তি যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহাকে দেবর্ষি নারদ বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবত্তত্ত্ব-অববোধের জন্য ভক্তিই একমাত্র সাধন। ভক্তির সাধনায় ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভক্তির সাধনেই জীবকে অদ্বয়জ্ঞানের সন্মুখীন করে। জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মদর্শন হয়, ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি রূপ, গুণ, লীলাদি দর্শনে জ্ঞানের সামর্থ্য নাই। সূর্য্যকিরণে মনোহর সাতটী বর্ণ আছে, কিন্তু সাধারণ চক্ষে তাহার উপলব্ধি হয় না, বিজ্ঞানের আলোক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সেই বর্ণনিচয় প্রতিফলিত হয়। সেইরূপ জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মমাত্রসাধ্য। কিন্তু ভক্তির সাধনায় স্বরূপানুবন্ধি মনোহর রূপ, গুণ, লীলা, বৈভবাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। (খ) "যাঁহার অংশ মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভব প্রকাশ করেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে সেই কারণার্ণবশায়ী সহস্র-শীর্ষাপুরুষ সঙ্কর্ষণ মূল-অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এখানে মায়া শব্দে প্রকৃতি "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" এই সঙ্কর্ষণই প্রকৃতির ভর্ত্তা ও নিয়ামক, সুতরাং অন্তর্য্যামী। ইনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রত্যুম্নরূপে বিভবসংজ্ঞক লীলাবতার বিস্তার করেন। ইনি পরমাত্মা, ইনিই পুরুষাবতার। উক্ত পুরুষাবতার ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতারই আমাদের আলোচ্য—

"তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্ বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ব-বিভূতি কর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায়॥" (বি, পু, ৬, ৮, ৫৭)

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্রীল রূপগোস্বামী পাদের একটি কারিকা যথা—

"পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব
তদীশাদি কৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥" (লঘু, ভা, মৃ, কৃষ্ণামৃ)

বিষ্ণুপুরাণের মূল শ্লোকের এবং এই কারিকার অর্থে প্রতিপন্ন হইতেছে, যিনি পুরুষ অবতাররূপ মৎস্যাদি নানা অবতার প্রকটন করিয়া থাকেন, তিনি মহা-স্রষ্টা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ। ইনিই প্রথম পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী প্রত্যুম্ন, দ্বিতীয়পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। (অন্যত্র

ইহার বিস্তার করা হইবে) (গ) "যাঁহার নারায়ণাখ্যমুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করেন।" এস্থলে "বিলাস" অর্থে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে যথা :—

"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥" (লঘু, ভা, কৃ)

ইহার অনুরূপ ভূত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পয়ার :—

"একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥ (চৈ, আ, ১ প)
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহতো দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইহ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥" (চৈ, আ, ২ প)

সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এই শ্রীকৃষ্ণই ষট্সন্দর্ভের বিষয়। এবম্প্রকার সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণার-বিন্দ ভজনকারী দিগকে স্ববিষয়ক প্রেম প্রদান্ করুন। উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যক্রমে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ও সূচিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণই গ্রন্থের বিষয়, তাঁহার সহিত গ্রন্থের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ, তাঁহার ভজনই অভিধেয়, ও তদীয় প্রেমলাভই প্রয়োজন॥ ৮॥

অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণতদ্বাচ্যবাচকতালক্ষণসম্বন্ধ তদ্ভজনলক্ষণবিধেয়সপর্য্যায়াভিধেয়তৎপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনাখ্যানামর্থানাং নির্ণয়ায় তাবৎ প্রমাণং নির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্যস্বভাববস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎ প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি॥ ৯॥

বিদ্যাভূষণ।

অথৈবমিতি। সূচিতানাং ব্যঞ্জিতানাং চতুর্ণামিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণশ্চ গ্রন্থস্য বিষয়ঃ। তদ্বাচ্যবাচকলক্ষণশ্চ সম্বন্ধঃ। তদ্ভজনং এক তচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি, তল্লক্ষণং যদ্বিধেয়ং, তৎসপর্য্যায়ং যদভিধেয়ং তচ্চ। তৎ প্রেমলক্ষণং প্রয়োজনঞ্চ পুরুষার্থস্তদাখ্যানাম্। বোপ-বাচ্যবাচকত্বং পর্য্যায়ত্বম্। সমানঃ পর্য্যায়োঽস্যেতি সপর্য্যায়ঃ। সমানার্থক সহ শব্দেন সমাসাদস্বপদবিগ্রহো বহুব্রীহিঃ। সর্জ্জনস্যেতি সূত্রাৎ সহস্য সাদেশঃ। "সহশব্দস্তু সাকল্য যৌগপদ্যসমৃদ্ধিষু। সাদৃশ্যে বিদ্যমানে চ সম্বন্ধে চ সহস্মৃতমিতি" শ্রীধরঃ। তত্রেতি। পুরুষস্য ব্যবহারিকস্য ব্যুৎপন্নস্যাপি ভ্রমাদিদোষগ্রস্তত্বাত্তাদৃক্ পারমাথিক বস্তুস্পর্শানর্হত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীনি চ সদোষাণীতি যোজ্যম্। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবঞ্চেতি জীবে চত্বারো দোষাঃ। তেষ্বতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রমঃ, যেন স্থাণৌ পুরুষবুদ্ধিঃ। অনবধানতান্যচিত্ততালক্ষণঃ প্রমাদঃ, যেনান্তিকে গীয়মানং গানং ন গৃহ্যতে। বঞ্চনেচ্ছা বিপ্রলিপ্সা, যথাশিষ্যে স্বজ্ঞাতোঽপ্যর্থো ন প্রকাশ্যতে। ইন্দ্রিয়মান্দ্যং করণাপাটবং, যেন দত্তমনসাপি যথাবৎ বস্তু ন পরিচীয়তে। এতে প্রমাতৃজীবদোষাঃ প্রমাণেষু সঞ্চরন্তি। তেষু ভ্রমাদিত্রয়ং প্রত্যক্ষে, তন্মূলকেঽনুমানে চ। বিপ্রলিপ্সা তু শব্দে ইতি বোধ্যম্। প্রত্যক্ষাদীন্যষ্টৌ ভবন্তি প্রমাণানি। তত্রার্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ম্ প্রত্যক্ষম্। অনুমিতি করণমনুমানং, অগ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ, তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানম্। আপ্তবাক্যং শব্দঃ। উপমিতি করণমুপমানং, গোসদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ, তৎ করণং সাদৃশ্য জ্ঞানং। অসিদ্ধার্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থকল্পনমর্থাপত্তিঃ, যয়া দিবাভুঞ্জানে পীনত্বং রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে।

অভাব গ্রাহিকানুপলব্ধিঃ, ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা যথা ঘটাভাবোগৃহ্যতে। সহস্রে শতং সম্ভবেদিতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা সম্ভবস্ত্র অজ্ঞাত বক্তৃকং পরম্পরা প্রসিদ্ধ মৈতিহ্যং, যথেহতরৌ যক্ষোঽস্তি। ইত্যেবমষ্টৌ ॥৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অনুবন্ধচতুষ্টয়-নিরূপণ।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যে যে অনুবন্ধ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছিল উহাই স্পষ্টরূপে দেখান হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয়। গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে উহার বাচ্য বা প্রতিপাদ্য, এবং গ্রন্থ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া উহাকে তাঁহার বাচক বা প্রতিপাদক বলা যায়। অতএব এতদুভয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রন্থের পরস্পর সম্বন্ধ, বাচ্য-বাচকতা বা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা-লক্ষণসম্বন্ধ জানিতে হইবে। তৎপরে কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট শাস্ত্রবিহিত তদীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধ সাধনভক্তিই এই গ্রন্থের অভিধেয়। (অর্থাৎ যাহাদ্বারা অভিলষিত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে উহাই অভিধেয়) এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উদ্ভূত প্রেমই প্রয়োজন, এই প্রেম আত্মারাম মুনিগণেরও প্রার্থনীয় পঞ্চমপুরুষার্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে উক্ত বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই চারিটি অনুবন্ধের অর্থ-নির্ণয়াভিপ্রায়ে প্রমাণ নির্ণয় করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে যে ভজনকে অভিধেয়, ও সাধ্যরূপ প্রেমকে প্রয়োজন, বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, ঐ ভক্তি কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে, তাপনী শ্রুতি বলেন :—

সাধারণতঃ ভক্তির লক্ষণ।

"ভক্তিরস্যভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামু-
ষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং।" (গো, তা, পু, ১৫)

টীকাচ। "অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তির্ভজনং। তথা অমুষ্মিন্ শ্রীকৃষ্ণেমনঃ কল্পনং চিত্তানুরঞ্জনং চ। তাদৃশ শ্রবণাদি হেতুকো ভাবস্তদিত্যর্থঃ। উত্তমাত্ত সিদ্ধয়ে তদিহেতি। ইহলোকে পরলোকেচ উপাধি নৈরাস্যেন কৃষ্ণাখ্যফলাভিলাষ রাহিত্যেন, তন্মাত্রস্পৃহয়া জায়মানমিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং আনুষঙ্গেন মোক্ষকরমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ আনুকূল্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই ভজন। ঐ ভজনটি, ঐহিক, পারত্রিক ফলকামনাশূন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রবাহরূপে, চিত্তার্পণরূপ যে শ্রবণাদিসাধ্য, উহাই প্রেমাখ্যায় পরিগণিত হইয়া তদানুষঙ্গিক প্রেম-রূপ মুক্তি-ফলকে প্রদান করেন।

শাণ্ডিল্যসূত্র বলেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" (শা, সূ, ১ অ ১ আ ২)

ঈশ্বরে শ্রীকৃষ্ণে পরা অনুরক্তি অর্থাৎ অনুরাগই ভক্তি। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলেন :—

"সাক্ষাৎকাররূপাস্মৃতি, স্মর্য্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। উপাসনাপর্য্যায়ত্বাত্তক্তিশব্দস্য, অতএব শ্রুতিস্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে।"

অর্থাৎ সাক্ষাৎকার প্রীতিরূপতা পর্য্যন্ত ধ্রুবা অনুস্মৃতিই ভক্তিপদবাচ্য। উপাসনা ও ভক্তি একপর্য্যায়বাচী। ভাষ্যকার শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্য বলেন, উপাসনা ও ভক্তি একই অর্থবাচক। নৈর্ঘণ্টুকার বলেন; "সেবা ভক্তিরূপা।"

"স্নেহ পূর্ব্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ভজ ইত্যেষ ধাতুর্বৈ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবাবুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী॥" (স্কা, ভা, ১।১।১)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (ভক্তি, পূর্ব্ব, ১ল, ৯)

টীকাচ। "অনুশীলনমত্র ক্রিয়া শব্দবৎ ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। কায়বাঙমানসীয় তৎ-তচ্চেষ্টারূপঃ—তদেবং কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কৃষ্ণানুশীলনং। তত্র ভক্তিমাত্রত্ব সিদ্ধার্থং বিশেষণমানুকূল্যেনেতি। প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ। আনুকূল্যং চ অস্মিন্ উদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ।—অম্বিতিপদং চানুকূল্যে জাতে মুহুরেব সেবনং স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ কৃতং। তদেতৎ স্বরূপলক্ষণং। উত্তমাত্বসিদ্ধার্থং তটস্থলক্ষণেন বিশেষণদ্বয়ং। অন্যাভিলাষিতা শূন্যমিত্যাদি। তত্রান্যেতি ভক্ত্যেকাভিলাষেণযুক্তমিত্যর্থঃ। জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়স্বানুসন্ধানং, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম স্মৃত্যাদ্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি। নতু ভজনীয় পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ আদি শব্দেন-বৈরাগ্য যোগ সাঙ্খ্যাভ্যাসাদয়ঃ।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত, তাঁহারই রুচিকর, যে কোন ক্রিয়া তাহাই ভক্তি। ঐ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মাদি সম্পর্ক বিরহিত ও কেবল ভজন মাত্রাভিলাষযুক্ত হইয়া উত্তমাভক্তি নামে অভিহিত হয়েন।

পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী উক্ত গ্রন্থের টীকায় অনুশীলন পদে, ক্রিয়া শব্দের ন্যায় কেবল ধাতুর অর্থ মাত্র বুঝাইয়াছেন। ধাতুর অর্থ দুই প্রকার, প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ। এই দুই রূপ ক্রিয়াই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভাবে সেই সেই চেষ্টারূপ হইয়া থাকে। অতএব "কৃষ্ণানুশীলনং" অর্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বা তাঁহার নিমিত্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ, কায়িক, বাচনিক, মানসিক চেষ্টারূপ যে কোন ক্রিয়া উহাই অনুশীলন। ঐ অনুশীলনের ভক্তিত্ব সিদ্ধির জন্য "আনুকূল্যেন" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ প্রাতিকূল্যে ভক্তি সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ। "আনুকূল্য" অর্থে শ্রীকৃষ্ণে রুচিকর প্রবৃত্তি। এই ভজনের উদ্দেশ্য ও বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতেই রুচিজনক প্রবৃত্তিই আনুকূল্য। অতএব প্রাতিকূল্য বর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণের রুচিকরী তাঁহার সম্বন্ধীয় বা তাঁহার নিমিত্ত যে কোন ক্রিয়া উহাই ভক্তি। ভক্তির উত্তমতা সিদ্ধির জন্য, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে; প্রথম—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" অন্যাভিলাষশূন্য বলার তাৎপর্য্য, কেবল ভক্তি মাত্র অভিলাষযুক্ত, তদ্ভিন্ন ঐহিক পারত্রিক কোন বিষয়েই আর অভিলাষ থাকিবে না। দ্বিতীয়—"জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং" জ্ঞান শব্দে এখানে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান নহে। কারণ ভজনে উহাই অবশ্য অপেক্ষণীয়। কর্ম্ম শব্দেও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি ক্রিয়া নহে। কারণ—অনুশীলন শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ঐ পরিচর্য্যাদির কথাই গৃহীত হইয়াছে। "কর্ম্মাদি" এখানে আদিপদে বৈরাগ্য যোগ সাঙ্খ্যাভ্যাসাদি বুঝিতে হইবে। যেহেতু ইহারা সর্ব্বদা ভক্তির প্রতিকূলতাই বিধান করিয়া থাকে। নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সকল প্রকার উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক সমস্ত ভোগ কামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি মাত্র অভিলাষে নির্ম্মল ভাবে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ দ্বারা ভগবান্ হৃষীকেশের যে সেবা, তাহাই উত্তমা ভক্তি। উক্ত ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন :—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি। বিজ্ঞান ঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈক রসে ভক্তিযোগেতিষ্ঠতি।"

ভক্তির স্বরূপ নির্ণয়।

স্মৃতি বলেন :— "অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যাইয়া ভগবদ্দর্শন করান, শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানঘনানন্দরূপা ভক্তিরই বশ, অতএব ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সাধন।

যে ভক্তিতে শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন তাঁহার স্বরূপ কি? এই বিষয়ে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নগ্রন্থে শাস্ত্রযুক্তি পূর্ণ অতি সুন্দর এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;—

"ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিং স্বরূপেতি, কিং প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিংবা ভগবজ্জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসাররূপেতি। নাদ্যঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ।"

অর্থাৎ ভগবদ্বশীকরণের হেতুভূতা ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃতসত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিণী, অথবা উহা কি শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, কিম্বা উহা কি জীবের জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী, অথবা উহা শ্রীভগবানের পরাশক্তির সাররূপা যে হ্লাদিনী শক্তি, উহার সার-সমবেত-সম্বিৎশক্তির সারস্বরূপা? ভক্তি কখনই প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ রূপিণী নহেন। কেননা শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ভক্তির আছে, প্রাকৃতিক শক্তিতে সে সামর্থ্য নাই, যেহেতু শ্রীভগবান্ মায়ার বশীভূত নহেন। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না ; কেননা শ্রীভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে অধিক আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধির অসম্ভাবনাবশতঃ উহা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, জীবের জ্ঞানানন্দও ভক্তি নহে। কেননা, জীবের আনন্দ ক্ষুদ্র ও ক্ষয়শীল, আর ভক্তি নিত্যা ও বিপুলা, সুতরাং জৈবী আনন্দ বিপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপা, নিত্যা, ভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। অতএব চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির ও সম্বিতশক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি। শ্রীভগবান্ যখন তদীয় ভক্তের প্রেমভক্তিতে বশীভূত হয়েন, তখন ভক্তি যে হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তির সমবেত সারস্বরূপিণী ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অতঃপর শ্রীল বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন :—

"তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়কতদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরগণে অবস্থিত ভগবদ্বিষয়ে অনুকূল অভিলাষবিশেষই ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যপরিকরসকলে নিত্য অবস্থিতা, মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় ভক্তরূপ প্রণালিকাক্রমে সেই ভক্তিপ্রবাহ, প্রপঞ্চে অবতরণ করেন ; জীব তাহা হইতেই ভক্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভক্তি ভগবজ্জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী নহেন। এখন আবার বলা হইতেছে, ভক্তি শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দশক্তিস্বরূপিণী। ইহার মীমাংসা এই যে শ্রীভগবান্ শক্তিমান্। জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার শক্তি।

শক্তি,—শক্তিমানের বিশেষণ-রূপেই কল্পিত হইয়াছে। "শ্রীভগবানের শক্তি" এইরূপ বাক্য অবয়ব-অবয়বীর ন্যায় অভেদেও ভেদের প্রতীতিমাত্র প্রকল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি হইলেও অভেদে ভেদবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

এই ভক্তি নিত্যসিদ্ধা, প্রেমরূপা ও সাধ্যা। যাহা নিত্যসিদ্ধা তাহাকে আবার সাধ্যা বলা হইল কেন? এইরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ সাধন হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যাইলেও, উহা বস্তুতঃ সাধন হইতে উৎপন্ন হয় না। তবে সাধনা দ্বারা চিত্তে ইহার স্ফূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয় মাত্র;

ভক্তির নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপাদন।

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥" (ভক্তি, পূর্ব্ব, ২।১)

শ্রীল জীবগোস্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষবৃত্তিবিশেষত্বে শাস্ত্রে সাধয়িষ্যমাণত্বাদিতিভাবঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধনীয় সামান্য ভক্তিকে সাধন ভক্তি কহে। এতদ্দ্বারা ভাব ও প্রেম-ভক্তি সাধ্য। "প্রেম-ভক্তি, সাধ্য" এই কথা বলায় ইনি কৃত্রিম ও উৎপন্না এই ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নহে, ইনি নিত্যসিদ্ধা ইহার কোন সাধনা নাই। জীবের হৃদয়স্থ স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ-প্রেমের উদ্দীপনই ইহার সাধন।

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করায় উদয়॥" (চৈ, চ, ম, ২২)

সুতরাং এই প্রেমভক্তি লাভের জন্য প্রথমতঃ চিত্তবিশুদ্ধির প্রয়োজন। শুদ্ধচিত্তে নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্ভাবিত হয়। তজ্জন্য সাধনের প্রয়োজন। পঞ্চরাত্র বলেন :—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশে শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি। এই ভক্তির যাজনে সাধ্য প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

এই শ্লোকে "হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া" এবং রসামৃতসিন্ধুর "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং" প্রায় এক-বৃত্তিত্ব-বাচক। এই সাধনভক্তির অনেক অঙ্গ শাস্ত্রে বিনির্ণীত হইয়াছে। উহা আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। খনিতে রত্ন থাকে, কিন্তু উহা শানদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া লইলে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। জড়প্রায় স্থূল ও মলিন হৃদয়ে নির্ম্মল চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং সাধনের বিশেষ প্রয়োজন। সাধনফলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়, মায়ামলিন জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি অসম্ভব। সুতরাং সাধনাখ্য শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিই এই গ্রন্থের অভিধেয়। যথা :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥" (ভা, ৭।৫।১৮)

শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিনিরূপণ।

পূর্ব্বে উত্তমা ভক্তির যে লক্ষণ বলা হইয়াছে উহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভেদে নববিধা। ঐ শ্রবণের বহুবিভাগ শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ; যথা—নাম, গুণ ও চরিত্র অর্থাৎ লীলাদির শ্রবণ। কীর্ত্তনও তদ্রূপ-

("নামগুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং")

নাম গুণ ও লীলাদির উচ্চৈস্বরে কথনই কীর্ত্তন। স্মৃতি বা ধ্যান একই—

("যথা কথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে")

যে কোন প্রকারে মনের সহিত শ্রীভগবানের রূপ গুণ লীলাদির সম্বন্ধ হইলেই উহাকে স্মৃতি বা ধ্যান বলা যায়। উহা রূপধ্যান, গুণধ্যান, ক্রীড়াধ্যান সেবাধ্যান, ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হইয়া থাকে।

("অর্চ্চনন্তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং")

মন্ত্রদ্বারা উপচারের সমর্পণকেই অর্চ্চন কহে।

("বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতং")

সখ্য—বিশ্বাস ও মিত্র-বৃত্তিরূপে দুইপ্রকার।

("দাস্যং কর্ম্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্য্যমপি সর্ব্বথা।")

দাস্য—কর্ম্মসমর্পণ ও কৈঙ্কর্য্যভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে কৈঙ্কর্য্যই সর্ব্বপ্রকারে দাস্য।

("অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপদ্যতে।
দেহহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্ ॥")

আত্মনিবেদন নামা ভক্তির "আত্ম" শব্দের অর্থ দুইপ্রকার, কোন কোন পণ্ডিত অহঙ্কারাস্পদ দেহীকে আত্মা বলেন, কেহ কেহ বা মমত্বাভিমানী দেহকে আত্মা বলেন ; এই উভয়কেই শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণের নাম আত্মনিবেদন।

শ্রবণকীর্ত্তনাদির চিদানন্দময়তা শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধ, জীবের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ শক্তির বৃত্তিসমূহ সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতরণ করেন এবং শ্রবণকীর্ত্তণাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রবণকীর্ত্তনাদি চিদানন্দময়-স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষেরই ক্রিয়া। এই শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী উত্তমা ভক্তি—শুদ্ধা, মুখ্যা, অকিঞ্চনা, অনন্যা, কেবলা ও স্বরূপ-সিদ্ধা প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিতা।

সাধারণতঃ ঐ ভক্তি—সাধন, ভাব ও প্রেম ভক্তি নামে তিন প্রকার। সাধন আবার বৈধী ও রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভেদে দুইপ্রকার ; রাগাত্মিকাভক্তির অনুগতা ভক্তির নামই রাগানুগা। রাগাত্মিকা আবার দুইপ্রকার—কামরূপা, সম্বন্ধরূপা। রাগানুগা—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে দুইপ্রকার। কামানুগা ভক্তি, সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তাবেচ্ছাময়ী ভেদে দুইপ্রকার। কিন্তু ঐ সাধনভক্তি দুইপ্রকার হইলেও রাগানুগার পূর্ব্বে বৈধী সাধন আবশ্যক ; বৈধসাধন ব্যতিরেকে রাগাগমনের সম্ভব নাই ; কোথাও কাহার জন্মান্তরীয় সুকৃতিবলে চিত্তের নির্ম্মলতাবশতঃ ও ভগবানের কৃপায় সামান্য সাধনেই রাগের উদয় হয়। কোথাও বা বিলম্বে হয়। ভক্তিরসের বিচার অতীব সূক্ষ্মতর। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয় সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ংই বিচার করিবেন।

প্রয়োজন-নির্ণয়। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রেমলক্ষণ প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা প্রাপ্তির জন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি ঘটে তাহাই প্রয়োজন।

("যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্") (গৌতমসূত্র)

এবং ঐ প্রয়োজনের ইষ্টতা জ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ। সুখ—প্রাপ্তি ও দুঃখ—নিবৃত্তি, ইহাই পুরুষের প্রয়োজন ; শ্রীভগবৎ-প্রীতিতে নিত্যসুখের-উৎপত্তি ও অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং উহাই জীবের পরম প্রয়োজন। (প্রীতিসন্দর্ভে ইহা সম্যক্ আলোচিত হইবে) এক্ষণে যে প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রয়োজনাদির: জ্ঞান হইবে সেই প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।—

প্রমাণ-নির্ণয়।

ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বলেন—

"প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণং, করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ"

যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমাণ ; যাহার সাক্ষাৎ ব্যাপারে যথার্থজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই প্রমাণ অথবা—

"প্রমাতা যেন অর্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং" অথবা—

"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রমাণ ভিন্ন অর্থ প্রতিপত্তি হয় না। অর্থ প্রতিপত্তি না হইলে, তাহাতে প্রবৃত্তিও জন্মায় না। জ্ঞাতা প্রমাণ দ্বারা অর্থোপলব্ধি করিয়া কোনটী গ্রহণ করেন, অথবা কোনটী ত্যাগ করেন। সেই প্রাপ্তি-কামী বা ত্যাগ-কামীর সমীহাই প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়। এই প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তিজাত ফলের যে সম্বন্ধ উহারই নাম সামর্থ্য। সমীহমান ব্যক্তি আপন ইচ্ছানুসারে কোনটীর গ্রহণ ও কোনটীর ত্যাগ করেন।' সুখ ও সুখের এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুই অর্থ। এই অর্থ অপরিসংখ্যেয়। প্রমাণ অর্থবৎ। সুতরাং প্রমাতা প্রমেয় ও প্রমিতিতেও অর্থবত্তা স্বতঃসিদ্ধ। ত্যাগেচ্ছায় বা গ্রহণেচ্ছায় যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, তিনি প্রমাতা। প্রমাতা যদ্দ্বারা ত্যাজ্য-গ্রাহ্যের বিচার করেন তাহাই প্রমাণ। পূজ্যপাদ শ্রীল গৌতম বলেন—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"। অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্পনা, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব অসংশয়িত ও অবিপরীতরূপে জানিতে পারিলেই পরম শ্রেয় লাভ করা যায়। ইহার প্রত্যেক পদের বিশেষ ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

এক্ষণে প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায় যে; কোন কোন মতে প্রমাণ দশবিধ,—যথা ষট্‌সন্দর্ভ-পরিশিষ্টে :—"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমানশব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাবসম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকঃ শব্দএব মূলং প্রমাণং। অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষভ্রমাদিদোষময়তয়া, অন্যথা প্রতীতিদর্শনাৎ::প্রমাণং বা তদাভাসো বা ইতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ"।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব; সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা, এই দশবিধ প্রমাণ থাকিলেও ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, দোষরহিত অপৌরুষেয় বেদবাক্যই প্রমাণ। কারণ প্রমাতার উক্ত ভ্রমাদি দোষসকল অন্যান্য প্রমাণগুলিতে সংক্রমিত হইয়া প্রমাণসকলকে দূষিত করে। এই দোষপ্রতীতিহেতু উহারা প্রমাণ কি প্রমাণাভাস তাহা নির্ণয় করা পুরুষের সাধ্যাতীত। কোন কোন মতে আর্ষ ও চেষ্টা এইদুইটী প্রমাণের পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং তদনুসারে প্রমাণ আটটী। ন্যায় দর্শনানুসারে প্রমাণ চারিটী ; "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"। ভাষা-পরিচ্ছেদে যুক্তিকে

অনুভূতি ও স্মৃতি, এই দুই প্রকার বলিয়াছেন। অনুভূতি আবার চারিপ্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমিতি ও শব্দ।

"অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চস্যাদনুভূতিশ্চতুর্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শব্দজে" ॥

প্রত্যক্ষ।

সূত্রকার গৌতম বলেন—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং" দোষরহিত ইন্দ্রিয় ও দোষরহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এই উভয়ের সন্নিকর্ষে যে জ্ঞান জন্মে সেই অব্যপদেশ্য অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান বলে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ও প্রত্যক্ষ-প্রমা; উভয়ের বিভিন্নতা আছে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই কোন না কোনরূপ জ্ঞান জন্মায়। উহার কোনটী প্রমা, কোনটী ভ্রম, কোনটী সংশয় হইতে পারে। মরুভূমিতে মরীচিকার দর্শন ও প্রত্যক্ষ, কিন্তু উহা ভ্রম-প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমা নহে। ইন্দ্রিয়ের দোষে অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বহুল ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। অতিদূরতা, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা, বিকলতা, শক্তির প্রতিরোধ, চিত্তের অনবস্থিতি, দৃশ্যের সূক্ষ্মতা ও স্থিতিবৈপরীত্যাদি দোষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বহুল ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। সকলের ইন্দ্রিয়ও সমশক্তিক নহে। ইহাও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের একটী দোষ। ভগবান্ সূত্রকার "অব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্" এই সূত্রে প্রত্যক্ষে তিনটী বিশেষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অব্যপদেশ্য" শব্দটী প্রত্যক্ষের বিশুদ্ধতা বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা ব্যপদিশ্যমান নহে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক মাত্র হইতেছে কিন্তু রূপরসাদির বিনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতেছে না প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এমন যে অবস্থা, উহাকেই অব্যপদিশ্য বলাযায়। যাহা যেখানে যেরূপ আছে তাহার সেই খানে সেইরূপ জ্ঞানই "অব্যভিচারি-জ্ঞান"। অপিচ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়েরই সাক্ষাৎ ব্যবসায়, মনের অনুব্যবসায়মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মনের কোনও অধিকার নাই। এইজন্য ব্যবসায়াত্মক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, নির্ব্বিষয়ক ও সবিষয়ক। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষমাত্র যে জ্ঞানের উদয় হয় উহা নির্ব্বিষয়ক; উহাতে বিষয়ের স্বরূপের জ্ঞান জন্মে না। আর পদার্থ দেখিলে সেই পদার্থটী কোন্ পদার্থ, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে তাহাই সবিষয়ক প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ, শ্রাবণিক, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, রাসনিক ও মানসিক রূপে ছয় প্রকার।

অনুমান।

অনুমান সম্বন্ধে ন্যায় সূত্র বলেন—"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানম্ পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টং" ব্যাপ্য বস্তু দেখিয়া ব্যাপকের যে নিশ্চয় তাহাই অনুমিতি। যেমন ধূম দর্শনে ধূমধ্বজের অস্তিত্ব নিরূপণ। এই অনুমান ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতো-দৃষ্ট। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান "পূর্ব্ববৎ", যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান "শেষবৎ", যেমন নদীর পূর্ণতা ও জলস্রোতের বিপরীত গতি দেখিয়া জোয়ারের অনুমান, উদয় ও অস্ত দেখিয়া চন্দ্রের গতির অনুমান। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ ভিন্ন অপর যে অনুমান উহাই "সামান্যতো-দৃষ্ট"। অনুমিতি প্রত্যক্ষমূলা। অনুমান—"অনু" অর্থে পশ্চাৎ আর "মান" অর্থে জ্ঞান অর্থাৎ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে তৎসহচর অপর অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞানের যে আগম হয়, তাহাই অনুমিতি। যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান, এই অনুমিতির একমাত্র কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকের যে স্বতঃসিদ্ধ সামানাধিকরণ-জ্ঞান উহাই ব্যাপ্তিজ্ঞান। (ব্যাপ্য—অল্পস্থান স্থায়ী, ব্যাপক—অধিক স্থান স্থায়ী।) যেমন কোন ব্যক্তি চুল্লীতে ধূম ও বহ্নি একত্র

সন্দর্শন করিল। এইরূপে তাহার জ্ঞান হইল যে; যে যে স্থানে ধূম আছে সেই সেই স্থানেই বহ্নি আছে। কালান্তরে সে ব্যক্তি যখন পর্ব্বতে অবিচ্ছিন্নমূল-ধূম দেখিতে পাইল; তখন তাহার ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে এই ব্যাপ্তির স্মরণে এই পর্ব্বতও যে "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্" এইরূপ একটা পরামর্শ-জ্ঞানের উৎপত্তি হইল। ইহার পরেই তাহার জ্ঞান হইল যে-"পর্ব্বত—বহ্নিমান্"। এই যে সিদ্ধান্তাত্মক জ্ঞান, ইহার নামই অনুমান। অতএব অনুমিতি যখন প্রত্যক্ষমূলা, তখন প্রত্যক্ষে প্রমার অস্তিত্বানুসারেই অনুমানেরও প্রমা নির্ণীত হইবে। কারণ, জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানই অনুমান।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায় প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞান, বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ ব্যতীত সম্ভবে না। সহজজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান-জন্য-জ্ঞান অধিকতর জটিল। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে অনুমিতির যেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, মানসিক শক্তির বিশেষ বিকাশ সাধিত না হইলে মানবসমাজে অনুমান-জ্ঞানের উচ্চ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলতঃ অনুমান বুদ্ধির জটিল প্রক্রিয়া-সাধ্যজ্ঞান, ইহা অবোধে বা শিশুতে সম্ভবে না, জ্ঞানরাজ্যে অনুমান এক প্রকাণ্ড ব্যাপার বা মানবীয়বুদ্ধির গৌরবান্বিত বিকাশ। ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গৌরব যে; ইহা দাম্ভিক ও নাস্তিক বিদলনের অমোঘ অস্ত্র। এই অনুমানের মূলে প্রত্যক্ষের বিষয় থাকিলেও, ত্রৈরাশিক অঙ্কের যেমন তিনটী জ্ঞাত রাশি হইতে একটী অজ্ঞাত রাশি ফল-স্বরূপ বিনির্ণীত হইয়া থাকে, অনুমানের প্রক্রিয়াও তদ্রূপ। দ্রব্যের অভ্যন্তরে শক্তির জ্ঞান, জড়ের বাহিরে জড়াতীত অতীন্দ্রিয় পরম-পদার্থের জ্ঞান অনুমান-সাধ্য। পদার্থবিজ্ঞান কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই সভ্য সমাজের সুখ, সুবিধা, শোভা ও সম্পদ্ পরিবর্দ্ধন করিয়া তুলিয়াছে।

উপমান।

উপমান সম্বন্ধে ন্যায়সূত্রকার বলেন; "প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্" যে স্থলে সাধ্যপদার্থ, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাত পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা সাধিত হয়, সে স্থলের যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহাই উপমান এবং তৎপ্রসূত জ্ঞানই উপমিতি, যেমন গো-সদৃশ-গবয়।

শব্দ।

সূত্রকার বলেন, "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" যাহা প্রমাজ্ঞানে লব্ধ তাহাই আপ্ত। এই জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসী আস্তিকমাত্রেই শব্দপ্রমাণে বিশ্বাসী। এই প্রমাণ সকল দেশে, সকল জাতিরই ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত। ধর্ম্মের ইহাই প্রধানতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ইহা দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ রূপে দ্বিবিধ। ন্যায়সূত্রের এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত আরও কতকগুলি প্রমাণ আছে, যেমন অর্থাপত্তি। অর্থাৎ দিবাভাগে অভোজনকারী কোন ব্যক্তিকে পুষ্টিলাভ করিতে দেখিলে, ঐ পুষ্টিলাভ দেখিয়া উহার রাত্রি ভোজনের কল্পনাই অর্থাপত্তি নামে অভিহিত হয়। আর একটি প্রমাণ অভাব, যেমন ঘট দেখিতেছি না সুতরাং ঘটের অভাব। এইরূপ সম্ভব ও ঐতিহ্য নামক আরও দুইটী প্রমাণ আছে। ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্রমতে এই সকল প্রমাণই, উক্ত প্রমাণচতুষ্টয়ের অন্তর্ভূক্ত।

আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণে ভ্রম, (যাহার যে ধর্ম্ম নাই তাহাকে তদ্ধর্ম্মশালী বলিয়া জানা) প্রমাদ- (অনবধানতা) বিপ্রলিপ্সা, (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি প্রমাতৃদোষের (প্রমাণদ্বারা যিনি যথার্থানুভব করিবেন তদীয় দোষের) সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য এই ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে শব্দ-প্রমাণকেই প্রধানতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। যেহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাহার সকলগুলিকেই প্রমা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। চন্দ্রসূর্য্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র থালারমত দেখিয়া থাকি। বাস্তবিক উহাদের আকার এত বৃহৎ যে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত।

দূরত্বই এই ভ্রান্তির কারণ, মরুভূমে সৌর-কিরণ-সম্পাতে তটিনী-তরঙ্গবৎ প্রতিভাত হয়। অতএব যখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেই এইরূপ দোষের সম্ভাবনা স্বতঃবর্ত্তমান, তখন প্রত্যক্ষোপজীব্য অনুমানাদিও যে দোষসম্পৃক্ত তাহা বলাই বাহুল্য ॥৯॥

ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধসর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণোবেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীতসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্ ॥১০॥

বিদ্যাভূষণ।

ততস্তানি ন প্রমাণানীতি। ততো ভ্রমাদিদোষযোগাৎ তানি প্রত্যক্ষাদীনি পরমার্থপ্রমাকরণানি ন ভবন্তি। মায়ামুণ্ডাবলোকে তন্তৈবেদং মুণ্ডমিত্যত্র প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি। বৃষ্ট্যা তৎকালনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরং ধূমপ্রোদ্গারিণি গিরৌ বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যনুমানঞ্চ ব্যভিচারি দৃষ্টম্। আপ্তবাক্যঞ্চ তথা, একেনাপ্তেন মুনিনা সমর্থিতস্যার্থস্যাপরেণ তাদৃশেন দূষিতত্বাৎ। অত উক্তম্—"নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নমিতি"। এবং মুখ্যানামেষাং সদোষত্বাৎ তদুপজীবিনামুপমানাদীনাং তথাত্বং সুসিদ্ধমেব। কিঞ্চাপ্তবাক্যং লৌকিকার্থগ্রহে প্রমাণমেব, যথা হিমাদ্রৌ হিমমিত্যাদৌ। তদুভয়নিরপেক্ষঞ্চ তৎ, দশমস্ত্বম-সীত্যাদৌ। তদুভয়াগম্যে সাধকতমঞ্চ তৎ, গ্রহাণাং রাশিষু সঞ্চারে যথা। কিঞ্চাপ্তবাক্যেনানুগৃহীতং তদুভয়ং প্রমাপকম্। দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন পুংসা সত্যেহপ্যবিশ্বস্তে "তস্যৈবেদং মুণ্ডমিতি" নভোবাণ্যানুগৃহীতং প্রত্যক্ষং যথা। অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্নগ্নিং সম্ভাবয়ত, বৃষ্ট্যা নির্ব্বাণোঽত্রদৃষ্টঃ, কিন্ত্বমুষ্মিন্ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ সোঽস্তীত্যাপ্তবাক্যেনানুগৃহীতমনুমানং চ যথেতি। তদেবং প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানীত্যাহ মনুঃ ;—"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধি-মভীপ্সতেতি॥" এবমস্মদ্বৃদ্ধাশ্চ। সর্ব্বপরম্পরাসু ব্রহ্মোৎপন্নেষু দেবমানবাদিষু সর্ব্বেষু বংশেষু। "পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেঽপি বধে কচিদিতি" বিশ্বঃ। লৌকিকজ্ঞানং কর্ম্ম-বিদ্যা। অলৌকিকজ্ঞানং ব্রহ্ম-বিদ্যা। অপ্রাকৃতেতি "বাচা বিরূপনিত্যয়েতি" মন্ত্রবর্ণাৎ, "অনাদিনিধনা নিত্যাবাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" ইতি স্মরণাচ্চ। স্ফুটমন্যৎ ॥১০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বকথিত ভ্রমাদি দোষ বশতঃ প্রত্যক্ষাদি পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমরা যদ্যপি সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বপুরুষপরম্পরায় আগত লৌকিক অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র নিদান, অপ্রাকৃত বাক্যস্বরূপ বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বেদকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উহা যে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে, মহামুনি বেদব্যাসাদি কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥১০॥

অচিন্ত্যবস্তুপ্রত্যক্ষে বেদের প্রামাণ্য।

তচ্চানুমতং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদৌ,
"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যাদৌ,
"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইত্যাদৌ, "শ্রুতেস্তু-শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদৌ,
"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥" ইত্যাদৌ চ ॥১১॥

বিদ্যাভূষণ।

নম্বুকোঽয়মাগ্রহো বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ, তচ্চানুমতমিতি, শ্রীব্যাসাঙ্ঘ্রিরিতি শেষঃ। তমাকাঙ্ক্ষাহ, তর্কেত্যাদীনি সাধ্যসাধনয়োরগীতান্তানি, তর্কেতি ব্রহ্মসূত্রখণ্ডঃ। তস্যার্থঃ—পরমার্থনির্ণয়স্তর্কেণ ন ভবতি, পুরুষবুদ্ধিবৈবিধ্যেন তস্য নষ্টপ্রতিষ্ঠত্বাৎ। এবমাহ শ্রুতিঃ—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি"। ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ। যদ্যয়ং নির্ব্বহ্নিঃ স্যাত্তদা নির্ধূমঃ স্যাদিত্যেবংরূপঃ, স চ ব্যাপ্তিশঙ্কাং নিরস্যন্নমুমানাঙ্গং ভবেদতস্তর্কেণানুমানং গ্রাহ্যমিতি। অচিন্ত্যা ইত্যুদ্যম-পর্ব্বণি দৃষ্টম্। শাস্ত্রেতি ব্রহ্মসূত্রম্। নেত্যাক্ষ্যাম্। উপাস্যো হরিরনুমানেনোপনিষদা বা বেদ্য ইতি সন্দেহে, "মন্তব্য" ইতি শ্রুতেরনুমানেন স বেদ্য ইতি প্রাপ্তে, নানুমানেন বেদ্যো হরিঃ। কুতঃ? শাস্ত্রমুপনিষদ্-যোনির্বেদন হেতুর্যস্য তত্বাৎ। ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদ্যা হি শ্রুতিঃ। শ্রুতেস্থিতি ব্রহ্মসূত্রম্। নেতানুবর্ত্ততে। ব্রহ্মণি কর্ত্তরি লোকদৃষ্টাঃ শ্রমাদয়ো দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ? "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েতি" সঙ্কল্পমাত্রেণ নিখিল সৃষ্টিশ্রবণাৎ। নম্বু শ্রুতির্বাধিতং কথং ব্রূয়াদিতি চেত্তত্রাহ, শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণকত্বাৎ। দৃষ্টৈকৈতন্মনিমন্ত্রাদৌ। পিতৃদেবেত্যুদ্ধবোক্তিরেকাদশে। হে ঈশ্বর তব বেদঃ পিত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ। কেত্যাহানুপলব্ধেঽর্থে ইত্যাদি। তথা চ বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি মদ্বাক্যং সর্ব্বসম্মতমিতি নাপূর্ব্বং ময়োক্তম্ ॥১১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ব্রহ্মসূত্রের এই কয়েকটী সূত্রদ্বারা এবং পুরাণবচনদ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠাশূন্যতা, পরমার্থজ্ঞানের শাস্ত্রৈকপরতা, ও পরমার্থজ্ঞানের প্রতি বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। ব্যাপ্যবস্তুর আরোপ দ্বারা ব্যাপক বস্তুর আরোপই তর্ক, যেমন—"যদি ইহাতে বহ্নি না থাকিত তাহা হইলে ধূমও থাকিত না, ইহাই তর্কের আকার। ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে এই তর্ক হইতেই অনুমান সিদ্ধ হইয়াথাকে। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই সকল সূত্রের কয়েকটী ভাষ্যও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। আমাদের দেশের অনেকেই বেদান্ত বলিলে শঙ্করভাষ্য মাত্রই জানিয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রের বহুল ভাষ্য আছে, উহা যে কেবল মায়াবাদেই পর্য্যবসিত নহে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত সূত্র কয়টির শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব ও গোবিন্দ এই চারিটী ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া সমন্বয় প্রদর্শন করা যাইতেছে—

তর্কের অপ্রতিষ্ঠতা ও শব্দের প্রামাণ্য।

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" ॥ (২।১।১১)

শঙ্করভাষ্য। "ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষা-মাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।............বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যকৃত্বং অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুমশক্যং, অতঃ সিদ্ধং অস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানত্বং, অতোঽন্যত্র সম্যগ্-জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত, অত:আগমবশেনাগমানুসারি তর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং—"

অর্থাৎ শুষ্ক তর্কদ্বারা বেদবেদ্য অর্থসমূহের স্থাপন সম্ভব নহে। যেহেতু বেদবিষয়ক জ্ঞানবিরহিত পুরুষ-কল্পিত তর্কের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, কারণ ঐসকল তর্কের অপ্রতিহত স্বভাব প্রযুক্ত, উহা অসীমতর্কে পরিণত হয়। আরো যখন যত্নপূর্ব্বক উপস্থাপিত তর্কের, অপর তার্কিকের দ্বারা খণ্ডন,

আবার অপরের দ্বারা উহাও খণ্ডিত হইতে দেখাযাইতেছে, তখন পুরুষের বুদ্ধি-বৈরূপ্য বশতঃ কুত্রাপি বেদবাহ্য তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বেদ যখন নিত্য এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু, তখন অব্যভিচারী একমাত্র সিদ্ধার্থের প্রতিপাদনই উহার বিষয়, সুতরাং বেদ-জনিত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালীয় তার্কিক সকলের ঐ জ্ঞানের অপহ্নব করিবার সামর্থ্য নাই। অতএব ঔপনিষদ্ জ্ঞানেরই সম্যক্ জ্ঞানতা জানিবে। ঔপনিষদ্ জ্ঞান ব্যতীত অপর জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। অর্থাৎ উহাদ্বারা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখাবাপ্তি-রূপ মুক্তির কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

রামানুজভাষ্য। "তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্ম কারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ো ন প্রধানকারণ-বাদঃ, শাক্যোলূক্যাক্ষপাদক্ষপণককপিলপতঞ্জলিতর্কাণামন্যোঽন্যব্যাঘাতাৎ তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে"।

অর্থাৎ লৌকিক তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও শ্রুতিমূলক তর্কদ্বারা প্রধানের কারণতা পরিহার-পূর্ব্বক, ব্রহ্মের কারণতাই আশ্রয়ণীয়। শাক্য, উলূক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল, পতঞ্জলি, প্রভৃতির তর্কসকল পরস্পরের দ্বারা ব্যাহত হওয়ায় লৌকিক তর্কের প্রতিষ্ঠা-রাহিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

মাধ্বভাষ্য। "এতাবানেব তর্ক ইতি প্রতিষ্ঠাপকপ্রমাণাভাবাৎ

"যাবদেব প্রমাণেন সিদ্ধং তাবদহাপয়ন্
স্বীকুর্য্যান্নৈব চান্যত্র শক্যং মানমৃতে ক্বচিদিতি॥ বামনে।

অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই তর্কের সীমা এরূপ প্রতিষ্ঠাপক প্রমাণ নাই, বেদোক্ত প্রমাণ দ্বারা যাবৎ সিদ্ধ হয় তাবৎ অনুমান স্বীকার করাযায়। বৈদিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনও অন্যত্র অনুমান স্বীকার করাযায় না অর্থাৎ বেদানুকূল না হইলে কেবল শুষ্কতর্ক গ্রাহ্য নহে।

গোবিন্দভাষ্য। "পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো বিহন্যমানা বিলোক্যন্তে। অতোঽপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ তথাভূতানামপি কপিলকণভূগাদীনাং মিথো বিবাদসন্দর্শনাৎ। নন্বহমন্যথানুমাস্যে যথা প্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং, তর্কাপ্রতিষ্ঠানুরূপস্য তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্ব্বতর্কা প্রতিষ্ঠায়াং জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। অতীতবর্ত্তমানবর্ত্ম সাধারণ্যেনানাগতেঽপি বর্ত্মনি সুখদুঃখপ্রাপ্ত-পরিহারার্থা লোকপ্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি চেৎ এবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্বনস্য ভবতো দেশান্তরকালান্তরজনিপুণতমতার্কিকদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। যদ্যপ্যর্থবিশেষে তর্কপ্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ শ্রুতিবিরোধান্নেতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচরতামাহ। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি" কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদৈবা-সত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতমিত্যাস্থা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্। তৎপোষকারী তর্কস্ত্বপেক্ষ্যত এব "মন্তব্য" ইতি শ্রুতেঃ পূর্ব্বাপরাবিরোধেনেত্যাদিস্মৃতেশ্চ"—।

অর্থাৎ পুরুষের বুদ্ধির নানাত্ব প্রযুক্ত তর্কসকল অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ সকল তর্কের প্রতি আদর না করিয়া উপনিষদুক্ত, ব্রহ্মোপাদানতাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তর্ক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কপিল কণাদ প্রভৃতিরও পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই এরূপও বলিতে পারা যায় না, কারণ তর্কের

অপ্রতিষ্ঠা-সাধক তর্কই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠান হয় এখানে এইরূপ তর্কই স্বীকার করিতে হইবে। তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তাহাতে জগদ্ব্যবহারেরই উচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়। অতীত ও বর্ত্তমানের দৃষ্টান্তানুসারে, ভবিষ্যতেও সুখলাভ এবং দুঃখ-পরিহার নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ ঘটে, অর্থাৎ তর্কের শেষ না থাকায় মোক্ষই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, যেহেতু তর্ক-নিশ্চিত জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ঔপনিষদ্-জ্ঞানই মুক্তির সাধন। যদি পুরুষ-বুদ্ধিমূলক তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা যায়, তাহা দেশান্তরে বা কালান্তরে জাত অপর নিপুণতর তার্কিকের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এবম্প্রকারে পুনঃ পুনঃ উত্থিত তর্কের অপ্রতিষ্ঠ-দোষ অনিবার্য্য। যদিও অর্থবিশেষে তর্কের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের অপেক্ষা দেখা যায় না। ব্রহ্ম অচিন্ত্য-বস্তু সুতরাং তর্কের অগোচর। ব্রহ্মবিষয়ে তর্ক স্বীকার করিলে, শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তোমার উক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। "শ্রেষ্ঠ নচিকেত! তোমার এই পরতত্ত্ব-গ্রহণ-সমর্থা বুদ্ধিকে শুষ্কতর্ক দ্বারা অপমার্গে নীত করিও না। বেদোক্ত গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, তোমার ঐ বুদ্ধি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে।" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর তর্কের অগোচরতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিও বলেন, "প্রশান্তাত্মা মুনিগণই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, অসৎ তর্ক দ্বারা বিপ্লুত হইলে উহা তিরোহিত হইয়া যায়।" অতএব শ্রুতিই ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মের প্রমাণ। "মন্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতি, এবং "পূর্ব্বাপর অবিরোধে তর্ক অভিমত" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য, কেবলমাত্র শ্রুতিসম্মত পূর্ব্বাপর অবিরুদ্ধ তর্কেরই পোষণ করিতেছে।

এক্ষণে কেবল তর্কদ্বারা যে পরমার্থ নির্ণয় হয় না, এবং বেদবিহিত তর্কই যে গ্রহণীয়, ইহা উক্ত সূত্রের উল্লিখিত ভাষ্যকারগণের মতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই জন্যই স্মৃতিও বলেন "অচিন্ত্য বস্তু তর্কের দ্বারা লাভ হয় না।" তথাপিও সেই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অনুমান-বেদ্য, কিম্বা উপনিষদ্-বেদ্য বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ "মন্তব্য" এই শ্রুতির বলে অনুমান-বেদ্য বলিয়া যদি আশঙ্কা হয়, উক্ত আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (বে, সূ, ১।১।৩) অর্থাৎ উপনিষদাদি শাস্ত্রই যাঁহাকে জানিবার একমাত্র হেতু। এই সূত্রের অবতারণা করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য। "মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যা স্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি। যদ্যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং, যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি;—কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্‌যস্মান্মহতো ভূতাদ্‌যোনেঃ সম্ভবঃ "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ" ইত্যাদি শ্রুতেস্তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বঞ্চেতি। অথবা যথোক্তং ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ।"—

অর্থাৎ অনেক প্রকার বিদ্যাস্থানোপবৃংহিত প্রদীপের ন্যায় সকল প্রকার অর্থের প্রকাশক সর্ব্বজ্ঞকল্প শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ ব্রহ্ম। যেহেতু ঈদৃশ সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরব্যতিরেকে অপর কারণ সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যে পুরুষ হইতে শাস্ত্র সম্ভূত হয়, ঐ শাস্ত্র অপেক্ষা ঐ

পুরুষের জ্ঞানের প্রাচুর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং ইহা লোকসিদ্ধ। অতএব বহুশাখাদি ভেদবিশিষ্ট দেব তির্য্যঙ্ মনুষ্য এবং বর্ণাশ্রমাদি বিভাগের হেতুভূত অশেষ জ্ঞানের আকরস্বরূপ, ঋগ্বেদাদি পুরুষের নিশ্বাসের মত বিনা আয়াসে যে ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ যে তদপেক্ষা বিপুল জ্ঞান ও সর্ব্ব-শক্তিশালী একথা বলাই বাহুল্য। অথবা ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মবস্তুর যথাবৎ স্বরূপ-জ্ঞানের একমাত্র কারণ অর্থাৎ প্রমাপক। যেহেতু শাস্ত্রপ্রমাণবলেই ব্রহ্মকে জগজ্জন্মাদির কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে।

রামানুজভাষ্য। "শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং তচ্ছাস্ত্রযোনিঃ, তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বং তস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকারণত্বাচ্ছাস্ত্রস্য তদ্‌যোনিত্বং, ব্রহ্মণঃ অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদুক্তস্বরূপং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেবেত্যর্থঃ।"—

অর্থাৎ শাস্ত্রই যাঁহার প্রমাণ। কেন না যখন শাস্ত্র ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না তখন ব্রহ্মজ্ঞানে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয়বস্তু, সহজেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়। একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্ম এবম্প্রকার ইহা অবগত হওয়া যায়।

মাধ্বভাষ্য। "ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ" ইতি স্কান্দে।— শাস্ত্রং যোনিঃ প্রমাণমস্যেতি শাস্ত্রযোনিঃ"—

অর্থাৎ এখানে শাস্ত্রশব্দে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, ভারতও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থসকল অভিহিত হইয়াছে, এবং ইহাদের অনুকূল শাস্ত্রসকলও শাস্ত্রমধ্যে গণনীয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রন্থসকল শাস্ত্র নহে, উহারা কুবর্ত্ম মধ্যে গণিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসকল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য।

গোবিন্দভাষ্য। "মুমুক্ষুভিরসৌ নানুমেয়ঃ, কুতঃ? শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধহেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। অন্যথৌপনিষদ্‌সমাখ্যাবিরোধঃ। "মন্তব্য" ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারিতর্কোঽভ্যুপগতঃ। "পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ, ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ," ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গৌতমাদি শুষ্কতর্কহেয়ত্বন্তু বক্ষ্যতে, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি। তস্মাদ্বেদান্তাৎ বিদিত্বাসৌ ধ্যেয় ইতি।"—

অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষুব্যক্তিগণের অনুমেয় নহেন; কারণ, কেবল শাস্ত্রদ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। নতুবা শ্রুতির স্থানান্তরে তাঁহাকে "ঔপনিষদ" অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেদ্যপুরুষ বলিয়া যে আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে উহার বিরোধ হইয়া যায়। তবে "মন্তব্য" অর্থে শাস্ত্রবিহিত অনুকূলতর্ক স্বীকার্য্য। স্মৃতিও বলিয়াছেন পূর্ব্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থটি এখানে অভিমত হইবে ইত্যাকার উহনরূপ তর্কই গ্রহণীয়, শুষ্ক তর্ক পরিবর্জ্জন করিবে। গৌতমাদির শুষ্কতর্কের অপ্রতিষ্ঠাই এখানে সূত্রের তাৎপর্য্য, অতএব বেদান্ত শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিয়া ধ্যান করিবে।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে এবং উহার উল্লিখিত ভাষ্যকারগণের সকলকার মতেই পরতত্ত্বের শাস্ত্রবেদ্যতা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টীকৃত হইলেও, "শ্রুতেস্তুশব্দমূলত্বাৎ" (বে, সূ, ২।১।২৭) এই সূত্রে শাস্ত্রের মূলই যে শব্দ এবং ঐ শব্দই যে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধের হেতু, তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপাদিত হইতেছে :—

শঙ্করভাষ্য।—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং; নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং তদ্যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্।—নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে, অস্য বস্তুন এতাবত্য, এতৎসহায়া, এতদ্বিষয়া, এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং, বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত।"—

অর্থাৎ শব্দমূল ব্রহ্মের শব্দই একমাত্র প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদিজন্য জ্ঞান উঁহার প্রমাণ নহে। উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কের দ্বারা, এই ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ কি, সহায় কি, বিষয় কি এবং তাঁহার শক্তি সমুদয়েরই বা প্রয়োজন কি, এই সকল বিষয় জানিতে কেহ সক্ষম হয় না। অধিক কি, শব্দব্যতিরেকে সেই অচিন্ত্য-প্রভাব ব্রহ্মের রূপও নির্ণয় করা যায় না।

রামানুজভাষ্য।—"তস্য নিরবয়বস্য বহুভবনং চ নোপপদ্যতে কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপদ্যতে। তস্মাদসমঞ্জসমেবাভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপপদ্যত ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" তু শব্দ উক্ত দোষং ব্যাবর্ত্তয়তি, নৈবমসামঞ্জস্যং কুতঃ শ্রুতেঃ; শ্রুতিস্তাবন্নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ, শ্রৌতেঽর্থে যথাশ্রুতি প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ।—শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্তুবিজাতীয়ত্বাদস্যার্থস্য বিচিত্রশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বাঽর্হতি ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ নিরবয়ব ব্রহ্মের বহু আকার ধারণ উপপাদিত হইতেছে না, এবং কার্য্যত্বে অনুপযুক্ত অংশের স্থিতিরও উপপত্তি হইতেছে না, ইত্যাকার অসামঞ্জস্য আপতিত হওয়ায়, ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্বন্ধে অনুপপত্তি-রূপ উত্থিত আশঙ্কার পরিহার জন্য "শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ" এই সূত্রার্থে বলা হইতেছে; উক্ত দোষ ব্রহ্মে আসিতে পারে না, কারণ এক শ্রুতিই ব্রহ্মকে কোথাও নিরবয়ব, এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, এতদুভয়ই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রৌত অর্থসকলের যথাশ্রুত অর্থ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রুতি "অগ্নিদ্বারা সেচন কর" ইত্যাকার পরস্পর অন্বয়ের অযোগ্য অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থ এবম্প্রকার আশঙ্কাও, শব্দমূলতা রূপ হেতুদ্বারা পরিহৃত হইয়াছে। কারণ একমাত্র শব্দই প্রমাণ হওয়ায় এবং সকল ইতরবস্তু বিভিন্ন জাতীয় হওয়ায়, শ্রুতি-প্রতিপাদিত অর্থসমূহের বিচিত্রশক্তির বিরোধ লক্ষিত হয় না। অতএব সামান্যাকারে দৃষ্ট, সাধন বা দূষণ ব্রহ্মে আসিতেই পারে না।

মাধ্বভাষ্য। "ন চেশ্বরপক্ষেঽয়ং বিরোধঃ। "যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোঽনুরাগবাননন্নুরাগবান্, ইন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ, প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ, স পরঃ পরমাত্মেতি" পৈঙ্গাদি শ্রুতেরেব শব্দমূলত্বাচ্চ ন যুক্তিবিরোধঃ। যদ্বাক্যোক্তং ন তদ্যুক্তির্বিরোদ্ধুং শক্নুয়াৎ ক্বচিৎ। বিরোধে বাক্যয়োঃ ক্বাপি কিঞ্চিৎ সাহায্যকারণমিতি।"—

ঐ তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে উক্ত হইয়াছে:—

"অত্র বিষ্ণোঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বে কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি যুক্তিবিরোধপরিহারাদস্তিশাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং বিষ্ণোরুক্তং তস্য চ যুক্তিবিরোধে লক্ষণসূত্রানুপপত্তেরবশ্যমসৌ নিরাকর্ত্তব্যঃ।—নহি যুক্তং বক্তুময়ং দোষো জীবপক্ষ এব নেশ্বরপক্ষ ইতি। ঈশ্বরে তদস্পর্শনিমিত্তস্য জীবাদতিশয়স্যাদর্শনাৎ বিশেষমন্তরেণাপি দোষাস্পর্শে কিং জীবেনাপরাদ্ধং এতেন জীবস্যেশ্বরাধীনত্বাঙ্গীকারেণ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষপরিহারঃ।—নেশ্বরকর্ত্তৃত্বে যুক্তিবিরোধঃ যোঽসৌ বিরুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতৌ লোকবিরুদ্ধধর্ম্মাণামীশ্বরেঽবিরুদ্ধতয়াবস্থানোক্তেঃ।"

অর্থাৎ জীবের ন্যায় ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বে যুক্তির কোন বিরোধ নাই। বরং পৈঙ্গাদি শ্রুতিবচন দ্বারা অবিরোধে

যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং টীকাকারের অভিপ্রায়ে ও বিষ্ণুর জগৎ কর্ত্তৃত্বে যুক্তিবিরোধ পরিহার-পূর্ব্বক, উক্ত বিষয়ে যে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসঙ্গতি আছে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গোবিন্দভাষ্য। "শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। উপসংহারসূত্রান্নেত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে লোক-দৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ শ্রুতেঃ। অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্ত্তৃনির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ।——সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়-মিতি। নন্ শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈক-প্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ।"—

অর্থাৎ শঙ্কা নিবারণ জন্য "তু"-শব্দ। উপসংহার সূত্র হইতে "ন" অনুবর্ত্তিত হইতেছে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানাত্মক হইয়াও মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও জ্ঞানবান্ এক হইয়াও বহুরূপে বিভাত, অংশ-রহিত হইয়াও অংশযুক্ত, পরিমিত হইয়াও অপরিমিত, এবং সকলকার কর্ত্তা হইয়াও বিকারশূন্য, ইত্যাকার বহু শ্রুতিপ্রমাণ থাকায়, লোকদৃষ্ট দোষ সমুদায় ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে আসিতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সত্ত্বেও রমণীয় রূপবত্তা ও নির্ব্বিকারতাদি সমস্ত শ্রুতিবাক্যানুসারেই সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব কেবল যুক্তিদ্বারা উহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য নহে। যদি বল, শ্রুতিদ্বারা কিরূপে বাধিতার্থের বোধ হইবে? তদুত্তরেই বলিয়াছেন "শব্দ" অর্থাৎ অবিচিন্ত্য-অর্থের বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। লৌকিক মণিমন্ত্রাদির যখন অচিন্ত্য শক্তি দেখা যাইতেছে, তখন অলৌকিক ও অচিন্ত্য-স্বভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মে এই সকল প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও আপ্তবাক্য লক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দেখা যায় না। বরং শব্দই বিস্মৃত কণ্ঠমণি ব্যক্তিকে, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অপেক্ষা না করিয়া উহার স্মরণ করাইয়া, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। এইরূপে শব্দেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় হইতেছে। শ্রুতিমূলক শব্দই ব্রহ্মের প্রমাপক।

এক্ষণে উল্লিখিত সকল ভাষ্যকারগণের মতেই দেখা গেল, বেদই অবিরোধে ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব, এবং ঐ ব্রহ্মের বেদ-বেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—"হে ঈশ্বর! সাধ্য-সাধনের অনুপলব্ধি স্থলে অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ, বিগ্রহ ও বৈভবাদির অপরিগ্রহে পিতৃগণের দেবগণের ও মনুষ্যাদির দর্শন সম্বন্ধে তোমার একমাত্র বেদই শ্রেষ্ঠ চক্ষু"। অতএব এই সকল বাক্য-দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অচিন্ত্যবস্তুর প্রমাণ সম্বন্ধে বেদকেই যে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নবকল্পিত নহে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আছে ॥১১॥

তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাদ্ বেদরূপো বেদার্থনির্ণয়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দো নাত্মবিদিতঃ সোঽপি তদ্দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সম্প্রতি তস্যৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। তথাহি মহাভারতে মানবীয়ে চ:—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি।" "পূরণাৎ পুরাণম্" ইতি চান্যত্র। ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি নহ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে। ননু যদি বেদশব্দঃ

পুরাণমিতিহাসশ্চোপাদত্তে, তর্হি পুরাণমন্যদন্বেষণীয়ম্। যদি তু ন, ন তর্হীতিহাসপুরাণয়োর-ভেদো বেদেন। উচ্যতে :—বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক-পদকদম্বস্যাপৌরুষেয়ত্বাদভেদেঽপি স্বর-ক্রম-ভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে। ঋগাদিভিঃ সমমনয়োরপৌরুষেয়ত্বেনাভেদো মাধ্যন্দিনশ্রুতাবেব ব্যজ্যতে :—

"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" (মৈত্রী, উ, ৬, ৩২) ইত্যাদিনা ॥১২॥

বিদ্যাভূষণ।

এবং চেদৃগাদিবেদেনাস্তু পরমার্থবিচারস্তত্রাহ, তত্র চ বেদশব্দস্যেতি। তর্হি ন্যায়াদিশাস্ত্রৈর্বেদার্থনির্ণেতৃভিঃ সোঽস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ, তদর্থনির্ণায়কানামিতি। তস্যৈবেতি ইতিহাসপুরাণাত্মকস্য বেদরূপস্যেত্যর্থঃ। সমুপবৃংহয়েদিতি। বেদার্থং স্পষ্টীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পূরণাদিতি। বেদার্থস্যেতি বোধ্যম্। ত্রপুণা সীসকেন। পুরাণেতিহাসয়োর্বেদরূপতায়াং কশ্চিচ্ছঙ্কতে, নন্বিত্যাদিনা। তত্র সমাধত্তে, উচ্যত ইত্যাদিনা। নিখিলশক্তিবিশিষ্টভগবদ্রূপৈকার্থপ্রতিপাদকং যৎ পদকদম্বমৃগাদি-পুরাণান্তং তস্যেতি। ঋগাদিভাগে স্বরক্রমোঽস্তি, ইতিহাসপুরাণভাগে তু স নাস্তি ইত্যেতদংশেন ভেদঃ। এবং বেতি মৈত্রেয়ীং পত্নীং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনং। অরে মৈত্রেয়ি! অস্য ঈশ্বরস্য। মহতো বিভোঃ, পূজ্যস্য বা। ভূতস্য পূর্ব্বসিদ্ধস্য। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥১২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এইরূপে বেদই যখন পরমার্থজ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ স্থিরীকৃত হইল, তখন বেদার্থাবলম্বনে ঐ পরমার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। বেদ বলিতে কি বুঝাইবে? কেবল ঋগাদি অথবা পুরাণাদিও বুঝাইবে, উহার নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। বেদ বহু বিস্তৃত, এই কলিযুগে স্বল্পায়ু ও স্বল্পবুদ্ধি জীবের পক্ষে উহা একপ্রকার দুর্ব্বোধ্য সুতরাং বেদ হইতে পরমার্থনিশ্চয় সুলভ নহে।

পুরাণাবির্ভাবের কারণ।

বিশেষতঃ বেদার্থের নির্ণায়ক মুনিসকলের ও পরস্পর মতের অনৈক্য হওয়ায়, বেদস্বরূপ বেদার্থের নির্ণায়ক ইতিহাস পুরাণাত্মক শব্দেরই বিচার কর্ত্তব্য এবং এই নিমিত্তই পুরাণাদির আবির্ভাব। এতদ্ উভয়ই অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ-বিশিষ্ট। আরও যখন দেখা যাইতেছে যে, বেদের যেসকল শব্দ স্বরূপতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি না, তৎসমুদায়ই পুরাণ-বচন দ্বারা অনুমান করিয়া লওয়া হইতেছে, তখন ঐ ইতিহাস পুরাণাত্মক বেদবাক্যেরই প্রমোৎপাদকতা নিশ্চয় জানিতে হইতেছে, অর্থাৎ যদ্রূপ "অহরহঃসন্ধ্যামুপাসীত" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ধ্যার নিত্যবিধি ব্যবস্থাপিত হইলেও, "সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ।" ইত্যাদি নিষেধপর স্মৃতিবাক্য তাদৃশ নিষেধপর শ্রুতির অনুমাপক হওয়ায় লোকে উহাই প্রমা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, বেদের যে অংশ আমাদের জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে, আমরা তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করিতে পারি না। বেদ যে মধ্যে মধ্যে লুপ্ত বা গুপ্ত হয়েন তাহা শাস্ত্রদৃষ্টেই জানা যায়। এবং স্থানবিশেষে বেদ সংক্ষেপেও অস্পষ্ট ভাবে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণ উহাই সবিস্তারে, বিশদভাবে জানাইয়াছেন। "ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থসকলকে স্পষ্ট করিতে হইবে," এই প্রকার মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। এবং অন্যত্রও পুরাণনামের সার্থকতা প্রতিপাদনজন্য বলিয়াছেন বেদের পূরণজন্যই ইহার পুরাণ নাম হইয়াছে, অতএব

পুরাণের প্রমাজ্ঞাপকতা।

পুরাণও যে বেদ তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। কারণ যাহা বেদ নয় তদ্দ্বারা বেদের পূরণ সম্ভব হয় না, অপূর্ণ স্বর্ণবলয়ের স্বর্ণাংশ কখনও সীসা দ্বারা পূরিত হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—যদি বেদ শব্দে ইতিহাস পুরাণ পর্য্যন্ত বুঝায়, তাহা হইলে বেদবোধ্য ইতিহাস পুরাণান্তরের অন্বেষণ করিতে হয়। তাহা না হইলে, অর্থাৎ বেদ বলিলে ইতিহাস পুরাণকে না বুঝাইলে, বেদের সহিত পুরাণের অভেদতা সিদ্ধ হয় না, এতদুত্তরে বলিয়াছেন; বেদ পুরাণাদি হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। বেদ যাহা কিছু প্রতিপাদন করেন, ইতিহাস, পুরাণও তাহাই স্পষ্টাকারে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এবং বেদও অপৌরুষেয় শব্দ, ইতিহাস পুরাণও অপৌরুষেয়। অতএব বিশিষ্ট-একার্থ-প্রতিপাদক-পদসমুদায়ের অপৌরুষেয়তা নিবন্ধন পরস্পর অভেদ। ঋগাদি হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত তাবৎ অপৌরুষেয়-শব্দই নিখিল শক্তিসম্পন্ন একমাত্র শ্রীভগবান ও তদীয় বিচিত্রলীলাদিকেই প্রতিপাদন করিতেছে। তথাপি ইহাদের ভেদের কারণ কেবলমাত্র স্বরক্রম। অর্থাৎ ঋগাদি ভাগে উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে, ইতিহাস ও পুরাণ ভাগে ঐরূপ স্বরের কোন নিয়ম নাই বলিয়া, পরস্পর ভেদ ও অনুপপন্ন হয় না। মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে ও অপৌরুষেয়তানিবন্ধন ইহাদের পরস্পর অভেদ উক্ত হইয়াছে; "অরে মৈত্রেয়ি! ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সমস্তই সেই ব্যাপক পূজ্য ঈশ্বরের নিশ্বাসের স্বরূপ", অর্থাৎ তাঁহাহইতে অবলীলা-ক্রমে বহির্গত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বেদ ও পুরাণের অভেদতা।

বেদ ও পুরাণের স্বরাংশেভেদ।

অতএব স্কান্দ প্রভাসখণ্ডে :—

"পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ ॥
ততঃ পুরাণমখিলং সর্ব্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥
নির্গতং ব্রহ্মণোবক্ত্রাত্তস্য ভেদান্নিবোধিত।
ব্রাহ্ম্যং পুরাণং প্রথমম্"—ইত্যাদি। অত্র শতকোটিসংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধেতি তথোক্তম্। তৃতীয়স্কন্ধে চ :—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ" ইত্যাদি প্রকরণে,—

"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্যএব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শন ইতি॥"

অপিচাত্র সাক্ষাদেব বেদশব্দঃ প্রযুক্তঃ পুরাণেতিহাসয়োঃ। অন্যত্রচ "পুরাণং পঞ্চমোবেদঃ। ইতিহাসঃপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদউচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" ইত্যাদৌ। অন্যথা বেদানিত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমান-জাতীয়নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ। ভবিষ্যপুরাণেঃ—"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্" ইতি; তথাচ সামকৌথুমীয় শাখায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদি চ :—"ঋগ্বেদং

ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্” (ছান্দো ৭।১।২) ইত্যাদি। অতএবাস্য মহতো ভূতস্যেত্যাদাবিতিহাস-পুরাণয়োশ্চতুর্ণামেবান্তর্ভূতত্বকল্পনয়া প্রসিদ্ধপ্রত্যাখ্যানং নিরস্তম্। তদুক্তম্ঃ—“ব্রাহ্ম্যং পুরাণং প্রথমম্” ইত্যাদি ॥১৩॥

বিদ্যাভূষণ।

পুরেত্যাদৌ বেদানাং পুরাণানাঞ্চাবির্ভাব উক্তঃ। সসৃজে আবির্ভাবয়ামাস। সমানেতি যজ্ঞদত্তপঞ্চমান্ বিপ্রানামন্ত্রয়স্ব ইতিবৎ। কার্ষ্ণমিতি কৃষ্ণেন ব্যাসেনোক্তমিত্যর্থঃ। অতএবেতি পঞ্চমবেদত্বশ্রবণাদেবেত্যর্থঃ। চতুর্ণামেবান্তর্ভূতত্বেতি। ভগবন্নিঃশ্বসিতভূতে যে ইতিহাসপুরাণে তে চতুর্ণামেবান্তর্গতে। তেন্যেব যৎ পুরাবৃত্তং, যচ্চ পঞ্চলক্ষণমাখ্যানং, তে এব তদ্ভূতে গ্রাহ্যে, নতু যে ব্যাসকৃতত্বেন ভুবি খ্যাতে শূদ্রাণামপি শ্রব্যে ইতি কর্ম্মঠৈর্ব্বৎ কল্পিতং তন্নিরস্তমিত্যর্থঃ ॥১৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত আছে; পুরাকালে অমরগণের পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, ঐ তপস্যার ফলে, ষড়ঙ্গ পদক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হয়। ষড়ঙ্গ—অর্থাৎ উচ্চারণ জ্ঞাপক—শিক্ষা, বৈদিক যাগাদিক্রিয়ার জ্ঞাপক—কল্প, পদসাধুত্বের বোধক—ব্যাকরণ, দুরূহ শব্দার্থের নির্ণায়ক—নিরুক্ত, ছন্দঃসকলের বোধক—ছন্দঃ, গ্রহগণের গণিত-সাধক—জ্যোতিষ। পদক্রমের—অর্থাৎ বেদের পদ-পাঠ ও ক্রম-পাঠনামক রীতিবিশেষের সহিত, আয়ুর্ব্বেদাখ্য উপবেদের সহিত সাঙ্গ, সোপনিষদ্ একবিংশতিশাখাত্মক ঋগ্বেদ। ধনুর্ব্বেদাখ্য উপবেদের সহিত, সাঙ্গ, সোপনিষদ, শতশাখাত্মক যজুর্ব্বেদ। গান্ধর্ব্ববেদাখ্য উপবেদের সহিত সাঙ্গ, সোপনিষদ, সহস্রশাখাত্মক সামবেদ। এবং স্থাপত্যাখ্য উপবেদের সহিত, সাঙ্গ, সোপনিষদ, নবশাখাত্মক অথর্ব্ববেদ আবির্ভূত হয়।

বেদের উৎপত্তি।

অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে নিত্যশব্দময় শতকোটি শ্লোকেনিবদ্ধ সুবিস্তৃত পবিত্র সর্ব্বশাস্ত্রময় অবিচলিতার্থ-প্রতিপাদক ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়, ও ব্রহ্মাণ্ডাখ্য এই অষ্টাদশপুরাণ ও অখিল উপপুরাণের আবির্ভাব হয়। উক্ত ব্রহ্মবক্ত্র বিনির্গত পুরাণের ভেদ ও উক্ত হইয়েছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মপুরাণ প্রথম, উহার শতকোটি সংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ বলিয়া খ্যাতি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বেদোৎপত্তি প্রকরণেও উক্ত আছে “ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ঋক, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব আবির্ভূত হয়, এবং ইতিহাস পুরাণাত্মক পঞ্চমবেদ তাঁহার সকল মুখ হইতেই আবির্ভাবিত করান।” এস্থলে পুরাণ ও ইতিহাসের উদ্দেশে সাক্ষাৎ “বেদ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যত্র “পুরাণই পঞ্চম-বেদ। ইতিহাস পুরাণই পঞ্চম-বেদ,” এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। “মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদসকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।” ইত্যাদি বহুস্থলে পুরাণইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়াই বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণ এবং ইতিহাস যদ্যপি বেদশব্দবাচ্য না হইত, তাহাহইলে, “মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদসকল” এরূপ উক্তি সঙ্গত হইত না। কারণ সংখ্যা সমান জাতিতেই নিবেশিত হইয়া থাকে, যেমন “যজ্ঞদত্তপঞ্চমান্ বিপ্রানামন্ত্রয়স্ব” এস্থলে যজ্ঞদত্তকে লইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা ভিন্ন অপর অর্থ বুঝায় না,

পুরাণের উৎপত্তি।

তদ্রূপ এখানেও মহাভারতকে লইয়া পাঁচটি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এই অর্থই বুঝিতে হইবে। ভবিষ্যপুরাণেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। সামবেদের কৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্যোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে ;—"হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, এবং প্রসিদ্ধ বেদসকলের মধ্যে যাহা বেদ বলিয়া গণ্য, এমন ইতিহাস-পুরাণাখ্য পঞ্চমবেদ অধ্যয়ন করিতেছি।" এই প্রকারে প্রসিদ্ধ স্ত্রী শূদ্রাদিরও শ্রব্য মহর্ষিবেদব্যাস কৃত প্রচলিত পুরাণ ও ইতিহাসেরই পঞ্চম-বেদত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসভূত বেদশব্দে অভিহিত যে ইতিহাস ও পুরাণ, উহা, ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত পুরাবৃত্ত, এবং পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত আখ্যানই পুরাণ; ইত্যাকার শঙ্করভাষ্যে যাহা নব কল্পিত হইয়াছে, তাহাত "প্রসিদ্ধ-প্রত্যাখ্যান" নামক দোষবশতঃ (অর্থাৎ যাহা প্রসিদ্ধ এমন বস্তুকে ত্যাগ করিয়া এক অপ্রসিদ্ধের কল্পনা) ন্যায়বিরুদ্ধ হওয়ায় কল্পিত মত নিরস্ত হইতেছে। এবং এই নিমিত্তই স্কন্দপুরাণে বেদাবির্ভাবের অনন্তর পুরাণাবির্ভাবপ্রসঙ্গে "ব্রহ্মপুরাণই প্রথম" বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥১৩॥

পঞ্চমত্বে কারণঞ্চ বায়ুপুরাণে সূতবাক্যম্ :—

"ইতিহাসপুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিং স্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥
যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে ইতিশাস্ত্রার্থনির্ণয়" ইতি।

ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নে চ বিনিয়োগো দৃশ্যতেঽমীষাম্। "যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানীতি।" সোঽপি নাবেদত্বে সম্ভবতি। অতো যদাহ ভগবান্ মাৎস্যে :—

"কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে" ইতি ॥

পূর্ব্বসিদ্ধমেব পুরাণং সুখসংগ্রহণায় সঙ্কলয়ামীতি তত্রার্থঃ। তদনন্তরং হ্যুক্তম্ :—

"চতুর্লক্ষ প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে ॥
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটি প্রবিস্তরম্।
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিত" ইতি ॥

অত্র তু যচ্ছিষ্টং তু যজুর্বেদ ইত্যুক্তত্বাভস্তাভিধেয়ভাগশ্চতুর্লক্ষস্তত্র মর্ত্ত্যলোকে সংক্ষেপেণ সার-সংগ্রহেণ নিবেশিতো, ন তু রচনান্তরেণ ॥১৪॥

বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চমত্বেকারণঞ্চেতি। ঋগাদিভিশ্চতুর্ভিশ্চাতুর্হোত্রং চতুর্ভির্ঋত্বিগ্ভির্নিষ্পাদ্যং কর্ম্ম ভবতি, ইতিহাসাদিভ্যাং তন্ন ভবতীতি তদ্ভাগস্ত পঞ্চমত্বমিত্যর্থঃ। আখ্যানৈঃ পঞ্চলক্ষণৈঃ পুরাণানি। উপাখ্যানৈঃ পুরাবৃত্তৈর্গাথাভিশ্ছন্দোবিশেষৈশ্চ সংহিতা—ভারত-রূপাশ্চক্রে। তাশ্চযচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে তদ্রূপা ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়নেঽমীষামিতিহাসাদীনাং বিনিয়োগো দৃশ্যতে, সোঽপি বিনিয়োগস্তেষামঙ্গেঽস্বে ব সম্ভবতি। কৃত্বাবির্ভাব্য। সঙ্কলয়ামি সংক্ষিপামি। অভিধেয়ভাগঃ সারাংশঃ ॥১৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, উহাকে পঞ্চমবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঋত্বিক্-চতুষ্টয় সম্পাদ্য চাতুর্হোত্র যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন হয়, উহাই ঋগাদি চতুর্ব্বেদ। এবং যদ্দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন হয় না, তাহাই ইতিহাস পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ। বেদের অন্তর্গত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, ও কল্পশুদ্ধিই, ইতিহাস-পুরাণের মূল। (স্বয়ং দৃষ্ট-বিষয়ের কথন—আখ্যান। শ্রুত-বিষয়ের কথন—উপাখ্যান। পিতৃ ও পৃথ্বী প্রভৃতির গীতিই—গাথা। শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়—কল্পশুদ্ধি।) বায়ুপুরাণে সূতোক্তিতে উহার এইরূপ কারণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিবার বিশেষ কারণ।

"ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস আমাকে ইতিহাস-পুরাণের সম্যক্ বক্তারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন, ঋষি ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। ঋত্বিক্চতুষ্টয় নিষ্পাদ্য চাতুর্হোত্ররূপ যজ্ঞের সৌকর্য্যার্থই এই বিভাগ। অগ্রে এক বেদ হইতেই চারিজন ঋত্বিকের কর্ম্মানুসন্ধান করিতে হইত। অতঃপর বেদীনির্ম্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞশরীর সম্পাদনরূপ অধ্বর্য্যুর অধ্বর ক্রিয়া যজুর্ব্বেদবিভাগে, বেদীতে হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার সম্পাদনরূপ হোতার হোতৃক্রিয়া ঋগ্বেদবিভাগে, হোমাদি-সমকালে উদ্গাতার শ্রীবিষ্ণুস্মরণাদি উদ্গানক্রিয়া সামবেদবিভাগে, এবং ত্রুটিসংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি ব্রহ্মার ব্রহ্মক্রিয়া অথর্ব্ববেদবিভাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইতিহাস ও পুরাণ হইতে এ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, এই জন্যই প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মবাদি-কল্পিত বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত পুরাবৃত্ত ও আখ্যানই যে প্রসিদ্ধ ইতিহাস পুরাণ নহে; তাহা পূর্ব্বে প্রমাণান্তর দ্বারা খণ্ডিত হইলেও পুনশ্চ ইহাতে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর পুরাণার্থবিশারদ মহর্ষি, পঞ্চলক্ষণ আখ্যান দ্বারা পুরাণসকল, এবং উপাখ্যান অর্থাৎ পুরাবৃত্ত ও ছন্দোবিশেষের দ্বারা ভারতাদি সংহিতা সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে পুরাণ-লক্ষণে দেখা যায়; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত-রূপ পঞ্চলক্ষণাত্মক আখ্যানই পুরাণ।

পুরাণ-লক্ষণ।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥"

সর্গ অর্থে :—"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে।" সূক্ষ্মভূত বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা

প্রধান, ঐ প্রধানের ক্ষোভে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে সূক্ষ্মভূতসকলের, ইন্দ্রিয়সকলের, স্থূলভূতের এবং তদুপলক্ষিত দেবতাসকলের সম্ভব বা কারণ সৃষ্টিকেই সর্গ বলা হয়। এই কারণ হইতে কার্য্য সৃষ্টিই প্রতিসর্গ। ব্রহ্মপ্রসূত রাজাদিগের বংশই বংশ। দেবমনু হইতে মনুপুত্রদিগের আচরণ কথন দ্বারা সত্যধর্ম্মের উপদেশই মন্বন্তর। পূর্ব্বোক্ত রাজগণের ও বংশধরগণের ঘটনাই বংশানুচরিত।

বেদচতুষ্টয়াত্মক যজুর্ব্বেদে যাহা অপ্রকাশিত ছিল, তাহাই পুরাণ ও ইতিহাসে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ইতিহাস ও পুরাণসকলই বেদ। উহারা বেদ বলিয়াই ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়নেও এই ইতিহাস-পুরাণাদির বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং ঐ বিনিয়োগ ইহাদের বেদত্বেরই বিশেষ নিশ্চায়ক।

মৎস্যপুরাণে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "হে দ্বিজোত্তমসকল! কালধর্ম্মে মানবগণ পুরাণসকলের গ্রহণে অক্ষম হইলে, আমি যুগে যুগে ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া ঐ পুরাণকে সংহার করিয়া থাকি।" অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ পুরাণকে মনুষ্যের সুখ-সংগ্রহের নিমিত্ত সঙ্কলন করিয়া থাকি।

পুরাণ সংক্ষেপের কারণ।

তদনন্তর উক্ত হইয়াছে "প্রতি দ্বাপর যুগে, চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত যে এক পুরাণ উহাই অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া, ভূলোকে প্রচারিত হয়। অদ্যাপি ও দেবলোকে ঐ পুরাণ শতকোটি শ্লোকে প্রচারিত আছে। উহারই সারার্থ মর্ত্ত্যলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত হইয়া অষ্টাদশ পুরাণাত্মক পুরাণসংহিতাকারে নিবেশিত হইয়াছে।" এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যাহা যজুর্ব্বেদের অবশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা দেবলোকপ্রসিদ্ধ শতকোটি শ্লোকাত্মক গ্রন্থ। এবং উহারই সারাংশরূপ অভিধেয়ভাগ চতুর্লক্ষ শ্লোকে সঙ্কলিত হইয়া এই মর্ত্তলোকে পুরাণ-সংহিতাকারে প্রচারিত হয় মাত্র। অতএব ইহা যে পৃথক রচিত গ্রন্থ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ॥ ১৪ ॥

তথৈব দর্শিতং বেদসহভাবেন শিবপুরাণস্য বায়বীয়সংহিতায়াম্ ঃ—

"সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজত্ প্রভুঃ।
ব্যস্তবেদতয়া খ্যাতো বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ ॥
পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ।
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটিপ্রবিস্তরম্"ইতি ॥

সংক্ষিপ্তমিত্যত্র তেনেতি শেষঃ। স্কান্দমাগ্নেয়মিত্যাদি সমাখ্যাস্তু প্রবচননিবন্ধনাঃ, কাঠকাদিবৎ; আনুপূর্ব্বীনির্ম্মাণনিবন্ধনা বা ? তস্মাৎ ক্বচিদনিত্যত্বশ্রবণং ত্বাবির্ভাবতিরোভাবাপেক্ষয়া। তদেবমিতিহাসপুরাণয়োর্বেদত্বং সিদ্ধম্। তথাপি সূতাদীনামধিকারঃ সকলনিগমবল্লীসৎফলশ্রীকৃষ্ণনামবৎ। যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে ঃ—

"মধুর-মধুর-মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লী সত্ফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" ইতি ॥

যথা চোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে :—

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্" ইতি॥

অথ বেদার্থনির্ণায়কত্বঞ্চ বৈষ্ণবে :—

"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়" ইত্যাদৌ।

কিঞ্চ, বেদার্থদীপকানাং শাস্ত্রাণাং মধ্যপাতিতাভ্যুপগমেঽপ্যাবির্ভাবকবৈশিষ্ট্যাত্তয়োরেব বৈশিষ্ট্যম। যথা পাদ্মে :—

"দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুধ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নান্যগোচরঃ" ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাভূষণ।

ব্যস্তেতি। ব্যস্তা বিভক্তা বেদা যেন তত্তয়া বেদব্যাসঃ স্মৃতঃ। স্কান্দেন প্রোক্তং ন কৃতমিতি, বক্তৃহেতুকা স্কান্দাদিসংজ্ঞা, কঠেনাধীতং কাঠকমিত্যাদিসংজ্ঞাবৎ। কঠানাং বেদঃ কাঠকঃ। গোত্রচরণাদ্বুঞ্। চরণাদ্ধর্ম্মাম্নায়য়োরিতি বক্তব্যমিতি সূত্রবার্ত্তিকাভ্যাম্। ততশ্চ কঠেনাধীতমিতি দুষ্টমুক্তম্। অন্যথা জন্যত্বেনানিত্যতাপত্তিঃ। আনুপূর্ব্বীক্রমঃ, ব্রাহ্মমিত্যাদি ক্রমনির্ম্মাণহেতুকা বা সা সা সংজ্ঞেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মাদিক্রমেণ পুরাণভাগো বোধ্যঃ। তথাপি সূতাদীনামিতি। ইতিহাসাদের্ব্বেদত্বেঽপি তত্র শূদ্রাদ্যধিকারঃ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্" ইত্যাদি বাক্যবলাদ্বোধ্যম্। ভারতব্যপদেশেনেতি। দুরূহভাগস্য ব্যাখ্যানাৎ, ছিন্নভাগার্থপূরণাচ্চ পুরাণে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ১৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শিব পুরাণের বায়বীয় সংহিতায় বেদের সহিত পুরাণ সংক্ষেপের বিষয় ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে :— প্রভু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চতুষ্টয়াত্মক এক বেদকে সংক্ষেপ করতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এবং উক্ত প্রকারে বেদের বিভাগ জন্যই তিনি বেদব্যাস এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এবং পুরাণসকলকেও চারিলক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেদব্যাস নামের কারণ।

যে বিস্তৃত পুরাণ-সংহিতা অদ্যাপিও দেবলোকে শতকোটি সংখ্যায় প্রচারিত রহিয়াছে। অতএব তিনি পুরাণ সকলকে সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করেন মাত্র। তথাপি প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ সমুদায়ের যে পৃথক পৃথক নাম দৃষ্ট হয়, উহা স্কন্দ, অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা পৃথক রচিত বলিয়া নহে, কিন্তু যে পুরাণের যিনি বক্তা, তাঁহার নামানুসারে সেই পুরাণের সেই নাম হইয়াছে মাত্র। যেমন কঠাদি উপনিষদ্ কঠের দ্বারা অধীত হইয়া কাঠকাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে এখানেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথবা ক্রমান্বয়ে প্রকাশের একটি ক্রম-নির্দ্দেশ জন্যই ব্রহ্মাদি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা জন্যতানিবন্ধন, অনিত্যতাদোষ আপতিত হয়। তথাপিও কোথাও পুরাণের অনিত্যতা সূচক যে সকল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, উহা আবির্ভাব ও তিরোভাবের প্রতিপাদক। কারণ

পুরাণসকলের বিভিন্ন নামের কারণ

পুরাণ সকল নিত্য হইয়াও সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। অতএব এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের বেদত্ব সিদ্ধ হইল। ইতিহাস পুরাণ বেদ হইলেও সূত ও শূদ্রাদির যে অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় উহাও সঙ্গত। যদ্রূপ "রথকারস্যাগ্ন্যাধানাঙ্গে মন্ত্রে" এই বাক্য বলে রথকারের অগ্ন্যাধানমন্ত্রে অধিকার লক্ষিত হইতেছে, তদ্রূপ "স্ত্রী-শূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং" ইত্যাদি বাক্যই স্ত্রীশূদ্রাদির শ্রেয়ঃ কামনায় পুরাণাদি পাঠে উহাদের অধিকার প্রদান করিয়াছে। আরো সমস্ত বেদরূপ কল্পলতার পরমোৎকৃষ্টফল শ্রীকৃষ্ণ নামে যেমত সকলকারই অবিশেষে অধিকার দেখা যায়, সেই প্রকার সমস্ত বেদরূপ কল্পতরুর সারভূত পুরাণেও সকলেরই অধিকার বুঝিতে হইবে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে :—

পুরাণ পাঠে সকলের অধিকার

"হে ভৃগুবর! মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গলসকলেরও মঙ্গল এবং নিখিল বেদ-লতিকার চিন্ময় সৎফলস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রদ্ধা সহকারে বা অবহেলা ক্রমেও যদি একবার মাত্র উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম নরমাত্রকেই অবিশেষে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে :—

যিনি "হরি" এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহার ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ অধ্যয়ন করা হয়।" পুরাণের বেদার্থনির্ণায়কতা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে : "মহর্ষি মহাভারত-চ্ছলে সমস্ত বেদের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।" পুরাণান্তরেও উক্ত হইয়াছে "বেদসকল যে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই।" অর্থাৎ বেদের দুরূহ ভাগসকলের ব্যাখ্যা, এবং ছিন্ন ভাগসকলের অর্থ পূরণ দ্বারা, বেদ যে নিশ্চল ভাবে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। যদ্যপিও সাধারণতঃ বেদার্থ প্রকাশক মনু প্রভৃতি সংহিতা সকলের সহিত পুরাণকেও স্মৃতিশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি প্রকাশকের বৈশিষ্ট্যতানিবন্ধন ইতিহাস পুরাণের বিশেষ উৎকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদব্যাসের এই বৈশিষ্ট্যতা সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাহা বুঝেন নাই। সকলকার বিদিত বিষয় তিনি জানিতেন, কিন্তু তাঁহার বিদিত বহু বিষয়ই অন্যের অবিদিত ছিল। ইহা হইতে বেদব্যাসের বিশেষ জ্ঞান-বত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। এবং পুরাণেরও বিশিষ্টতা সিদ্ধ হইয়াছে ॥১৫॥

পুরাণ বেদার্থের নির্ণায়ক।

সংহিতা হইতে পুরাণাদির শ্রেষ্ঠতার কারণ

স্কান্দে :—

"ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব" ইতি।

তত্রৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যম্ :—

"ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসঃ অষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥
যথাত্র তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া ॥

তদনেনৈব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম!
চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয়॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ" ইতি॥

স্কান্দ এব :—

"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিত্তদন্যথাজাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্‌জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্" ইতি॥

বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিদ্বয়মপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাসপুরাণবিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্। তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। উক্তং হি নারদীয়ে :—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াদ্" ইতি॥১৬॥

বিদ্যাভূষণ।

ব্যাসেতি। বাদরায়ণস্য জ্ঞানং মহাকাশম্, অন্যেষাং জ্ঞানানি তু তদংশভূতানি খণ্ডাকাশানীতি তস্যেশ্বরত্বাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যমুক্তম্। ততোঽত্র মত স্থত ইত্যাদৌ চ ব্যাসান্তরেভ্যঃ পারাশর্য্যস্যেশ্বরত্বান্মহোৎকর্ষঃ। নারায়ণাদিত্যাদৌ চেশ্বরত্বং প্রস্ফুটমুক্তম্। গৌতমস্য শাপাদিতি। বরোৎপন্ননিত্যধান্যরাশির্গৌতমো মহতি দুর্ভিক্ষে বিপ্রানভোজয়ৎ। অথ সুভিক্ষে গন্তুকামান্ তান্ হঠেন ন্যবাসয়ৎ। তে চ মায়ানির্ম্মিতায়া গোর্গৌতমস্পর্শেন মৃতায়া হত্যামুক্ত্বা গতাঃ। ততঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপি গৌতমস্তন্মায়াং বিজ্ঞায় শশাপ। ততস্তেষাং জ্ঞানলোপ ইতি বারাহে কথাস্তি। অধিকমিতি। নিঃসন্দেহত্বাদিতি বোধ্যম্। অন্যথা কৃত্বা অবজ্ঞায়॥১৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে "ব্যাসদেবের চিত্তস্থিত বৃহৎ জ্ঞানাকাশ যেন মহাকাশ, এবং অপরের চিত্তাকাশ যেন গৃহাকাশাদির ন্যায় খণ্ডিত আকাশ। লোকে ঐ ব্যাসদেবের হৃদয়স্থ মহাকাশরূপ ভাণ্ডার হইতে বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন"।

বিষ্ণুপুরাণে পরাশর বাক্যেও উক্ত হইয়াছে :—"অনন্তর আমার পুত্র ব্যাস অষ্টাবিংশতি মন্বন্তরে এক চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যেমন ঐ ধীমান্ বেদব্যাস, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু, হোতা, ও ব্রহ্মার কর্ম্মানুসারে এক বেদকে সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব ও ঋক্ এইচারি ভাগে বিভাগ করেন, তদ্রূপ অপর ব্যাসেরা এবং আমিও বেদসকলকে বিভাগ করিয়া থাকি। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সকল চতুর্যুগে, বেদের বিস্তৃত শাখা ভেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসকর্ত্তৃক রচিত জানিবে। হে মৈত্রেয়! তন্মধ্যে মহাভারতরচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ, তিনি ভিন্ন এ পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি কে আছে যিনি মহাভারত প্রকাশে সক্ষম হইতে পারেন।" এই সকল বাক্যে ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন দ্বারা পরাশর-নন্দন ব্যাসের অপর ব্যাস সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা বিধান করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, সত্যযুগে নারায়ণ হইতে বিনিষ্পন্ন জ্ঞান অবিকৃত ভাবে ছিল, ত্রেতা যুগে উহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়, দ্বাপর যুগে পুনশ্চ গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইলে, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ব্রহ্মা ও রুদ্রপ্রমুখ দেবতাগণ, শরণাগত-পালক বিকার-রহিত নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। (গৌতম ঋষির শাপ সম্বন্ধে বরাহপুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে; গৌতম ঋষির প্রতি এরূপ বর ছিল যে, নিত্যই তাঁহার প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত। কোন সময়ে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি ঐ ধান্য দ্বারা প্রত্যহ প্রভূত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। পরে দুর্ভিক্ষ চলিয়া গিয়া সুভিক্ষের সময় আসিলে, ঐ ব্রাহ্মণগণ স্থানান্তরে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, গৌতমঋষি তাঁহাদিগকে কোন ক্রমেই যাইতে দিলেন না। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ গৌতমের গমনাগমনের পথে মায়া নির্ম্মিত একটি গাভীকে এমন ভাবে রাখিয়া দিলেন, যাহাতে গৌতমঋষি-স্পর্শে ঐ গাভীটি হত হইয়াছে, এইরূপ প্রকাশ পায়। তখন ব্রাহ্মণগণও বিশেষরূপে এই প্রবাদ রটনা করিয়া, সে স্থান হইতে সকলেই প্রস্থান করেন। অনন্তর কৃত-প্রায়শ্চিত্ত-গৌতমঋষি ব্রাহ্মণগণের উক্ত ছলনা জানিতে পারিয়া "সকলকার জ্ঞান লোপ হউক" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শাপই ত্রিলোকের জ্ঞানলোপের কারণ।) অনন্তর তাঁহারা ভগবানের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিলে, ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বয়ং পরাশর হইতে সত্যবতীতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত প্রায় বেদ সকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ স্থলে বেদশব্দে ইতিহাস পুরাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এইরূপ দুঃসাধ্য বেদবিচার পরিত্যাগ করতঃ ইতিহাস পুরাণের বিচারই শ্রেয়ঃ বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে হে বরাননে! বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থকে অধিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কারণ সকল বেদই পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অর্থাৎ বেদ পরোক্ষবাদ, বেদে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাই পরোক্ষে উক্ত হইয়াছে। বেদের উপক্রম উপসংহারের সামঞ্জস্য না থাকায়, উহার অর্থ বোধ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বিনিয়োগ দৃষ্টে বেদের অর্থ করা অসঙ্গত কারণ বেদ সকল ক্রিয়াপরই নহে, ভগবৎ পরতাই উহার তাৎপর্য্য। পুরাণে ক্রিয়াপরতা পরিত্যাগে ভগবৎ পরতাই দর্শিত হইয়াছে, এই রূপে পুরাণেই বেদ সকলের প্রতিষ্ঠিতা নিশ্চয় হইতেছে। অতএব যে পুরাণে বেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই পুরাণকে বেদ হইতে অন্যথাকারী ব্যক্তি সুদান্ত ও সুশান্ত হইলেও তীর্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে অধোগতিই অবশ্যম্ভাবিনী ॥১৬॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা।

জ্ঞানে অজ্ঞানাবরণের হেতু।

বেদব্যাসরূপে আবির্ভাবের কারণ।

স্কান্দপ্রভাসখণ্ডে চ :—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তত্ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ"॥ ইতি

অথ পুরাণানামেবং প্রামাণ্যেস্থিতেঽপি তেষামপি সামস্ত্যেনাপ্রচরদ্রূপত্বান্নানাদেবতা-প্রতিপাদকপ্রায়ত্বাৎ অর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগম ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ। যদুক্তং মাৎস্যে :—

"পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ॥
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে" ইতি।

অত্রাগ্নেস্তত্তদগ্নৌ প্রতিপাদ্যস্য তত্তদ্যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। শিবস্য চেতি চকারাচ্ছিবায়াশ্চ। সঙ্কীর্ণেষু—সত্ত্বরজস্তমোময়েষু কল্পেষু বহুষু। সরস্বত্যাঃ—নানাবাণ্যাত্মক তদুপলক্ষিতায়া নানাদেবতায়া ইত্যর্থঃ। পিতৄণাং—কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেস্তৎপ্রাপক-কর্ম্মণামিত্যর্থঃ॥১৭॥

বিদ্যাভূষণ।

বেদবদিতি। পুরাণার্থো বেদবৎ সর্ব্বসম্মত ইত্যর্থঃ। নন্থ পণ্ডিতৈঃ কৃতাদ্বেদভাষ্যাত্তদর্থো গ্রাহ্য ইতি চেত্তত্রাহ, বিভেতীতি। অকৃতে ভাষ্যে সিদ্ধে, কিং তেন কৃত্রিমেণেতি ভাবঃ। অথেতি। অসন্দিগ্ধার্থতয়া পুরাণানামেব প্রামাণ্যে প্রমাকরণত্বে ইত্যর্থঃ। অর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরিতি। যস্য বিভূতয়োঽপীদৃশঃ স হরিরেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি তদৈকার্থ্যং, "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা আদাবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।" ইতি হরিবংশোক্তমজানদ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—হে দ্বিজোত্তমগণ! বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও নিশ্চল মনে

করি। বেদ সকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। অর্থাৎ বেদ অতি বিস্তৃত, অতএব বেদের দুই এক শাখা মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অতএব বেদতুল্য সর্ব্বসম্মত পুরাণবিচারই কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণকৃত বেদভাষ্য হইতেও বেদার্থের গ্রহণ সম্ভাবনা নাই। যেহেতু বেদ অল্পবেদাধ্যায়ী অজ্ঞসকল তাঁহাকে বিচলিত করিবে বলিয়া ভয় পাইয়া, তিনি পূর্ব্ব হইতেই উহার অকৃত্রিম-ভাষ্য-ভূত পুরাণ ও ইতিহাসে আপনাকে নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ যখন বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ ইতিহাস ও পুরাণ বর্ত্তমান তখন কৃত্রিম ভাষ্যের আবশ্যকতা কি? হে দ্বিজগণ! যাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না বা ঐ সকল দৃষ্টে যে অর্থ অবধারণ করা যায় না, তাহা মন্বাদি-স্মৃতি হইতে অবধারণ করা যায়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না বা এতদুভয় হইতে যে অর্থ অবধারণ করা যায় না, পুরাণ হইতে সে সমুদায় অর্থই অবধারিত হইয়া থাকে। অতএব সষড়ঙ্গ উপনিষদের সহিত যে ব্যক্তি চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ পুরাণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কখনই বিচক্ষণ হইতে পারেন না। এক্ষণে আপাততঃ যদ্যপিও পুরাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইতেছে; কিন্তু উহাদের সকল অংশের প্রচার না থাকায়, এবং ঐ সকল পুরাণ নানা দেবতার প্রতিপাদন করায়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি অর্ব্বাচীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পুরাণার্থও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সংশয় তদবস্থা-তেই থাকিয়া যাইতেছে। পুরাণের এই নানার্থ প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে— যাহা সর্গ বিসর্গাদি পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট উহাই পুরাণ নামে অভিহিত। ইতিহাস আখ্যায়িকা নয়। উক্ত পুরাণ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন কথাময় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজস কল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামস কল্পে অগ্নির ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময়-সঙ্কীর্ণ কল্প সকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। এখানে "অগ্নির মাহাত্ম্য" শব্দে বেদবোধিত বা বেদপ্রতিপাদিত পৃথক পৃথক অগ্নিতে সম্পাদ্য পৃথক পৃথক যজ্ঞের মাহাত্ম্য বোধিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে "শিবস্য চ" এই শব্দের দ্বারা শিব ও চকারার্থে শিবার মাহাত্ম্যও নির্দ্দিশ করিয়াছেন। "সরস্বতী" শব্দে নানা বাণ্যাত্মক সরস্বতী দ্বারা উপলক্ষিত নানা দেবতাও বোধিত হইতেছে। এবং "পিতৃগণের" এই শব্দে "কর্ম্মণা পিতৃলোক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যপ্রতিপাদিত পিতৃলোক প্রাপক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের মাহাত্ম্য বোধিত হইতেছে। ফলতঃ মন্বাদি কল্পভেদে, পুরাণ সমুদায়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম বিভিন্ন অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥১৭॥

পুরাণ বিচারের আবশ্যকতা।

কল্প ভেদে পুরাণের বিভিন্নতা।

তদেবং সতি তত্তৎকল্পকথাময়ত্বেনৈব মাৎস্য এব প্রসিদ্ধানাং তত্তৎপুরাণানাং ব্যবস্থা জ্ঞাপিতা তারতম্যন্তু কথং স্যাৎ, যেনেতরনির্ণয়ঃ ক্রিয়েত। সত্ত্বাদিতারতম্যে-নৈবেতি চেৎ, "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি" "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনমিতি" ন্যায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতম্। তথাপি পরমার্থেঽপি নানা ভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিম্ স্যাৎ। যদি সর্ব্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং, তদবলোকনেনৈব সর্ব্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, তর্হিনান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈর্ম্মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্তগূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণাম-

ন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্। তদেবং সমাধেয়ং, যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপম্ স্যাৎ। সত্যমুক্তম্। যত এব চ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতম্ ভবতা ॥ ১৮॥

বিদ্যাভূষণ।

তদেবমিতি। মাৎস্য এবেতি। পুরাণসংখ্যাতদ্দানফলকথনাঙ্কিতেঽধ্যায়ে ইতি বোধ্যম্। তারতম্যমিতি অপকর্ষোৎকর্ষরূপং, যেনেতরস্তোৎকৃষ্টস্য পুরাণস্য নির্ণয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। সাত্ত্বিকপুরাণমেবোৎকৃষ্টমিতি ভাবেন স্বয়মাহ,-সত্ত্বাদিতি। পৃচ্ছতি, তথাপীতি। পরমার্থনির্ণয়ায় সাত্ত্বিকশাস্ত্রাঙ্গীকারেঽপীত্যর্থঃ। নানাভঙ্গ্যেতি। সগুণং নির্গুণং জ্ঞানগুণকং জড়মিত্যাদিকং কুটিলযুক্তিকদম্বৈর্নিরূপয়তামিত্যর্থঃ। নানাসূত্রকারেতি। গৌতমাদ্যনুসারিভিরিত্যর্থঃ। নন্থ ব্রহ্মসূত্রশাস্ত্রে স্থিতে কাপেক্ষা তদন্যসূত্রাণামিতি চেত্তত্রাহ, কিঞ্চাভ্যস্তেতি। পৃষ্টঃ প্রাহ, তদেবেতি। ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যমিতি। যেন ব্রহ্মসূত্রং স্থিরার্থং স্যাদিত্যর্থঃ। পৃষ্টস্য হৃদ্গতং স্ফুটয়তি, সত্যমুক্তমিত্যাদিনা ॥ ১৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এইরূপে পুরাণসকলকে কল্পভেদে নানা দেবতা প্রতিপাদক বলিয়া জানিলেও, মৎস্য পুরাণের পুরাণ সংখ্যা ও পুরাণ দানাধ্যায়ের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কল্পকথাময়তা দ্বারা প্রসিদ্ধ সেই সেই পুরাণসকলের ব্যবস্থা জ্ঞাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন্‌টি সাত্ত্বিক, কোন্‌টি রাজস ও কোন্‌টি তামস উহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোন পুরাণ সাত্ত্বিক বা কোন পুরাণ রাজস ইত্যাদি জ্ঞান হইল মাত্র, কিন্তু উহাদের তারতম্যতার অর্থাৎ উৎকর্ষাপকর্ষের বোধ কিরূপে হইবে, যদ্দ্বারা উহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পুরাণের নির্ণয়করা যায়।

সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা।

যদি সত্ত্বাদিগুণ-তারতম্যেই উৎকর্ষাদি নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হয় না, কারণ "সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে" ও "সত্ত্বগুণই ব্রহ্মদর্শনের দ্বার" ইত্যাদি স্যায় অনুসারে যখন সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন পরমার্থবস্তু জ্ঞাপনের নিমিত্ত সাত্ত্বিক পুরাণাদিরই প্রাবল্য নিশ্চয় হইতেছে। এক্ষণে সাত্ত্বিক পুরাণাদির প্রাধান্য স্থির হইলেও, উক্ত পুরাণ সকলের কোথাও ব্রহ্মকে সগুণ, কোথাও নির্গুণ, কোথাও জ্ঞানগুণক, কোথাও জড় ইত্যাদি উক্তি থাকায়, সেই পরমার্থেও নানা কুটিল যুক্তিসমূহ দ্বারা সগুণ নির্গুণাদি প্রতিপাদনকারী বাদিগণের উক্তি সমাধানের উপায় কি? যদি বল, বেদ ও পুরাণের অর্থ বিনির্ণয়ের জন্য ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মসূত্র হইতে সকল অর্থ নির্ণয় করা হউক, তাহা হইলে গেৌতমাদি অন্য সূত্রকার মুনিগণের মতাবলম্বী ব্যক্তিসকল উহা মান্য করিবেন না। অথবা যদি কেহ বলেন, ব্রহ্মসূত্ররূপ শাস্ত্র বর্ত্তমান থাকিতে, অন্য সূত্রান্তর বা শাস্ত্রান্তর অনাবশ্যক, ব্রহ্মসূত্র হইতেই পরমার্থনির্ণয় হইবে। কিন্তু উহাতেও উক্তাশঙ্কা রহিয়া যাইতেছে, যেহেতু অল্পাক্ষর ও অত্যন্ত গূঢ়ার্থ-ভূত সূত্র সকলের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ভাষ্যকারেরা স্ব স্ব ভাষ্যে বিভিন্নার্থের কল্পনা করিয়াছেন। তাহা হইলে কি প্রকারে এক্ষণে ইহার সমাধান করা যায়? অতএব উহার একমাত্র উপায় এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদি অপৌরুষেয় বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থ-প্রকাশক, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য (অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মসূত্রের স্থিরার্থের নির্ণায়ক) এবং এই জগতে সম্পূর্ণ প্রচারিত, এমন একখানি পুরাণ থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারা সকল আশঙ্কার সমাধান হইতে পারে। আপনার কথা, এই বাক্যই যথার্থ। কারণ পূর্ব্বের উল্লিখিত

লক্ষণ দ্বারা সকল প্রমাণের অগ্রগণ্য আমাদিগের অভিলষিত-শ্রীমদ্ভাগবতই উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই ব্রহ্মসূত্রের স্থিরার্থ প্রতিপাদিত হয়॥ ১৮॥

যৎখলু সর্ব্বপুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থসূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ। তথাহি তৎস্বরূপং মাৎস্যে :—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর-বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহ-সমন্বিতম্।
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্" ইতি।

অত্র গায়ত্রীশব্দেন তত্সূচকতদব্যভিচারিধীমহিপদসম্বলিততদর্থ এবেষ্যতে। সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণামাদিরূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাৎ কথনানর্হত্বাৎ। তদর্থতা চ, "জন্মাদ্যস্য যতস্তেনে ব্রহ্ম-হৃদেতি" সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ববুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদিসাম্যাৎ। "ধর্ম্মবিস্তর" ইত্যত্র ধর্ম্মশব্দঃ পরমধর্ম্মপরঃ "ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরম ইত্যত্রৈব প্রতিপাদিতত্বাৎ। স চ ভগবদ্-ধ্যানাদিলক্ষণ এবেতি পুরস্তাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি॥ ১৯॥

বিদ্যাভূষণ।

শ্রীভাগবতং স্তৌতি, যৎ খল্বিত্যাদি। অপরিতুষ্টেনেতি। পুরাণজাতে ব্রহ্মসূত্রে চ ভগবৎপারমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়োঃ সন্দিগ্ধতয়া গূঢ়তয়া চোক্তেস্তত্র তত্র চাপরিতোষঃ, শ্রীভাগবতে তু তয়োস্তদ্বিলক্ষণতয়োক্তেস্তত্র পরিতোষ ইতি বোধ্যম্। তদর্থতা গায়ত্র্যর্থতা। স চ ভগবদ্ধ্যানাদিলক্ষণ ইতি বিশুদ্ধভক্তিমার্গবোধক ইত্যর্থঃ॥১৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত কি প্রকার তাহা বিশেষ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইতেছে :—"ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত পুরাণাদির আবিষ্কারানন্তর ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও, যখন উহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-পূর্ণ বিচিত্র লীলাদি গূঢ় ও সন্দিগ্ধ ভাবে উক্ত হওয়ায় চিত্তের প্রসন্নতা লাভে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি সমাধিতে নিজকৃত সূত্রসকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রেরই সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ যে গায়ত্রী ঐ গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ গায়ত্রী অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তির লক্ষণ মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

শ্রীমদ্ভাগবদাবির্ভাবের কারণ।

"যাহাতে গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের বিভাগ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুরের নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগত পুরাণ লিখিয়া ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সুবর্ণসিংহাসনের সহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুরাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক"। এস্থলে "গায়ত্রী" শব্দে ঐ গায়ত্রীরই সূচক তদন্তর্গত "ধীমহি" পদ হইতে শ্রীভগ-

বানের ধ্যানাদি অর্থই বুঝিতে হইবে। সকল মন্ত্রের আদিরূপা গায়ত্রীকে সাক্ষাৎ ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই, "যাহা হইতে জন্মাদি হইয়াছে" ইত্যাদি অর্থসূচক শ্রীভাগবতীয় প্রথম শ্লোকে সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ব ও সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদি রূপে প্রকারান্তরে গায়ত্র্যর্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

গায়ত্র্যর্থাবলম্বনেই যে সর্ব্বশাস্ত্রোত্তম শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, উহা জানিতে হইলে উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অর্থ জানা আবশ্যক। তজ্জন্য সংক্ষেপে ঐ শ্লোকার্থ দেওয়া হইল ; (অর্থাৎ "যিনি সৃষ্ট তাবৎ বস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছেন বলিয়া, ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হইতেছে, এবং আকাশকুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিয়া, উহাদের সত্তার প্রতীতি হয় না, যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণ এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্তও মুগ্ধ হয়েন, যিনি সেই বেদ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকাশ করাইয়াছেন ; এবং তেজ জল ও মৃত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম, যেমন অধিষ্ঠানের সত্যতা নিবন্ধন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্ট ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা, বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে, অথবা তেজে জলভ্রম যেমন বস্তুত অলীক, সেইরূপ যাঁহাকে ভিন্ন গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, অর্থাৎ যাঁহার পরমার্থ-সত্যতা প্রতিপাদন জন্য আদি ও অন্তযুক্ত এই বিশ্বের বস্তুত মিথ্যাত্ব না থাকিলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে। এবং যাঁহার স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিসম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, এমন সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।"

ভাগবতের প্রথম শ্লোকে গায়ত্র্যর্থ নিরূপণ।

এখানে "যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ" অর্থাৎ যাঁহা হইতে জন্মাদি হইয়াছে এই বাক্যের তাৎপর্য্যে গায়ত্র্যুক্ত "সবিতা" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যাহা হইতে জগৎপ্রসূত হইয়াছে তিনিই জগতের সবিতা। এবং এই "সৃত" শব্দের দ্বারা স্থিতি এবং লয়ও যে উপলক্ষিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তৎপর ক্ষণেই তাঁহার স্থিতি, এবং ক্ষণান্তরে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। "পরম" শব্দের দ্বারা গায়ত্র্যুক্ত "বরেণ্য" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে কারণ "বরেণ্য" ও "পরম" এই উভয় শব্দই শ্রেষ্ঠতাবাচক। "সত্য" শব্দ দ্বারা গায়ত্র্যুক্ত "ভর্গ" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে। কারণ একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অসৎ। গায়ত্র্যুক্ত "তৎ" পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহার স্বতন্ত্র কোন অর্থ করা হয় না, অথবা যদি "তৎ" পদের পৃথক্ অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও "তৎ" পদের প্রসিদ্ধার্থ স্বীকার করিয়া সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মে উহার তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। "স্বরাট্" এই শব্দে "দেব" পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে, যিনি স্বতঃ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাকেই দেব বলা যায়, এবং যিনি নিজস্বরূপে প্রকাশিত হন তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। কারণ এখানে প্রকাশ অর্থে জ্ঞানই স্বীকৃত হইয়াছে, যেহেতু প্রকাশ জ্ঞানেরই ধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মব্যতিরেকে এবম্প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আর কাহাকেও বলা যায় না, অপর সকলকার জ্ঞান বা প্রকাশ তাঁহার অধীন, অতএব উহাদের স্বতঃসিদ্ধতা নাই। ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদের প্রকাশ করাইয়া ছিলেন, এই শব্দের দ্বারা গায়ত্র্যুক্ত 'যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন', ইহার অর্থ উক্ত হইয়াছে। কারণ যিনি ব্রহ্মাকেও বেদপ্রদান দ্বারা তাঁহার প্রজ্ঞাকে চালিত করিয়াছিলেন, তিনিই যে এই অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র জীবসকলের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। "ধ্যান করি" এই শব্দে উভয়ত্রই তুল্য ধ্যান অর্থ বোধিত হইয়াছে।

অথবা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তন হইতে যাঁহার পালন উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সৎ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া

আমরা শ্রেয়স্কর কর্ম্মাচরণে নির্ব্বিঘ্নে সংসারচক্রের প্রবর্ত্তন করিতে পারি, আমাদিগের শ্রেয়স্কর কর্ম্মাচরণ দ্বারাই তাঁহার পালন, এবং ইহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ অসৎকর্ম্মাচরণে কষ্টজনক সংসারচক্রের প্রবর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার সংহার উক্ত হইতেছে, অতএব যিনি জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এই প্রকার তাৎপর্য্য বোধিত হইতেছে।

অথবা ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেও এই অর্থই বোধিত হইয়া থাকে, গায়ত্র্যুক্ত "তৎ" শব্দকে অব্যয় বলিয়া, সেই ভর্গ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ধ্যান করি, এখানে সকল জীবাভিপ্রায়ে বহুবচন বিভক্তি নির্দ্দেশে "ধীমহি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি পোষণ করেন পালন করেন তাঁহাকেই "ভর্গ" বলা যায়। ভৃ ধাতুর উত্তর "গ" প্রত্যয় করিয়া ভর্গ পদ নিষ্পন্ন হওয়ায়, ধাত্বর্থ হইতেই যিনি জগতের অধিষ্ঠান ও পালক এইরূপ অর্থ বোধ হইতেছে। কিম্বা "ভৃজ্জতি নাশয়তি" এই ব্যুৎপত্তি হইতে ভ্রস্জ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক "গ" করিয়া যিনি প্রলয়ের কর্ত্তা এ প্রকার অর্থও করা যায়। তবে কি তিনি নাশেরই কর্ত্তা ? তদুত্তরে বলা হইয়াছে "সবিতুঃ" যিনি নিখিল জগদুদ্ভবের কারণ। এই সবিতা পদের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকোক্ত "যাহা হইতে জন্মাদি হইয়াছে" এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। "তৎ" পদের প্রসিদ্ধার্থ দ্বারা সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, উক্ত অর্থই শ্লোকোক্ত "সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে" এই বাক্যেও উক্ত হইয়াছে। যেহেতু এক ব্রহ্মব্যতিরেকে কাহারও অবাধিত সত্যতা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই অবাধিত নিত্য অপর সকলই অনিত্য। এবং তিনি যখন জগতের অধিষ্ঠান তখন প্রলয়াবধি তিনিই যে জগতের একমাত্র কর্ত্তা ইহাও উক্ত হইতেছে। কারণ তিনি "বরেণ্য" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, "বৃণোতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি" ইত্যাকার ব্যুৎপত্তির দ্বারায় দেখা যায়, যিনি সমস্ত জগত্ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন তিনিই বরেণ্য-পদ-বাচ্য। "যিনি সৃষ্ট তাবৎ বস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হইতেছে" ইত্যাদি শ্লোকার্থের দ্বারাও উক্ত বরেণ্য শব্দ প্রতিপাদিত বস্তুই লক্ষিত হইয়াছেন। যেহেতু তিনি উপাদানরূপে কার্য্য মাত্রেই অবস্থান করিতেছেন।

অথবা যদি বরেণ্য-শব্দের "ব্রিয়তে প্রার্থ্যতে চতুর্ব্বর্গান্ সর্ব্বৈরসৌ" এই প্রকার ব্যুৎপত্তি করা যায়, অর্থাৎ সকলে যাঁহার নিকট চতুর্ব্বর্গফল কামনা করেন, এবং যিনি প্রার্থনানুসারে সেই সকল ফলের প্রদাতা ও সর্ব্বেশ্বর। এই প্রকার অর্থ করিলেও সেই পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে, অতএব তাঁহার ধ্যানই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এবং উহাই "সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি" এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা যে ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা জগতের অধিষ্ঠান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর, তাঁহাকেই ধ্যান করি, এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে। এব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যে নির্লেপ তাহাও "দেবস্য" এই পদ দ্বারা বলা হইয়াছে.এখানে বিভক্তির ব্যত্যয় করিয়া "দীব্যতি বা দ্যোততে প্রকাশতে" এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা যিনি নিত্য ও স্বপ্রকাশ-স্বরূপতায় নির্ম্মল, এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে, অতএব যখন প্রকাশস্বরূপ তখন তাঁহাতে যে প্রাকৃতিক সম্পর্ক নাই তাহা স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। ইহা "যাঁহার স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিসম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। অথবা যদি "দেব" শব্দের "দেবয়তি অসদপি সদ্রূপেণ প্রকাশয়তি" এই প্রকার ব্যুৎপত্তি করি অর্থাৎ যিনি অসৎবস্তুকেও সদ্রূপে প্রকাশিত করান, তাঁহাকেই "দেব" বলা যায় এই অর্থ করি, তাহা হইলেও "যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টিরূপ, ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছেন, ইত্যাদি বাক্যোক্ত মিথ্যাভূত মায়া এবং ঐ গুণত্রয়ের সৃষ্ট বস্তুসকলকে নিজ সত্তা দ্বারা নিত্যরূপে প্রতীত

করান, ইহা দ্বারা উক্ত অর্থই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব গায়ত্রী ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্যে সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর যিনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবানকে ধ্যান করি। এইরূপে উভয়ত্র একই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে।)

মৎস্যপুরাণোক্ত ভাগবতলক্ষণে যে ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে ঐ "ধর্ম্ম" অর্থে পরম ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে, "ফলাভিসন্ধান-রহিত ধর্ম্ম" এই রূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে ধর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিল, উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, উহা কাপট্যমাত্র, কারণ ধর্ম্মের নামে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে ধর্ম্মে সাধকের কোন কামনা নাই, শ্রীভগবানের ধ্যানাদিরূপ বিশুদ্ধ ভক্তি ও ভগবৎপ্রীতিই যাহার উদ্দেশ্য উহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। ইহা পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। ১৯॥

স্কান্দ এবঃ—"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা॥
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ" ইতি॥

অত্র হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যেতি বৃত্রবধসাহচর্য্যেণ নারায়ণবর্ম্মৈবোচ্যতে। হয়গ্রীবশব্দেনাত্রা-শ্বশিরা দধীচিরেবোচ্যতে। তেনৈব চ প্রবর্ত্তিতা নারায়ণবর্ম্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। তস্যাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ ষষ্ঠে,—যদ্বৈ অশ্বশিরো নামেত্যত্র প্রসিদ্ধং নারায়ণবর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ,—

"এতৎ শ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তয়োঃ।
প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিত" ইতিটীকোত্থাপিত

বচনেন চেতি। শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভগবৎপ্রিয়ত্বেন ভাগবতাভীষ্টত্বেন চ পরমসাত্ত্বিকত্বম্। যথা পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতমপ্রশ্নঃ —

"পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো হরেঃ।
চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্য চ ভূপতে॥"

তত্রৈব ব্যঞ্জুলীমাহাত্ম্যে তস্য তস্মিন্নুপদেশঃ —

"রাত্রৌ তু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা।
গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিতম্।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্॥

তত্রৈবান্যত্র :—

"অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥"

স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে ঃ—

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমন্বিতঃ ॥" ২০॥

বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থ ইত্যাদৌ হয়গ্রীবাদিশব্দয়োর্র্থমিং নিরাকুর্ব্বন্ ব্যাচষ্টে, অত্র হয়গ্রীবেত্যাদিনা। এতৎ শ্রুত্বেতি। দধ্যঙ্ দধীচিঃ। প্রবর্গ্যমিতি প্রাণবিদ্যাম্। নন্বু পাদ্মাদীনি সাত্ত্বিকানি পঞ্চ সন্তি, তৈরস্তু বিচার ইতি চেত্তত্রাহ, শ্রীমদিতি। এতস্য পরমসাত্ত্বি— কত্বে পাদ্মাদিবচনান্যুদাহরতি পুরাণং ত্বমিত্যাদিনা। কুলবৃন্দেতি। তৎকর্ত্তৃকশ্রবণমহিম্না তৎকুলস্থ চ হরিপদলাভ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

,দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত অষ্টাদশ সহস্রসংখ্যক শ্লোকাত্মক যে গ্রন্থ, যাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুরের বধ বর্ণিত হইয়াছে, গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া যাঁহার আরম্ভ তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া জানিবে।

এস্থলে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে অশ্বমুণ্ড দধীচি মুনি কর্ত্তৃক বৃত্রাসুরের বধের সহায়তার নিমিত্ত নারায়ণবর্ম্ম নামক যে কবচ উক্ত হইয়াছিল, উহাই হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত। উক্ত দধীচি মুনির অশ্বমুণ্ডের কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের নবমাধ্যায়ে "যদ্বৈ অশ্বশিরো নাম" ইত্যাদি শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এবং নারায়ণবর্ম্ম কবচের ব্রহ্মবিদ্যাত্ব সম্বন্ধেও টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী নিজকৃত টীকায় লিখিয়াছেন—অথর্ব্ববেদী দধীচিমুনি সংকৃত হইয়া অসত্যাশঙ্কায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রবর্গ্য অর্থাৎ প্রাণবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ নারায়ণবর্ম্ম নামক কবচের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব টীকার উক্তিবলেও নারায়ণবর্ম্ম কবচেরই ব্রহ্মবিদ্যাত্ব নিশ্চয় হইতেছে।

যদি এরূপ আশঙ্কার উদয় হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রী-অবলম্বনে উক্ত ইহা সত্য, এবং ঐ ভাগবতে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাও সত্য, কিন্তু পদ্ম-পুরাণাদি যে পাঁচটি সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, উহা হইতেই পরমার্থ বিচার হউক ? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে :—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং তজ্জন্য ভক্তগণেরও অতীব অভীষ্ট বলিয়া পুরাণান্তর হইতে ইহার সাত্ত্বিকতার আধিক্য জানিতে হইবে।

সাত্ত্বিক পুরাণমধ্যে শ্রীমদ্ভাগতের শ্রেষ্ঠতা।

পদ্মপুরাণে অম্বরীষ রাজার প্রতি গৌতমঋষির প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে :— "তুমি কি শ্রীহরির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ কর, যাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ?" এবং উক্ত পুরাণের বঞ্জুলীমাহাত্ম্যে অম্বরীষ প্রতি গৌতমোপদেশে উক্ত হইয়াছে ; "বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীতে রাত্রি জাগরণ করতঃ বিষ্ণুর লীলাকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এবং ভগবানের সন্তোষবিধান জন্য ভগবদ্গীতা, সহস্রনামস্তোত্র, ও শুকপ্রোক্ত পুরাণ যত্নের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য"। উক্ত পুরাণের স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে ;

ভাগবতপাঠ মাহাত্ম্য।

"হে অম্বরীষ ! যদি সংসারবন্ধন মোচনের বাসনা থাকে তাহা হইলে কালা-কাল বিচার পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য এই শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ কর, কিম্বা নিজমুখে পাঠ কর।"

স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হরিবাসরে

শ্রীভগবানের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলবৃন্দের সহিত ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন।" অর্থাৎ তাঁহার ভক্তির দৃঢ়তায় তদীয়কুলপরম্পরায় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গারুড়ে চ :—"পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ"।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ" ইতি ॥

ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতং, তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতং, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। তস্মাত্তদ্ভাষ্য-ভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়-মিতি গম্যতে। ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ —

"নির্ণয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ পুরা ॥
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ।
ব্যাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্র ত্বতিরিচ্যত ভারতম্ ॥
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যত" ইত্যাদ্যুক্ত লক্ষণস্য ভারত-স্যার্থবিনির্ণয়ো যত্র সঃ। শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্য্যং তস্যাপি। তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে শ্রীবেদব্যাসং প্রতি জনমেজয়েন :—

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আমথ্য মতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমম্ ॥
নবনীতং যথা দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা।
আরণ্যং সর্ব্ববেদেভ্য ওষধীভ্যোঽমৃতং যথা ॥
সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদন্তথা।
তপোনিধে! ত্বয়োক্তং হি নারায়ণকথাশ্রয়ম্" ইতি ॥২১॥

বিদ্যাভূষণ।

গারুড়বচনৈশ্চ পরমনাস্তিকত্বং ব্যঞ্জয়ন্ ব্রহ্মসূত্রাদ্যর্থনির্ণায়কত্বং গুণমাহ অর্থোঽয়মিতি। গারুড়বাক্যপদানি ব্যাচষ্টে ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যাদিনা তস্মাত্তদ্ভাষ্যেত্যাদি। অন্যবৈষ্ণবাচার্য্যরচিতমাধুনিকং ভাষ্যং তদনুগতং শ্রীভাগবতাবিরুদ্ধমেবাদর্ত্তব্যং তদ্বিরুদ্ধং শঙ্করভট্টভাস্করাদিরচিতং তু হেয়মিত্যর্থঃ। ভারতার্থেতি পদং ব্যাকুর্ব্বন্ ভারতবাক্যৈনৈব ভারতস্বরূপং দর্শয়তি,

নির্ণয়ঃ সর্ব্বেতি। ভারতং কিংতাৎপর্য্যকমিত্যাহ, শ্রীভগবত্যেবেতি। তস্য ভারতস্যাপীত্যর্থঃ। ভারতস্য ভগবত্তাৎপর্য্যবত্ত্বে নারায়ণীয়বাক্যমুদাহরতি, ইদং শতেত্যাদি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এই শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ অর্থাৎ অপৌরুষেয়তা সর্ব্ব-শাস্ত্র-সারবত্তা, ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-নির্ণায়কতা ও পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ভাবে প্রচলিততা রূপ সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন হওয়ায়, ইহার পূর্ণত্বের আতিশয্য উক্ত হইয়াছে।

শ্রীভাগবতের পূর্ণতা।

গরুড় পুরাণে এই অতিশয় পূর্ণতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ ভারতার্থের নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদের মধ্যে সাম বেদের ন্যায়, পুরাণসকলের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এই দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত, শতবিচ্ছেদযুক্ত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতনামে অভিহিত। "ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ" অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রসকলের অকৃত্রিমভাষ্য। যাহা পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাসের মনে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মসূত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে সুবিস্তৃতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব ঐ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূত স্বতঃসিদ্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান থাকায়, তৎপরবর্ত্তী

ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-রূপতা।

অন্যান্য ভাষ্যকারগণের স্ব স্ব কপোল-কল্পিত, ভাষ্যসকলের মধ্যে যেটি ভাগবতার্থের অবিরোধী উহাই আদরণীয়। কিন্তু যাহা ভাগবতার্থের বিরোধী তাহা সম্পূর্ণ ত্যাজ্য।

ভারতার্থনির্ণায়ক শব্দের তাৎপর্য্য এই যে যাহাতে সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ণয় হইয়াছে তাহাকেই ভারত বলা যায়। ভারত সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে:—পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বেদসকলকে ও ভারতকে একত্র তুলায় আরোপণ করেন। তাহাতে ভারতই গুরু হইয়াছিল। তদবধি ভারত, মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব প্রযুক্ত মহাভারত নামে আখ্যাত হইতেছে। ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতেরও অর্থ যাহাতে নির্ণীত হইয়াছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্যই শ্রীভগবানে, অতএব ভারতের তাৎপর্য্যও শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইতেছে। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে রাজা জনমেজয় মহর্ষি বেদব্যাসকে এই কথাই বলিয়াছিলেন—

ভারতের ভগবৎপরতা।

"হে তপোনিধি! এই শত সহস্র সংখ্যক বিস্তৃত ভারত আখ্যানরূপ উত্তম জ্ঞান-সমুদ্রকে বুদ্ধিরূপ মন্থন-দণ্ডের দ্বারা মন্থন করিয়া, দধি হইতে নবনীতের ন্যায়, মলয় হইতে চন্দনের ন্যায়, সকল বেদ হইতে আরণ্যকের ন্যায়, ঔষধি হইতে অমৃতের ন্যায়, নারায়ণ-কথাশ্রয় এই ভারত কথারূপ অমৃত উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তথা চ তৃতীয়ে :—

"মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যকথানুবাদৈর্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্" ইতি।

তস্মাৎ গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ। তথৈব হি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ তদ্ব্যাখ্যানে ভগবানেব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ। অত্র জন্মাদ্যস্যেত্যস্য ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে। বেদার্থপরিবৃংহিতঃ—বেদার্থস্য পরিবৃংহণং যস্মাৎ। তচ্চোক্তম্—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্" ইত্যাদি। "পুরাণানাং সামরূপঃ"—বেদেষু সামবৎ স তেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অতএব স্কান্দে :—

"শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" ইতি

শতবিচ্ছেদসংযুতঃ—পঞ্চত্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। স্পষ্টার্থমন্যৎ। তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্॥২২॥

বিদ্যাভূষণ।

নন্থ শ্রীভাগবতস্য ভারতার্থনির্ণায়কত্বং কথং প্রতীতমিতি চেৎ তত্রাহ, তথা তৃতীয়ে ইতি। মুনিরিতি মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরোক্তিঃ। তে মৈত্রেয়স্য গুরুপুত্রত্বাৎ সখা, কৃষ্ণো ব্যাসঃ: গ্রাম্যা গৃহিধর্ম্মকর্ত্তব্যতাদিলক্ষণা ব্যাবহারিকী মুষিকবিড়ালগৃধ্র-গোমায়ুদৃষ্টান্তোপেতা চ কথা। তত্তৎস্বার্থকৌতুককথাশ্রবণায় ভারতসদসি সমাগতানাং নৃণাং শ্রীগীতাদিশ্রবণেন হরৌ মতির্গৃহীতা স্যাদিতি তৎকথানুবাদ এব, বস্তুতো ভগবৎপরমেব ভারত মতি শ্রীভাগবতেন নির্ণীতমিত্যর্থঃ। সামবেদবদস্য শ্রৈষ্ঠ্যে স্কান্দবাক্যং, শতশোঽথেত্যাদি, প্রকটার্থম্। তদেবমিতি। উক্তগুণগণে সিদ্ধে সতীত্যর্থঃ॥ ২২॥

শ্রীমদ্ভাগবত যে ভারতার্থের নির্ণায়ক, তাহা তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"হে মুনে! তোমার সখা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ভগবানের গুণানুবাদ-বর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারতাখ্যান প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে ভারত-সভায় সমাগত ব্যক্তিগণেরও ব্যাবহারিক গৃধ্রগোমায়ু প্রভৃতির দৃষ্টান্তোপেত গার্হস্থ ধর্ম্মের কর্ত্তব্যাদির উপদেশেও ভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে বলিয়াই তিনি ভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভগবত্তত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধে ভাগবতের পরেই যে ভারতের আদর, তাহা ইহা দ্বারা বিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলা হয়, অর্থাৎ গায়ত্রীতে যেমন শ্রীভগবান্ প্রতিপাদিত হইয়াছেন, মহাভারতেও তদ্রূপ শ্রীভগবান্ই প্রতিপাদিত হইয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবত আবার শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বিরোধ সকলের মীমাংসা করিয়া ঐ ভারতার্থের নির্ণায়ক হওয়ায় এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ করায়, গায়ত্রীস্বরূপ হইয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতেও গায়ত্রীব্যাখ্যাস্থলে, শ্রীভগবান্ই সবিস্তারে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এখানেও "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ভগবৎ-পরতারূপ ব্যাখ্যার অবসরে গায়ত্রীর অর্থও প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদার্থপরিবৃংহিত অর্থাৎ যাহা হইতে সকল বেদার্থের বিশেষ বিস্তার হইয়াছে,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত কতকগুলি বিষয় পরিবর্দ্ধিত আকারে বর্ণনের নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং বেদার্থের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং তিনিও ঐ বেদকে স্পষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। বেদে যে সকল আখ্যান উপাখ্যান সংক্ষেপে

শ্রীমদ্ভাগবত বৈদিকাখ্যানের পরিবর্দ্ধক।

উক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাদেরই অনেকগুলি সংগৃহীত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার বেদে যে কতকগুলি বিষয় পরোক্ষে স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিষয়গুলিই স্পষ্টভাবে সবিস্তারে বিবৃত

হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত বেদমূলক-বেদ-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ ; এই জন্যই বেদার্থের পরিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। এই বিষয় "চতুর্ব্বেদমন্ত্রৈঃ শ্রীভাগবতার্থপ্রকাশঃ" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে এখানে উহা অবতারিত হইল না। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র ঋগ্বেদের সংক্ষেপ স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে, সমগ্র যজুর্ব্বেদের সংক্ষেপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার দ্বিতীয় শ্লোকে, সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার চতুর্থ শ্লোকে, সমগ্র অথর্ব্ববেদের সংক্ষেপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার তৃতীয় শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে এবং একটি চতুর্ব্বেদের রহস্যভূত মন্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ে পরমরহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্" (ঋগ্বেদ, ১ অষ্ট, ১অ, ১বর্গ, ১মন্ত্রঃ)—যজ্ঞস্য (জপযজ্ঞস্য) পুরোহিতম্ (অভীষ্টসম্পাদকম্) ঋত্বিজং (ঋতৌ ঋতৌ প্রত্যুৎপত্তিকালং সংসারং যজতি সঙ্গতং করোতি যঃ তং) হোতারম্ (প্রপন্নানাম্ আহ্বাতারং) রত্নধাতমং (সর্ব্বকর্ম্মফলরূপাণাং রত্নানাং অতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং) দেবং (প্রাকৃতাপ্রাকৃতক্রীড়ায়াং মোদমানং নিরতিশয়দীপ্তিমন্তম্) অগ্নিম্ (অগ্রং নয়তি নীয়তে ইতি বা তং সর্ব্বেষাম্ অগ্রবর্ত্তিনং পশ্চাদ্বর্ত্তিনং চ শ্রীনন্দনন্দনং) ঈলে (ঈড়ে, শব্দযাথার্থ্যনির্ণয়পুরঃসরং স্তৌমি)।

"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত॥ মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি।" (যজুর্ব্বেদ ১অ ১ মন্ত্রঃ)

(হে গোপেশ্বর!) সবিতা (সর্ব্বজগৎপ্রসবিতা) দেবঃ (নিরতিশয়কান্তিযুক্তঃ ভগবান্) ত্বা (ত্বাম্) ইষে (অন্নার্থম্) ঊর্জ্জে (কার্ত্তিকে মাসি) শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (গোবর্দ্ধনযাগং কর্ত্তুং) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টতয়া সংযোজয়তু)। ইন্দ্রায় (ইন্দ্রম্ উদ্দিশ্য) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বং (মা বর্দ্ধয়ধ্বং যূয়ম্ ইতি শেষঃ)। অস্মিন্ গোপতৌ (গোবর্দ্ধনে পূজিতে সতি) বঃ (যুষ্মাকং গাবঃ) অঘ্ন্যাঃ বর্দ্ধয়িতুমর্হাঃ হন্তুমনর্হাঃ প্রজাবতীঃ (বহ্বপত্যাঃ) অনমীবাঃ (অমীবা ব্যাধিঃ তদ্রহিতাঃ কৃমিদুষ্টত্বাদিক্ষুদ্ররোগরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা রোগরাজঃ তদ্রহিতাঃ প্রবলতররোগশূন্যাঃ ইতি ভাবঃ, ভবিষ্যন্তি ইতি শেষঃ)। (তথা) স্তেনঃ (চৌরঃ) মা ঈশত (সমর্থঃ মা ভূৎ) অঘশংসঃ (অঘেন তীব্রপাপেন ভক্ষণাদিনা শংসঃ ঘাতকঃ ব্যাঘ্রাদিঃ অপি হিংসকঃ মা ভূৎ)। হে বৎসাঃ! (যূয়ং) বায়বঃ (মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারঃ) স্থ ভবথ। ধ্রুবাঃ (শাশ্বতিক্যঃ) বহ্বীঃ (বহুবিধাঃ পূজাদিকাঃ) স্যাৎ (স্যুঃ, ভবেয়ুঃ)। (হে গোপতে!) যজমানস্য (গোপরাজস্য) পশূন্ (গোবৎসাদীন্) পাহি (সম্যক্ রক্ষ)। (এতেন ভগবদপরোক্ষানুভবসাধনস্য মায়াত্যাজনস্য কর্ত্তব্যত্বমুপদিষ্টম্)।

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।"

(সামবেদ ১প্র, ১ অর্দ্ধে, ছ আ, ১ মন্ত্রঃ)

(হে) অগ্নে (গোপীজনবল্লভ!) বীতয়ে (অস্মদ্দত্তান্নগ্রহণায়) হব্যদাতয়ে (প্রপন্নেভ্যঃ স্ব-প্রসাদরূপস্য হবিষঃ প্রদানায় চ) আয়াহি (প্রত্যাগচ্ছ)। (তথা আগত্য চ) গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ সন্) হোতা (প্রপন্নানাম্ আহ্বাতা ভূত্বা) বর্হিষি (আস্তীর্ণেষু হৃদ্‌বৃন্দাবনস্থেষু কুশেষু) নিষৎসি (নিষীদ)। (এতেন সাধনমুক্তম্)।

"ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।" (অথর্ব্ববেদ ১অ, ১প্র, ১মন্ত্রঃ) দেবীঃ (দেব্যঃ) আপঃ (চরণামৃতরূপাঃ অধরামৃতরূপাঃ বা) অভীষ্টয়ে (অভিলষিতায়) পীতয়ে (পানায়) ভবন্তু। নঃ (অস্মাকং) শং (কল্যাণ্যঃ ভবন্তু)। নঃ (অস্মাকং) শংযোঃ (যোগায় চ) অভিস্রবন্তু (অভিগচ্ছন্তু।) (এতেন ফলমুক্তম্)।

"ওঁ বয়ন্নাম প্রব্রবাম ঘৃতস্যাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্ম শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্‌গৌর এতৎ।" (ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ান্তর্গতঃ মন্ত্রঃ)।

ওঁ বয়ন্নামেত্যাদি। চতুঃশৃঙ্গঃ (চত্বারঃ অঙ্গাদয়ঃ শৃঙ্গাঃ লক্ষণানি যস্য সঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ) গৌরঃ (রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ যথা) এতৎ ব্রহ্ম (নামরূপগুণলীলাময়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং শ্রীহরিনামাত্মকং বা) অবমীৎ (বান্তবান্, প্রকাশিতবান্, তথা) বয়ং নমোভিঃ (নমস্কারৈঃ যুক্তাঃ সন্তঃ) অস্মিন্ (কলৌ) যজ্ঞে (সঙ্কীর্ত্তনাখ্যে) ঘৃতস্য (হবিঃস্বরূপস্য পরব্রহ্মণঃ তৎ) নাম ধারয়ামা (চিত্তে ধারয়ামঃ) প্রব্রবামা (প্রব্রবামঃ, সর্ব্বদা উচ্চারয়ামঃ চ। স অস্মাভিঃ) শস্যমানং (কীর্ত্ত্যমানং তৎ) উপশৃণবৎ (উপশৃণুয়াৎ)।

অতএব এই সকল বেদবাক্য যে সূত্রাকারে শ্রীভগবানের লীলাদিরই প্রকাশক, তাহা সহজেই অনুমেয় এবং ঐ লীলাদি পুরাণে বিস্তৃত থাকায় পুরাণকে বেদার্থের প্রকাশক বলা হইয়াছে। "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং" ইত্যাদি শ্লোকেও উহাই উক্ত হইয়াছে। পুরাণসমূহমধ্যে সামরূপ অর্থাৎ বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায় এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরাণ। এই নিমিত্ত স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"এই কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, তাহার অপরাপর শত সহস্র গ্রন্থের সংগ্রহই বৃথা। এই কালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করা যায় না। এরূপ ব্যক্তি বিপ্র হইলেও চণ্ডালাধম।" হে নারদ! কলিকালে যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেই সেই স্থানে দেবগণের সহিত ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হন। হে মুনে! যে ব্যক্তি নিত্য প্রযত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণের ফল লাভ করিয়া থাকেন।" এখানে শতবিচ্ছেদসংযুক্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত তিন শত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। অতএব পরমার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত বিচারই যে কর্ত্তব্য, তাহা স্থিরীকৃত হইল॥ ২২॥

অতএব সৎস্বপি নানাশাস্ত্রেষ্বেতদেবোক্তম্ঃ—"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" ইতি। অর্কতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং সম্যগ্‌বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপাদ্যতে। যস্যৈব শ্রীমদ্ভাগবতস্য ভাষ্যভূতং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে গণিতং তন্ত্রভাগবতাভিধং তন্ত্রম্। যস্য সাক্ষাৎ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য-বাসনাভাষ্য-সম্বন্ধোক্তিবিদ্বৎ-কামধেনু-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-শুকহৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যাগ্রন্থাস্তথা মুক্তা-ফল-হরিলীলা-ভক্তিরত্নাবল্যাদয়ো নিবন্ধাশ্চ বিবিধা এব তত্তন্মতপ্রসিদ্ধমহানুভাব-কৃতা বিরাজন্তে। যদেব চ হেমাদ্রিগ্রন্থস্য দানখণ্ডে পুরাণদানপ্রস্তাবে মৎস্য-পুরাণীয়তল্লক্ষণধৃত্যা প্রশস্তম্। হেমাদ্রিপরিশেষখণ্ডস্য কালনির্ণয়ে চ কলিযুগ-ধর্ম্ম-নির্ণয়ে, "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা" ইত্যাদিকং যদ্বাক্যত্বেনোত্থাপ্য তৎপ্রতিপাদিতধর্ম্ম

এব কলাবঙ্গীকৃতঃ। অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিসুখব্যাহারাদিলিঙ্গেন নিজ-মতস্যাপ্যুপরি বিরাজমানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়াদচালয়তৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমাণস্বগোপনাদিহেতুকভগবদাজ্ঞাপ্রবর্ত্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্রবর্ণিতবিশ্বরূপদর্শনকৃতব্রজেশ্বরীবিস্ময়শ্রীব্রজকুমারীবসনচৌর্য্যাদিকং গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণয়তা তটস্থীভূয় নিজবচঃসাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥ ২৩ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অত এবেতি। বর্ণিতলক্ষণাদুৎকর্ষাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। পুরাতনানাম্ ঋষীণামাধুনিকানাঞ্চ বিদ্বত্তমানামুপাদেয়মিদং শ্রীভাগবতমিত্যাহ, যস্মিন্নেবেতি। বিরাজস্তে সম্প্রতি প্রচরন্তীত্যর্থঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতাঞ্চোপাদেয়মেতদিত্যাহ,—যদেব চ হেমাদ্রীত্যাদি। তৎপ্রতিপাদিতো ধর্ম্মঃ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনলক্ষণঃ। নন্বু চেদীদৃশং শ্রীভাগবতং, তর্হি শঙ্করাচার্য্যঃ কুতস্তন্ন ব্যাচষ্টেতি চেৎ তত্রাহ, অথ যদেব কৈবল্যমিত্যাদি। অয়ং ভাবঃ—প্রলয়াধিকারী খলু হরের্ভক্তোঽহমুপনিষদাদি ব্যাখ্যায় তৎসিদ্ধান্তং বিলাপ্য তদাজ্ঞাং পালিতবানেবাস্মি। অথ তদতিপ্রিয়ে শ্রীভাগবতেঽপি চালিতে স প্রভুময়ি কুপ্যেদতো ন তচ্চালয়ম্, এবং সতি মে নারজ্ঞতা সুখসম্পত্তি ন স্যাদতঃ কথঞ্চিৎ তৎ স্পর্শনীয়মিতি তন্মাত্রোক্তং বিশ্বরূপদর্শনাদি স্বকাব্যে নিবদ্ধেতি তেন চাদৃতং তদিতি সর্ব্ব-মান্যং শ্রীভাগবতমিতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব বহুশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকর্ষই প্রতি-পাদিত আছে। পুনশ্চ উক্ত গ্রন্থের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—"অধুনা কলি-কালে নষ্টদৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য জীব সকলের নিমিত্ত এই পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যরূপে বলায় তদ্ব্যতি-রিক্ত অপর কাহারও যে সম্যক্ বস্তুপ্রকাশসামর্থ্য নাই, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত যে পুরাতন ঋষিদিগের ও আধুনিক বিদ্বত্তমদিগের আদরের বস্তু, তাহাও প্রকাশ করা হইতেছে। হয়-শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে তন্ত্রভাগবত নামক তন্ত্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া ও শুকহৃদয় প্রভৃতি বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবল্যাদি বিবিধ নিবন্ধ সকল, তত্তন্মতপ্রসিদ্ধ মহানুভাবগণের দ্বারা বিরচিত হইয়া এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবত হেমাদ্রিকৃত গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণদানপ্রস্তাবে, মৎস্যপুরাণীয় শ্রীভাগবত লক্ষণানুসারে প্রশংসিত হইয়াছেন। এবং হেমাদ্রি গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডের কালনির্ণয়প্রকরণে কলিযুগ-ধর্ম্মনির্ণয় স্থলেও "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-লক্ষণ ধর্ম্মই কলিকালের জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তথাপি যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এবম্প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না কেন? তদুত্তরে যুক্তি দেখা যায় যে, শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য, কৈবল্য অতিক্রম করত ভক্তিসুখ-প্রকাশাদি চিহ্ন দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজমতেরও উপরে বিরাজমান জানিয়া, বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে বিধিভঙ্গভয়েই গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, এবং

শ্রীভাগবত সকলেরই আদরণীয়।

শঙ্করাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবত অগ্রহণের তাৎপর্য্য।

ভগবদাজ্ঞা ক্রমেই ভগবত্তত্ত্ব গোপন করত মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যার অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতীশ্বরবাক্যং—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥ ... ...
সর্ব্বস্ব জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥"

কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবতকে চালিত করিলে পাছে শ্রীভগবান্ কুপিত হন, এই নিমিত্ত উহা চালিত না করিয়া বরং উহার গ্রহণ ব্যতিরেকে নিজ জ্ঞান ও সুখসম্পদ লাভ হয় না দেখিয়া, কেবল শ্রীমদ্ভাগবত মাত্রে বর্ণিত বিশ্বরূপ-দর্শন, ব্রজেশ্বরী-বিস্ময়, এবং ব্রজকুমারীদিগের বসনচৌর্য্যাদি লীলা স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে বর্ণন দ্বারা তিনি যে তটস্থ হইয়া, নিজ বাক্যের সাফল্য বিধান মানসে ঐ শ্রীমদ্ভাগবতকে নীরবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সাধারণের অবগতির জন্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত গোবিন্দাষ্টক স্তোত্র এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং
গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।
মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং
ক্ষমানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ১॥
মৃত্স্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং
ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দ্দশলোকালিম্।
লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ২॥
ত্রৈবিষ্টপ-রিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং
কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্।
বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৩॥
গোপালং প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং
গোপীখেলনগোবর্দ্ধনধৃতলীলালালিতগোপালম্।
গোভির্নিগদিতগোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং
গোধীগোচরদূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৪॥
গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদগোখুরনির্ধূতোদ্ধত ধূলীধূসরসৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৫॥
স্নানব্যাকুলযোষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং
ব্যাদিৎসন্তীরথ দিগ্বস্ত্রং বস্ত্রাদাতুমুপাকর্ষন্তম্।

নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥
কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালঘনং ভাসং
কালিন্দীগতকালীয়শিরসি মুহুর্মুহুঃ সুনৃত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥
বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দবোধিতং বন্দেঽহং
কুন্দাভামলমন্দস্মেরসুধানন্দং সুহৃদানন্দম্।
বন্দ্যাশেষমহামুনিমানসবন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং
বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥
গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি।
গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসরোজধ্যানসুধাজলধৌতসমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তঃস্থঃ স সমভ্যেতি ॥ ৯ ॥"

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গোবিন্দাষ্টকম্।

পূর্ব্বোক্ত "গোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে"—আদি শব্দ হইতে পদ্মপুরাণীয় সহস্র নামের ভাষ্য বোধিত হইতেছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত যে সকলেরই মাননীয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ২৩ ॥

যদেব কিল দৃষ্ট্বা শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্বৈষ্ণবান্তরাণাং তচ্ছিষ্যান্তরপুণ্যারণ্যাদিরীতিক-ব্যাখ্যাপ্রবেশশঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যান্তরং লিখদ্ভির্বর্ত্মোপদেশঃ কৃত ইতি চ সাত্বতা বর্ণয়ন্তি। তস্মাদ্‌যুক্তমুক্তং তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে ঃ—

"তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥"

দ্বাদশে ঃ—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥"

তথা প্রথমে ঃ—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

অতএব তত্রৈব ঃ—

"যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥"

ইতি ॥ ২৪ ॥

বিদ্যাভূষণ।

শ্রীমধ্বমুনেস্তু পরমোপাস্যং শ্রীভাগবতমিত্যাহ, যদেব কিলেতি। শঙ্করেণ নৈতদ্বিচালিতং কিন্ত্বাদৃতমেবেতি বিভাব্যেত্যর্থঃ। কিন্তু তচ্ছিষ্যৈঃ পুণ্যারণ্যাদিভিরেতদন্যথা ব্যাখ্যাতং, তেন বৈষ্ণবানাং নির্গুণচিন্মাত্রপরমিদমিতি ভ্রান্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কয়া হেতুনা তদ্ভ্রান্তিচ্ছেদায় তত্র তাৎপর্য্যান্তরং ভগবৎপরতারূপং ততোঽন্যৎ তাৎপর্য্যং লিখন্তিস্তস্য ব্যাখ্যানবস্ত্মোপদিষ্টং বৈষ্ণবান্ প্রতীতি। মধ্বাচার্য্যচরণৈরিত্যত্যাদরসূচকবহুত্বনির্দ্দেশঃ স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাদিতি বোধ্যম্। বায়ুদেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্ব্বজ্ঞোঽতিবিক্রমী যো দিগ্বিজয়িনং চতুর্দ্দশবিদ্যং চতুর্দ্দশভিঃ ক্ষণৈর্নির্জ্জিত্যাসনানি তস্য চতুর্দ্দশ জগ্রাহ, স চ তচ্ছিষ্যঃ পদ্মনাভাভিধানো বভূবেতি প্রসিদ্ধম্। তস্মাদিতি প্রোক্তগুণকত্বাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। আলয়মিতি মোক্ষমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ম ইতি। অন্ধং তমোঽবিদ্যাম্ অতিতিতীর্ষতাং সংসারিণাং করুণয়া যঃ পুরাণগুহ্যং শ্রীভাগবতমাহেত্যন্বয়ঃ। স্বানুভাবমসাধারণপ্রভাবমিত্যর্থঃ। ২৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, পরন্তু প্রকারান্তরে উহার সমাদর করিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতির কৃত ব্যাখ্যানের রীতি দেখিয়া, অন্যান্য বৈষ্ণবেরা যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্গুণ চিন্মাত্রপর বলিয়া মনে করেন, তজ্জন্য শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ ভগবৎপরতারূপ তাৎপর্য্যান্তরের প্রকাশ করিয়া, পথ প্রদর্শন করিলেন, এই কথা সাত্বতেরা বলিয়া থাকেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইহা যথার্থই উক্ত হইয়াছে ঃ—"সকল বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত, উহাদের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবত আত্মজ্ঞানীদিগের প্রধান নিজতনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" দ্বাদশ স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—"এই শ্রীমদ্ভাগবতকে সকল বেদান্তের সার বলিয়া জানিবে। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত হয়েন, তাঁহার আর কুত্রাপি রতি হয় না।" প্রথম স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্প-বৃক্ষের ফলস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে অবনীমণ্ডলে পতিত হইয়াছে, অতএব হে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসজ্ঞগণ! অমৃতদ্রবসংযুক্ত এই রসময় ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত পান করিতে থাকুন।" উহারই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"যিনি সংসারাখ্য-গাঢ়তর-তম-উত্তরণাভিলাষী সংসারী সকলের প্রতি করুণা করিয়া, অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন আত্মতত্ত্ব-প্রকাশে দীপতুল্য সমস্ত পুরাণ ও নিখিল বেদের সারভূত এই অদ্বিতীয় মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন, আমি সেই মুনিগণ-গুরু ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আশ্রয় করি" ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিশেষ আদরণীয়।

যতঃ ঃ—"তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥
অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ॥
মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনির্দ্বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ॥
অন্যে চ দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরাংস্তান্ সমেতানভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে॥

সুখোপবিষ্টেম্বথ তেষু ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোঽগ্রে নিগৃহীতপাণিঃ ॥"

ইত্যাদ্যনন্তরং :—

"ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্ ।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥"

ইতি পৃচ্ছতি রাজ্ঞি :—

"তত্রাভবদ্-ভগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥"

ততশ্চ ;—"প্রত্যুত্থিতা মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য" ইত্যাদ্যন্তে,—

"স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিবর্য্যৈঃ ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দুর্গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥"ইত্যুক্তম্ ॥২৫॥

বিদ্যাভূষণ ।

মুনীনাং গুরুমিত্যুক্তং, তং কথমিত্যত্রাহ, যত ইতি। যত ইত্যস্য ইত্যুক্তমিতি পরেণ সম্বন্ধঃ। ঊর্দ্ধ ইতি। বিপ্রবংশং বিনাশয়দ্ভ্যো দুষ্টেভ্যঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো ভয়াদ্ গর্ভাদাকৃষ্যোরৌ তন্মাত্রা স্থাপিতস্ততো জাতঃ ক্ষত্রিয়াংস্তান্ স্বেন তেজসা ভস্মীচকার ইতি ভারতে কথাস্তি। নিগৃহীতপাণিঃ যোজিতাঞ্জলিপুটঃ। এবং কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ ইতিকর্ত্তব্যতা তস্যাং বিষয়ে সর্ব্বাবস্থায়াং পুংসঃ কিং কৃত্যং, তত্রাপি ম্রিয়মাণৈশ্চ কিং কৃত্যং, তচ্চ শুদ্ধং হিংসাশূন্যং তত্রামৃশত যূয়ম্। গাং পৃথিবীম্। অনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ। নিজস্য শুদ্ধিপূর্ত্তিকর্ত্তুঃ স্বস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য লাভেন তুষ্টঃ। তত্র সভায়াম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ।

শুকদেবকে মুনিগণের গুরু বলিবার হেতু আছে। যখন রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করেন, তখন তাঁহার ঐ সভায়, ভুবনপবিত্রকারী মহানুভব মুনি সকল শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন,—যাঁহারা প্রায়ই তীর্থপর্য্যটন-ছলে স্বয়ংই তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য, বেদব্যাস, ভগবান্, নারদ ও অন্যান্য বহু দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠেরা, এবং অরুণাদি রাজর্ষিরাও ঐ সভায় আসিয়া সমাগত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ সেই নানা শ্রেণীর প্রধান প্রধান ঋষিগণকে সমাগত হইতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া অবনত মস্তকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ঐ ঋষি সকল সুখে সমাসীন হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রণাম করত বিশুদ্ধান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, পরে বলিলেন :—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিশ্বস্ত হইয়া আমার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টী আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মানবের প্রভূত কর্ত্তব্য-বিষয় শ্রবণ করা যায়, কিন্তু ঐ সকল ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকল অবস্থাতে বিশেষতঃ মরণসময়ে কোন্‌টী বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাই বিচার পূর্ব্বক সকলে একবাক্যে আদেশ করুন। রাজা এই প্রশ্ন করিলে ঋষিরা পরস্পরে বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর প্রদানের

পূর্ব্বেই, অলক্ষলিঙ্গ অর্থাৎ যিনি আশ্রমাদি-চিহ্নবিহীন, শ্রীকৃষ্ণনামে সন্তুষ্টচিত্ত (নিজলাভতুষ্টঃ—নিজস্য শুদ্ধিপূর্ত্তিকর্ত্তুঃ স্বস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য লাভেন তুষ্টঃ। অর্থাৎ শুকদেব জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিলেও উহার সম্পূর্ণ পূরণ হয় নাই। কিন্তু ভক্তিসুখ প্রদানে ঐ শুদ্ধির পূরণকর্ত্তা নিজ স্বামী শ্রীকৃষ্ণের লাভে, পরিতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।) অবধূতবেশধারী ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব নিরপেক্ষভাবে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে, অজ্ঞ বালকগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অতঃপর সভামধ্যে মহীয়ান্ সকলেরও মহান্ সেই ভগবান্ শুকদেব, ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষি দ্বারা পরিবৃত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারকানিকরে পরিশোভিত শরৎকালের শশধরের সদৃশ সমধিক শোভাধারণ করিলেন।” এখানে উক্ত বিষয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

শুকাভিগমন।

অত্র যদ্যপি তত্র শ্রীব্যাসনারদৌ তস্যাপি গুরুপরমগুরূ, তথাপি পুনস্তন্মুখনিঃসৃতং শ্রীভাগবতং তয়োরপ্যশ্রুতচরমিব জাতমিত্যেবং শ্রীশুকস্তাবপ্যুপদিদেশ দেশ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। যদুক্তম্—“শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্” ইতি।

তস্মাদেবমপি শ্রীভাগবতস্যৈব সর্ব্বাধিক্যম্। মাৎস্যাদীনাং যৎ পুরাণাধিক্যং শ্রূয়তে, তৎ ত্বাপেক্ষিকমিতি। অহো কিং বহুনা, শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেদম্। যত উক্তং প্রথমস্কন্ধে ঃ—

“কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ” ইতি। অতএব সর্ব্বগুণ-যুক্তত্বমস্যৈব দৃষ্টম্,—

“ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রেত্যাদিনা,”
“বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ ॥”

ইতি মুক্তাফলে হেমাদ্রিকারবচনেন চ। তস্মান্মন্যন্তাং বা কেচিৎ পুরাণান্তরেষু বেদস্য সাপেক্ষত্বং, শ্রীভাগবতে তু তথা সম্ভাবনা স্বয়মেব নিরস্তেত্যপি স্বয়মেব লব্ধম্। অতএব পরমশ্রুতিরূপত্বং তস্য। যথোক্তম্ ঃ—

“কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ” ॥ ইতি।

অথ যৎ খলু সর্ব্বং পুরাণজাতমাবির্ভাব্যেত্যাদিকং পূর্ব্বমুক্তং, তৎ তু প্রথমস্কন্ধগত-শ্রীব্যাসনারদসংবাদেনৈব প্রমেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

বিদ্যাভূষণ।

বক্তব্যং যোজয়ত্যত্র যদ্যপীত্যাদিনা। তস্মাদেবমিতি। তদ্বক্তুঃ শ্রীশুকস্য সর্ব্বগুরুত্বেনাপীত্যর্থঃ। আপেক্ষিকমিতি। এতদন্যপুরাণাপেক্ষয়েত্যর্থঃ। অথ পরমোৎকর্ষমাহ, অহো কিমিতি। অত এবেতি কৃষ্ণপ্রতিনিধিত্বাৎ কৃষ্ণবৎ সর্ব্বগুণযুক্তত্ব-মিত্যর্থঃ। প্রিয়েব কান্তেব। ত্রিবৃৎ বেদাদিত্রয়গুণযুক্তমিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। বেদসাপেক্ষত্বং বেদবাক্যেন পুরাণ-প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। অতএবেতি পরমার্থাবেদকত্বাদ্ বেদান্তস্যেব ভাগবতস্য পরমশ্রুতিরূপত্বমিত্যর্থঃ। যত্র সংবাদে। সাত্বতী বৈষ্ণবীত্যর্থঃ। অথেতি। ইদং ভগবতা পূর্ব্বমিত্যাদিদ্বাদশোক্তব্রহ্মনারায়ণসংবাদরূপমষ্টাদশসু মধ্যে একটিতং, ব্যাসনারদসংবাদরূপং তত্রৈব প্রবেশিতং, তদুভয়স্য লক্ষণসখ্যে তু মাৎস্যাদাবুক্তে ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ। এবমেব ভারতোপ-ক্রমেঽপি দৃষ্টম্। আদাবাখ্যানৈর্বিনা চতুর্ব্বিংশতিসহস্রং ভারতং, ততস্তৈঃ সহিতং পঞ্চাশৎসহস্রং, ততস্তৈস্ততোঽপ্যধিকমিতোঽপ্য-ধিকমিতি, তদ্বৎ॥ ২৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এস্থলে যদিও ব্যাস ও নারদ শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু, তথাপি পুনর্ব্বার তন্মুখনিঃসৃত শ্রীভাগবত তাঁহাদিগেরও অশ্রুতের ন্যায় হইয়াছিল, অর্থাৎ অননুভূত আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

ভাগবত-বক্তা শুকদেব সকলেরই উপদেষ্টা।

এই নিমিত্তই শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকেও উপদেশ্য বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বেদব্যাস স্বয়ংই বলিয়াছেন "শুকমুখ-বিগলিত এই শ্রীমদ্‌ভাগবত অমৃত-দ্রব-সংযুক্ত।" এখানে অমৃত শব্দে শ্রীভগবানের লীলারস জানিতে হইবে, কারণ দ্বাদশস্কন্ধের "হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্" এই শ্লোকে অমৃতপদে—শ্রীভগবানের লীলা, এবং "সৎসুরং" পদের সৎপদে—আত্মারামমুনি, উক্ত হইয়াছে। উক্ত অমৃতদ্রব, অর্থাৎ লীলারস-সার বা শ্রীভগবৎপ্রীতিময় রসই শ্রীভাগবতের এবং এই গ্রন্থের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নিমিত্তই শ্রীভাগবতকে "সকল বেদান্তের সার" বলা হইয়াছে। এবং সেই কারণেই "তদ্রসামৃততৃপ্তস্য"

ভাগবতের শ্রীভগবৎস্বরূপতা।

ইত্যাদি শ্লোকে যিনি শ্রীভগবৎপ্রেমামৃতে একবার তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্যত্র রতি নাই, এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সকল প্রকারে শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা দেখা যাইতেছে। পুরাণমধ্যে মৎস্যাদি পুরাণের যে আধিক্য শ্রবণ করা যায়, তাহা আপেক্ষিক মাত্র। অহো! অধিক আর কি বলা হইবে, এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ। প্রথমস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে উপগত হইলে, অধুনা এই কলিযুগে কলি-মল-বিনষ্ট-দৃষ্টি জীবগণের সম্বন্ধে এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন।" অতএব ইনি যে সর্ব্বগুণযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইতেছে। উঁহার সম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে "ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুপুরুষদিগের ফলকামনাশূন্য অকৈতব পরম-ধর্ম্মের" উপদেশ থাকায় এবং শাস্ত্রের ধর্ম্মোপদেশ দিবার রীতি সাধারণতঃ ত্রিবিধ হওয়ায় অর্থাৎ "বেদ, পুরাণ ও কাব্যাদি শাস্ত্র ইহারা যথাক্রমে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়ার ন্যায় কর্ত্তব্যার্থের বোধ করাইয়া থাকেন, কিন্তু এই শ্রীমদ্‌ভাগবত উক্ত তিন প্রকারেই অর্থ বোধ করাইয়া হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি মুক্তাফল টীকায় হেমাদ্রিকারের বচন দ্বারাও শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই সর্ব্বগুণযুক্তত্ব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্যপি

শ্রুতিরূপতাদি কারণে ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা।

কেহ কেহ পুরাণান্তরের বেদ-সাপেক্ষতা মনে করেন করুন, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে সে সম্ভাবনা নাই, কারণ ইনি স্বয়ংই প্রথমস্কন্ধোক্ত:—"হে তাত! কি প্রকারেই বা এতাদৃশ শুকদেবের সহিত পাণ্ডুকুলসম্ভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের সংবাদ হইল,

যাহা হইতে এই সাত্বতী শ্রুতি অর্থাৎ ভাগবত-সংহিতার প্রচার হইয়াছে।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত সম্ভাবনার নিরাস পূর্ব্বক, পরম-শ্রুতিরূপতাকে লাভকরিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত পরম শ্রুতিরূপে গণ্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বেদব্যাস সকল পুরাণাদির আবির্ভাব করিবার পর, এই ভাগবতকে প্রচার করেন। ইহা প্রথমস্কন্ধান্তর্গত ব্যাস-নারদ-সংবাদেই প্রমাণীকৃত হইতেছে। অর্থাৎ, দ্বাদশস্কন্ধের অন্তর্গত ব্রহ্ম-নারায়ণসংবাদ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকটিত হয়, ব্যাসনারদ-সংবাদও উহার মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং তদুভয়ের সংখ্যা ও লক্ষণই মৎস্যাদি পুরাণে উক্ত হইয়াছে। তৎপরে বর্ত্তমান এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই এখানের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

তদেবং পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায় শ্রীভাগবতমেব পৌর্ব্বাপর্য্যাবিরোধেন বিচার্য্যতে। তত্রাস্মিন্ সন্দর্ভষট্কাত্মকে গ্রন্থে সূত্রস্থানীয়মবতারিকাবাক্যং, বিষয়বাক্যং শ্রীভাগবত-বাক্যম্। ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা তু সম্প্রতি মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো নূনং ভগবন্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কর্ব্বুরিতলিপীনাং পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেৎ তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে। ক্বচিৎ তেষামেবান্যত্র ব্যাখ্যানু-সারেণ দ্রবিড়াদিদেশবিখ্যাতপরমভাগবতানাং তেষামেব বাহুল্যেন তত্র বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ, শ্রীভাগবত এব,—"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ" ইত্যনেন প্রথিতমহিম্নাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং শ্রীরামানুজ-ভগবৎপাদবিরচিতশ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলগ্রন্থস্বারস্যেন চ অন্যথা চ। অদ্বৈত-ব্যাখ্যানন্তু প্রসিদ্ধত্বান্নাতিবিতায়তে ॥ ২৭ ॥

বিদ্যাভূষণ।

তদেবমিতি। নন্থু বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি প্রতিজ্ঞায় পুরাণমেব তৎ স্বীকরোতীতি কিমিদং কৌতুকমিতি চেন্মৈবং ভ্রমিতব্যম্,"এবং বা অরেঽস্যমহতো ভূতস্যেত্যাদি" শ্রুত্যৈব পুরাণস্য বেদত্বাভিধানাৎ। বেদেষু বেদান্তস্যেব, পুরাণেষু শ্রীভাগবতস্য শ্রৈষ্ঠ্যনির্ণয়াচ্চ তদেব প্রমাণমিতি কিমসঙ্গতমুক্তমিতি। অথ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরীত্যা সন্দর্ভস্যাস্য প্রবৃত্তিরিত্যাহ তত্রাস্মিন্নিতি। বিচারার্হবাক্যং বিষয়বাক্যম্। ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যেতি। অয়মর্থঃ—শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণবা এব, তট্টীকাসু ভগবদ্বিগ্রহ-গুণ-বিভূতি-ধাম্নাং তৎপার্ষদ-তনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তেঃ ভগবদ্ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টমোক্ষানুবৃত্ত্যোরুক্তেশ্চ। তথাপি ক্বচিৎ ক্বচিন্মায়াবাদো-ল্লেখস্তদ্বাদিনো ভগবদ্ভক্তৌ প্রবেশয়িতুং বড়িশামিষার্পণন্যায়েনৈবেতি বিদিতমিতি। শুদ্ধবৈষ্ণবেতি। যথা সাংখ্যাদিশাস্ত্রাণামবি-রুদ্ধাংশঃ সর্ব্বৈঃ স্বীকৃতস্তদ্বদিদং বোধ্যম্। ক্বচিৎ তেষামেবেতি। ক্বচিৎ স্থলান্তরীয়স্বামিব্যাখ্যানুসারেণ শ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমত-প্রামাণ্যেন মূলশ্রীভাগবতস্বারস্যেন চান্যথা চ ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা ময়া লিখ্যতে ইতি মৎকপোলকল্পনং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি প্রমাণোপেতাত্র টীকেত্যর্থঃ। নন্থু পূর্ব্বপক্ষত্বানায়াদ্বৈতঞ্চ ব্যাখ্যেয়মিতি তত্রাহ, অদ্বৈতেতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব এক্ষণে পরম নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল লাভনিশ্চয়ে, পূর্ব্বাপরের অবিরোধে এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার করা হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে একমাত্র বেদকেই প্রমাণ স্বীকার করিয়া, এক্ষণে পুনশ্চ পুরাণকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে দেখিয়া, ইহা অতিকৌতুকাবহ ব্যাপার বলিয়া কেহ যেন ভ্রান্ত না হয়েন, যেহেতু পূর্ব্বেই "এবং বা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পুরাণেরও বেদত্ব অবধারিত হইয়াছে। বেদ-

মধ্যে বেদান্তের ন্যায় পুরাণমধ্যে ভাগবতেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় হওয়ায় পরম নিঃশ্রেয়স-সাধনে ইহাই যে প্রমাণ, তাহাতে কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই। এই ষট্সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে "যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা" ইত্যাদি অবতারিকা-বাক্য সূত্রস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য ইহার বিচারার্হ বিষয়-বাক্য, এবং পরম-ভাগবত শ্রীধরস্বামিচরণ-কৃত উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুগত ব্যাখ্যাই ইহার ভাষ্যরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীধরস্বামী স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাঁহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, ধাম এবং পার্ষদগণেরও নিত্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মুক্তির পরেও যখন ভক্তির অনুবৃত্তি দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার টীকায় মুক্ত ব্যক্তিকেও পুনশ্চ যখন ভক্তি আচরণ করিতে দেখা যাইতেছে, তখন যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃপ্রমাণ, তাহাতে আর বক্তব্য কি? তথাপি যে স্থানে স্থানে মায়াবাদের উল্লেখ আছে, উহা কেবল মধ্যদেশব্যাপ্ত সেই অদ্বৈতমতাবলম্বীদিগকে, ভগবদ্ভক্ত মধ্যে অন্তর্ভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ বড়িশামিষার্পণ ন্যায় অবলম্বনে উঁহাদিগকে যদি ভুলাইয়া কোন প্রকারে একবার শ্রীভগবানের লীলাদি শ্রবণ করাইয়া তদীয় মহিমায় অবগাহন করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ ভগবন্মহিমা স্বতই উঁহাদিগকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি ঐরূপ স্থানে অদ্বৈতবাদের মিশ্রণে তদীয় লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন। অতএব যেমন সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগে কেবল অবিরুদ্ধাংশের গ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বের প্রকাশক অংশের গ্রহণ করিয়া যথাযথ লিখিত হইবে, কোথাও বা অন্যথাও লিখিত হইবে। অর্থাৎ দ্রবিড়াদি দেশ বৈষ্ণবতাবিষয়ে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত স্বয়ংই বলিয়াছেন, "হে মহারাজ! স্থানবিশেষে বৈষ্ণবগণ বাস করিলেও দ্রবিড় দেশে বাহুল্যরূপে তাঁহারা বাস করেন।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যাঁহাদিগের বৈষ্ণবত্বের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, সেই সকল পরম-ভাগবত প্রথিতমহিমা সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতি হইতে প্রবৃত্ত সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীরামানুজভগবৎ-পাদ-বিরচিত শ্রীভাষ্যাদিগ্রন্থ-দৃষ্ট মতের প্রামাণ্যানুসারে, এবং কোথাও বা মূল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের স্বারস্যে এই সন্দর্ভ-নামক ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত কোন বিষয় লিখিত হয় নাই, এবং এই গ্রন্থের পূর্ব্বপক্ষরূপ অদ্বৈত-ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া উহা অধিক বিস্তার না করিয়া স্থলবিশেষে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে মাত্র ॥ ২৭ ॥

অত্র চ স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি; ক্বচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি চ তত্ত্ববাদগুরূণামনাধুনিকানাং প্রচুরপ্রচারিতবৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাতশিষ্যোপশিষ্যীভূতবিজয়ধ্বজ-ব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবত-তাৎপর্য্যভারততাৎপর্য্যব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেভ্যঃ সংগৃহীতানি। তৈশ্চৈবমুক্তং ভারততাৎপর্য্যে :—

"শাস্ত্রান্তরাণি সংজানন্ বেদান্তস্য প্রসাদতঃ।
দেশে দেশে তথা গ্রন্থান্ দৃষ্ট্বা চৈব পৃথগ্‌বিধান্ ॥
যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
জগাদ ভারতাদ্যেষু তথা বক্ষ্যে তদীক্ষয়া ॥" ইতি।

তত্র তদুদ্ধৃতাশ্রুতিশ্চতুর্বেদশিখাদ্যা ; পুরাণঞ্চ গারুড়াদীনাং সম্প্রতি সর্ব্বত্রাপ্রচরদ্রূপ-মংশাদিকং ; সংহিতা চ মহাসংহিতাদিকা ; তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রভাগবতাদিকং ব্রহ্মতর্কাদিকমিতি ॥ ২৮ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অত্রেতি। ইহ গ্রন্থে যানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি ময়া ধ্রিয়ন্তে, তানি মদ্দর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব ; ন তু শ্রীভাগবতবাক্য-প্রামাণ্যায়, তস্য স্বতঃ প্রমাণত্বাৎ। তানি চ যথাদৃষ্টমেবোদাহরিষ্যামি মূলগ্রন্থান্ বিলোক্যোত্থাপিতানীত্যর্থঃ। কানিচিত্তু কানি তু মদদৃষ্টকরাণ্যস্মদাচার্য্যশ্রীমধ্বমুনিদৃষ্টাকরাণ্যেব কতিচিন্ময়া ধ্রিয়ন্তে ইত্যাহ, কচিদিতি। মধ্যাখ্যানে ক্বচিদর্থবিশেষে, প্রামাণ্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবততাৎপর্য্যাদিভ্যো গ্রন্থেভ্যঃ সংগৃহীতানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি ধ্রিয়ন্ত ইত্যনুষঙ্গঃ। অত্রাস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সত্যবাদিত্বং ধ্বনিতম্। কৌমারব্রহ্মচর্য্যবান্ নৈষ্ঠিকো যঃ সত্যতপোনিধিঃ স্বপ্নেঽপ্যনৃতং নোচে চেতি প্রসিদ্ধম্। তেষাং কীদৃশানা-মিত্যাহ তত্ত্বেতি। সর্ব্বং বস্তু সত্যমিতি বাদস্তত্ত্ববাদস্তদুপদেষ্টৃণামিত্যর্থঃ অনাধুনিকানাং শঙ্করসমসময়ানাম্। শঙ্করেণ সহ বিবাদে মধ্বস্য মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে, শঙ্করস্তু তত্যাজেত্যতিহ্যমস্তি। প্রচারিতেতি। ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্মী জীবকোটিস্থমিত্যেবং মতবিশেষঃ। দক্ষিণাদিদেশেতি। তেন গৌড়েঽপি মাধবেন্দ্রাদয়স্তদুপ-শিষ্যাঃ কতিচিদ্বভূবুরিত্যর্থঃ। শাস্ত্রান্তরাণীতি তেন স্বস্য দৃষ্টসর্ব্বাকরতা ব্যজ্যতে দিখিজয়িত্বঞ্চেত্যুপোদ্ঘাতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এই ষট্সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থে শ্রুতি ও পুরাণাদি হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইবে, সেগুলি শ্রীমদ্-ভাগবত-বাক্যের প্রামাণ্যের জন্য নহে, উহা মৎপ্রদর্শিত অর্থবিশেষের প্রামাণ্যের নিমিত্ত, যেহেতু ভাগবত-বাক্য স্বতঃ প্রমাণ, উহার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। উক্ত প্রমাণের কতকগুলি আকর গ্রন্থ হইতে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপই উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলি মূল গ্রন্থ না দেখিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব আচার্য্য তত্ত্ববাদগুরু বিশেষতঃ বৈষ্ণবমতবিশেষের প্রচারক দক্ষিণাদি-দেশবিখ্যাত বেদ-বেদার্থ-বিবরণ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির পরম গুরু, বিজয়ধ্বজাদির গুরু, বহু প্রাচীন অর্থাৎ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ-প্রণীত ভাগবততাৎপর্য্য, ভারততাৎ-পর্য্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ তদীয় ভাগবততাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, "নানাশাস্ত্রের পরিজ্ঞানে ও বেদান্তের প্রসাদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গ্রন্থ সকল অবলোকন করিয়া, সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ বেদব্যাস স্বরচিত ভারতাদিতে যেরূপ বলিয়াছেন, আমিও তাঁহার অভি-প্রায়ানুসারে সেইরূপ বলিতেছি।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তদীয় ভারততাৎপর্য্যে, চতুর্ব্বেদশিখাদি-শ্রুতি গরুড়াদি পুরাণের সম্প্রতি সর্ব্বত্র অপ্রচলিত অংশাদি, মহাসংহিতা প্রভৃতি সংহিতা, তন্ত্র ভাগবতাদি তন্ত্র ও ব্রহ্মতর্কাদি বহুগ্রন্থ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা মূলগ্রন্থ না দেখিয়াও তাহা হইতেই প্রমাণ বচন উদ্ধার করিতেছি ॥ ২৮ ॥

উদ্ধৃত প্রমাণাদি।

অথ নমস্কুর্ব্বন্নেব তথাভূতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তাৎপর্য্যং তদ্বক্তুর্হৃদয়নিষ্ঠাপর্য্যালোচনয়া সংক্ষেপতস্তাবন্নির্দ্ধারয়তি।

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥"

টীকা চ শ্রীধরস্বামিবিরচিতা ঃ—

"শ্রীগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপ্যজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য সঃ। তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত, তং নতোঽস্মি" (ভা ১২।১২।৫২) ইত্যেষা। এবমেব দ্বিতীয়ে তদ্বাক্যমেব, প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিত্যাদিপদ্যত্রয়মনুসন্ধেয়ম্। অত্রাখিলবৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ জ্ঞেয়ম্। তদেবমিহ সম্বন্ধিতত্ত্বং ব্রহ্মানন্দাদপি প্রকৃষ্টো রুচিরলীলাবিশিষ্টঃ শ্রীমানজিত এব। স চ পূর্ণত্বেন মুখ্যতয়া শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞ এবেতি শ্রীবাদরায়ণসমাধৌ ব্যক্তীভবিষ্যতি। তথা প্রয়োজনাখ্যঃ পুরুষার্থশ্চ তাদৃশতদাসক্তিজনকং তৎপ্রেমসুখমেব। ততোঽভিধেয়মপি তাদৃশতৎপ্রেমজনকং তল্লীলাশ্রবণাদিলক্ষণং তদ্ভজনমেবেত্যায়াতম্। অত্র ব্যাসসূনুমিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণবরাজ্জন্মত এব মায়য়া তস্যাস্পৃষ্টত্বং সূচিতম্। শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্ ॥ ২৯ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অথ যস্য ব্রহ্মেতি পদ্যোক্তং সম্বন্ধিকৃষ্ণতত্ত্বং তদ্ভক্তিলক্ষণমভিধেয়ং তৎপ্রেমলক্ষণং পুমর্থঞ্চনিরূপয়তা পদ্যেন তাবদ্গ্রন্থং প্রবর্ত্তয়ন্ গ্রন্থকৃদবতারয়তি। অথেতি মঙ্গলার্থং। যস্মিন্ শাস্ত্রবক্তৃর্হৃদয়নিষ্ঠা প্রতীয়তে, তদেব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবস্তু, নত্বন্যদিত্যর্থঃ। স্বেতি। তদীয়ম্ অজিতনিরূপকং পুরাণমিত্যর্থঃ। টীকা চেতি ; স্বসুখেনেতি। স্বমসাধারণং জীবানন্দাদুৎকৃষ্টং, গুড়াদিব মধু, যদনভিব্যক্তসংস্থানগুণবিভূতিলীলমানন্দরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মশব্দব্যপদেশ্যং বস্তু, তেনেত্যর্থঃ। রুচিরাভিরিতি। পারমৈশ্বর্য্যসমবেতমাধুর্য্যসংভিন্নস্বাত্মনোঽপ্যাভিরানন্দৈকরূপাভিঃ পানকরসন্যায়েন স্ফুরদজিত তৎপরিকরাদিভির্লীলাভিরিত্যর্থঃ। অত্রাখিলেতি। প্রতিকূলং প্রত্যাখ্যায়কং। উদাসীনং ত্যাজকমিত্যর্থঃ। (অঙ্কযুগ্মং স্কন্ধাধ্যায়য়োজ্ঞাপকম্) শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকং প্রতি নির্দ্ধারয়তীত্যবতারিকাবাক্যেন সম্বন্ধঃ। এবমুত্তরত্র সর্ব্বত্র বোধ্যম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এক্ষণে পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা (শ্রীজীব) এই ষট্সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করিয়াই, পূর্ব্বোক্ত পুরাণ-চক্রবর্ত্তীলক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতেরও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে "যস্য ব্রহ্মেতি" শ্লোকে তিনি এই গ্রন্থের সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োগনে যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ও তদীয় পরাপ্রেমলক্ষণ প্রয়োজনতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। উহাই যে শ্রীমদ্ভাগবতেরও সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন, উহা বক্তার হৃদয়নিষ্ঠার পর্য্যালোচনায় অভিব্যক্ত হইতেছে, কারণ যাহাতে বক্তার হৃদয়ের নিষ্ঠা দেখা যায়, বক্তা শাস্ত্রে সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন হৃদয় নিষ্ঠার প্রতিকূল-তত্ত্ব বলিতে পারেন না। এই নিমিত্ত শুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার পর্য্যালোচনা দ্বারা সংক্ষেপে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তু-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

সন্দর্ভ ও ভাগবতের প্রয়োজনাদি-সাম্যতা।

"জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর ব্রহ্মানন্দের অনুভবে যাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ এবং উহা হইতে যাঁহার হৃদয়ের অন্য বিষয়ক ভাবসকল নষ্ট হইয়াছে, এবম্প্রকার ব্রহ্মানন্দানুভবী হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলায়, যাঁহার তাদৃশ স্বসুখগত ধৈর্য্য আকৃষ্ট হইয়াছিল ; এবং যিনি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবানের লীলারসপূরিত এই শ্রীভাগবত পুরাণকে বিস্তার করিয়াছেন। সেই অখিল পাপনাশকারী ব্যাসনন্দন শুকদেবকে নমস্কার করি।" এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য :—গ্রন্থকার শ্রীগুরুকে নমস্কার করিতে তাহার

তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, যথা স্বসুখের দ্বারা অর্থাৎ জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর যে আনন্দ, যাহাতে সংস্থান, গুণ, ঐশ্বর্য্য ও লীলার অভিব্যক্তি হয় না, এমন স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নামে অভিহিত যে আনন্দ, উহাদ্বারা যাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ, এবং সেই আনন্দ কর্তৃক যাঁহার হৃদয়ের অন্য তাবৎ ভাব বিদূরিত হইয়াছে, এবম্ভূত হইলেও অজিতের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাসমূহের দ্বারা যাঁহার তাদৃশ স্বসুখগত ধৈর্য্যও আকৃষ্ট হইয়াছে, তত্ত্বদীপ অর্থাৎ পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত যিনি বিস্তার করিয়াছেন, সেই ব্যাসনন্দনকে নমস্কার করিতেছি। এখানে মধুর কৃষ্ণ-লীলাকৃষ্টচিত্ত বলায়, ভগবানের লীলা যে ব্রহ্মানন্দকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ রসানুভবে সামর্থ্য প্রদান করে, এবং এই লীলানুভব যে কেবল সমাধি-ভঞ্জক-প্রত্যূহ মাত্র নহে, তিনি যে লীলারসে মাধুর্য্যের আধিক্য আস্বাদ করিয়া তাহাতেই নিষ্ঠাবান্, উহাও ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এবং দ্বিতীয় স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে:—"হে রাজন্ বিধিনিষেধাতীত ও নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত মুনিগণও প্রায়ই শ্রীহরিগুণানুকীর্ত্তনে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি ভাবসূচক শ্লোক অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

বক্তার হৃদয়নিষ্ঠার দ্বারা গ্রন্থের সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণ। এখানে অখিলবৃজিন এই পদদ্বারা তাদৃশ ভগবদ্ভাবের প্রতিকূলও উদাসীন অর্থাৎ ত্যাজ্য ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই প্রকারে এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের যিনি সম্বন্ধিতত্ত্ব, তিনি যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্ট, এবং পরমৈশ্বর্য্যসমবেত-মাধুর্য্য-লীলাবিশিষ্ট শ্রীমান্ অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই লক্ষ্য। এই অজিত শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। ইহা পূর্ণত্ব গুণযোগে মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বাদরায়ণ সমাধিতে ব্যক্ত হইবে।

অতএব তাদৃশ ভগবদাসক্তি-জনক ঐ ভগবৎপ্রেম-সুখই প্রয়োজনাখ্য পঞ্চম পুরুষার্থ। তাদৃশ ভগবৎপ্রেমের জনক তদীয় লীলাশ্রবণাদিলক্ষণ ভগবদ্ভজনই যে অভিধেয় তাহাও আসিতেছে। এবং এখানে "বেদব্যাসনন্দন" এই শব্দের উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বরে ব্যাসনন্দন শুকদেবের জন্ম, এবং জন্মকাল হইতেই তাঁহার মায়া দ্বারা অস্পৃষ্টতাও সূচিত হইয়াছে। সূত মহাশয় শৌনকাদি ঋষিগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, অতএব পূর্ব্বোক্ত অবতারিকাবাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ জানিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

তাদৃশমেব তাৎপর্য্যং করিষ্যমাণতদ্‌গ্রন্থপ্রতিপাদ্যতত্ত্বনির্ণয়কৃতে তৎপ্রবক্তৃ-শ্রীবাদরায়ণকৃতে সমাধাবপি সংক্ষেপত এব নির্দ্ধারয়তি:—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্ ।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥"

তত্র—"স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ ।
কস্য বা মহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥"

ইতি শ্রীশৌনকপ্রশ্নানন্তরঞ্চ,

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥"

ভক্তিযোগেন প্রেম্না,

"অস্ত্বেবমঙ্গভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং"

ইত্যত্র প্রসিদ্ধেঃ। প্রণিহিতে সমাহিতে, "সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" ইতি তং প্রতি শ্রীনারদোপদেশাৎ। পূর্ণপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়াবৃত্ত্যা,—

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি ।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ॥"

ইতিপাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাবষ্টম্ভেন, তথা—

"কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরং ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥"

ইত্যস্য বাক্যদ্বয়স্য পূর্ব্ববাক্যে পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃত্যেকোপাধিং, উত্তরবাক্যে পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিং, ইতি টীকানুসারেণ চ, পূর্ণঃ পুরুষোঽত্র স্বয়ং ভগবানেবোচ্যতে ॥ ৩০ ॥

বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থবক্তুঃ শুকস্য যত্র নিষ্ঠাবধারিতা তত্রৈব গ্রন্থকর্ত্তুর্ব্যাসস্যাপি নিষ্ঠামবধারয়িতুমবতারয়তি, তাদৃশমেবেতি। নিবৃত্তিনিরতং ব্রহ্মানন্দাদন্যস্মিন্ স্পৃহাবিরহিতম্। কস্যেতি সংহিতাভ্যাসস্য কিং ফলমিত্যর্থঃ। অধ্যগাৎ অধীতবান্। মুক্তপ্রগ্রহয়েতি। যথাশ্বঃ প্রগ্রহে মুক্তে বলাবধি ধাবত্যেবং পূর্ণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ পূর্ণত্বাবধি প্রবর্ত্ততেতি বক্তুং তদবধিশ্চ স্বয়ং ভগবত্যেবেতি তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শুকদেবের হৃদয়নিষ্ঠার আলোচনায় শ্রীভাগবত ও এই ষট্‌সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের

প্রতিপাদ্য তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব-নির্ণয়-মানসে গ্রন্থ-প্রকাশয়িতা শ্রীবেদব্যাসের সমাধির আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার সমাধিতে যে সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ব্যাসদেব শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও তদানুসঙ্গিক অপর যে সকল তত্ত্ব অবলোকন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন। কারণ সমস্ত পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াও যখন বেদব্যাস ক্ষুণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া গমন করিলে, তিনি ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তটে শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে সমাধি করিয়া প্রথমতঃ যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ঐ তত্ত্বের অভিপ্রায়ানুসারেই এই দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত হইয়াছে, এই জন্য সর্ব্বাগ্রে সমাধির আলোচনা করিতেছেন।

"ভগবৎপ্রেমে মন নির্ম্মল ভাবে সমাহিত হইলে তিনি সেই সমাহিতচিত্তে, পূর্ণ-পুরুষ অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অপকৃষ্টাশ্রয়া যে মায়া তাহাকে দেখিয়াছিলেন। জীব স্বয়ং গুণত্রয়ের অতীত চিৎস্বরূপ হইয়াও যে মায়াকর্তৃক বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া মনে করিতেছে, এবং সেই মনন জন্য সংসারব্যসন প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে অধঃকৃত হইয়াছে, এমন সেই ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ সাধন ভক্তি, সংসার-ব্যসনাদি নিখিল অনর্থকে নির্ম্মূল করিয়া দেয়। এই সকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া অজ্ঞানাভিভূত অখিল লোকের মঙ্গল-কামনায়, তিনি এই সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেদব্যাসের সমাধি।

যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে, জীবের প্রেম-লক্ষণ-ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে নিখিল শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হইয়া যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস ভাগবতসংহিতা প্রথমে সংক্ষেপে রচনা করিলেন, তৎপরে পুনশ্চ দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে আনুপূর্ব্বিক সংশোধন সহকারে বিস্তারিত করিয়া, নিবৃত্তি-মার্গ-নিরত মননশীল আত্মজ শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।"

"মুনিপ্রবর শুকদেব সর্ব্বত্রই উপেক্ষাকারী, তিনি নিবৃত্তিনিষ্ঠ (অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ হইতে অন্যত্র নিস্পৃহ) ও আত্মারাম (অর্থাৎ আত্মায় রমণশীল) হইয়াও, কি কারণে এই বৃহৎসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত সম্যক্ অভ্যাস করিয়াছিলেন।"

শৌনক মহাশয়ের এই প্রশ্নোত্তরে সূত মহাশয় বলিলেন, -"যাঁহাদিগের অহঙ্কার-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বিধিনিষেধাতীত সেই সকল আত্মারাম মুনিগণও বিপুলবিক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধান-বিরহিত ভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরির গুণই এই প্রকার, যে তিনি আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অতএব ভগবান্ ব্যাসনন্দন যখন পিতৃনিয়োজিত লোকমুখে হরিগুণানুকীর্ত্তন কিয়ৎ পরিমাণ শ্রবণ করিলেন, তখন ব্রহ্মানন্দানুভবও তাঁহার নিকট আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল, অর্থাৎ "ঈদৃশ ভগবদ্গুণমাধুর্য্য থাকিতে আমি এতকাল বৃথা যাপন করিলাম"; ইত্যাকারে হরিগুণাকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া তিনি অতিবিস্তীর্ণ হইলেও এই ভাগবত-সংহিতার অধ্যয়নে নিরত হইয়াছিলেন। অহো? শ্রীমদ্ভাগবতের কি আশ্চর্য্য মহিমা, দেখিতে দেখিতে সেই শুকদেব ভগবজ্জনের, এবং ভগবদ্ভক্তগণও তাঁহার নিত্য অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ শব্দের ভক্তি পদে প্রেমভক্তি এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ "ভগবান্ তাঁহার ভজনকারী অপর ব্যক্তিকেও মুক্তিপ্রদান করেন, কিন্তু কদাপি ভক্তি প্রদান করেন না।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ ভক্তি শব্দের ("নতু কদাপি প্রেমভক্তিং") "প্রেম" অর্থ করিয়াছেন, তদ্রূপ এখানেও ঐ ভক্তি বলিতে প্রেমই বুঝিতে হইবে। "সমাধির দ্বারা সেই উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণপূর্ব্বক বর্ণনাকর", তাঁহার প্রতি দেবর্ষি নারদের ইত্যাকার উপদেশ হইতে, "প্রণিহিতে" শব্দের সমাধি অর্থই বোধিত হইতেছে এবং এখানে "পুরুষং পূর্ণং" শব্দে পূর্ণ পদের মুক্ত-প্রগ্রহা বৃত্তি দ্বারা তিনি পূর্ণ পুরুষকে দেখিয়াছিলেন এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। শাব্দিকেরা শব্দের দুইটি বৃত্তি স্বীকার করেন, সঙ্কোচাত্মিকা ও মুক্ত-প্রগ্রহা। এখানে মুক্ত-প্রগ্রহা বৃত্তি স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। অর্থাৎ যেমন অশ্বের বল্গা উন্মুক্ত করিলে অশ্ব নিজ সামর্থ্যের শেষ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও পূর্ণ শব্দ নিজসামর্থ্যের চরম—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই শ্রুত্যুক্ত চরম পূর্ণ সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যাইয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং পুরুষ শব্দেও ভগবান্‌কেই বলা হইয়াছে। "ভগবান্" এই শব্দ এবং নিরুপাধি "পুরুষ" শব্দ, সেই অখিলাত্মা ভগবান্ বাসুদেবকেই বুঝাইয়া থাকে"। ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন বলে, ভগবান্‌ই প্রতিপাদিত হইতেছেন। আরো "ভোগাকাঙ্ক্ষী জন সোমদেবতার অর্চ্চনা করিবে। বৈরাগ্যকামী জন পরমপুরুষ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। অথবা সর্ব্ববিধকামনাপরিশূন্য জন, সর্ব্বকামী জন, কিম্বা কেবলমাত্র মোক্ষকামী এমন যে উদারবুদ্ধি জন তিনি সুতীব্র ভক্তিযোগ সহকারে নিরুপাধি পূর্ণ-পুরুষ ভগবানের ভজনা করিবেন।"—দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত এতদুভয় শ্লোকেও ক্রমান্বয়ে "পুরুষং পরং" শব্দের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ প্রথম বাক্যে "পুরুষং—পরমাত্মানং" অর্থাৎ পরমাত্মা, এবং দ্বিতীয় বাক্যে "পুরুষং—পূর্ণং নিরুপাধিং" অর্থাৎ নিরুপাধি শ্রীভগবান, এই দ্বিবিধ অর্থ করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ স্থলে একবার বলা হইয়াছে বৈরাগ্যকাম-ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। পুনশ্চ উদারবুদ্ধি ব্যক্তি সুতীব্র ভক্তি সহকারে নিরুপাধি শ্রীভগবানের ভজনা করিবেন। স্বামিপাদ এখানে মূলের তাৎপর্য্য স্থির রাখিবার জন্যই নিরুপাধি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তদ্রূপ এখানেও উক্ত টীকানুসারে পূর্ণ পদের মুক্তপ্রগ্রহা বৃত্তি দ্বারা পূর্ণ-পুরুষ শব্দে এক কথায় সেই স্বরূপ-শক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বমিতিপাঠে "পূর্ব্বমেবাহমিহাসমিতি", তৎপুরুষস্য পুরুষত্বমিতি, শ্রৌতনির্ব্বচন-বিশেষপুরস্কারেণ চ স এবোচ্যতে। তমপশ্যৎ শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তিমন্তমিত্যেতৎ স্বয়মেব লব্ধম্; পূর্ণং চন্দ্রমপশ্যদিত্যুক্তে কান্তিমন্তমপশ্যদিতি লভ্যতে। অতএব,

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥" ইত্যুক্তম্।

অতএব "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং" ইত্যনেন তস্মিন্নপ অপকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্যা, নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায়া ন তৎস্বরূপভূতত্বমিত্যপি লভ্যতে। বক্ষ্যতে চ :—

"মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।" ইতি

স্বরূপ-শক্তিরিয়মত্রৈব বক্তীভবিষ্যতি, "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে" ইত্যনেন "আত্মারামাশ্চ" ইত্যনেন চ। পূর্ব্বত্র হি ভক্তিযোগপ্রভাবঃ খল্বসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে, পরত্র চ তে গুণা ব্রহ্মানন্দস্যাপ্যুপরিচরতয়াস্বরূপশক্তেঃ পরমবৃত্তিতামেবার্হন্তীতি। মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্তু, তদংশত্বেন, ব্রহ্ম চ তদীয়নির্বিশেষাবির্ভাবত্বেন, তদন্তর্ভাববিবক্ষয়া পৃথক্ নোক্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। অতোঽত্র পূর্ববদেব সম্বন্ধিতত্ত্বং নির্দ্ধারিতম্ ॥ ৩১ ॥

বিদ্যাভূষণ।

পাঠান্তরেণাপি স এবার্থং ইতি ব্যাখ্যাতুমাহ, পূর্ব্বমিতি। ঈশ্বরস্যৈব পূর্ব্ববর্ত্তিত্বাৎ পুরুষত্বমিত্যর্থঃ। স এবেতি স্বয়ং ভগবানেব। স্বরূপশক্তিমত্ত্বে প্রমাণমাহ, ত্বমিতি। শ্রুতিশ্চাত্রাস্তি :—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি"। এষৈব হ্লাদিনী সন্ধিনীত্যাদিনা স্মর্য্যতে। ইত্যুক্তমিতি কণ্ঠতঃ পাঠিতমর্জ্জুনেনেত্যর্থঃ। মায়াতোঽন্যেয়ং বোধ্যেত্যাহ, অতএবেত্যাদিনা। মূলবাক্যেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরিয়ং বোধিতাস্তীত্যাহ, স্বরূপেত্যাদিনা। পট্টমহিষীব স্বরূপশক্তিঃ, বহির্দ্বারসেবিকেব মায়াশক্তিরিত্যুভয়োর্মহদন্তরং বোধ্যম্। ভগবদ্ভক্তের্ভগবদ্‌গুণানাঞ্চ স্বরূপ-শক্তিসারাংশত্বং সযুক্তিকমাহ, পূর্ব্বত্র হীত্যাদিনা। ব্রহ্মানন্দস্যেতি। অনভিব্যক্তসংস্থানাদিবিশেষস্যেতি বোধ্যম্। ননু পরমাত্মস্বরূপস্তাদৃশব্রহ্মরূপশ্চাবির্ভাবঃ। কুতো ব্যাসেন ন দৃষ্ট ইতি চেত্তত্রাহ, মায়াধিষ্ঠাত্রিতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত মূল শ্লোকের (ভক্তি যোগেন মনসি) পূর্ণং এই পাঠের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বং এই পাঠান্তর থাকিলেও পূর্ণ পুরুষ শব্দে যে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝাইয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষ বলিলেও সেই স্বয়ং ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। "পূর্ব্বে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমি ছিলাম" এই শ্রুতিবাক্যে আমি ছিলাম এই কথা যিনি বলিতেছেন এবং ঐতরেয়োপনিষদে "আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি একমাত্র যাঁহার অবস্থিতির কথা বলিতেছেন তিনিই সেই পূর্ব্ব পুরুষ। উক্ত শ্রুতির শঙ্কর ভাষ্যেও "অগ্র" শব্দে সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাগাসীৎ।" বেদব্যাস তাঁহাকে দেখিলেন এই কথা বলায়, তাঁহাকে তদীয় স্বরূপ-শক্তির সহিত দেখিয়াছিলেন তাহা সহজেই বোধিত হইতেছে।

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার।

প্রথমতঃ বেদব্যাসের সমাধির পূর্ব্বোক্ত কারণানুসন্ধানে দেখা যায় মহর্ষি বেদাদি বিভাগ করিয়াও যখন ক্ষুণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে দেবর্ষি নারদ "জিজ্ঞাসিতমধিতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনং" ইত্যাদি শ্লোকে উঁহাকে যে প্রশ্ন করেন তাহাতে তিনি যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। স্বামিপাদ্ উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "যৎ সনাতনং পরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতং, অধীতং অধিগতং প্রাপ্তঞ্চেত্যর্থঃ অথাপি শোচসি তৎ কিমর্থং" অতএব যে বস্তু অধিগত হইয়াছে তাহার জন্য আর সমাধির আবশ্যক কি? অতঃপর দেবর্ষি "উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" এখানে শ্রীভগবানের লীলাদি সমাধিতে স্মরণ করিতে বলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন "ভক্তি-শূন্যানি জ্ঞানবাক্‌চাতুর্য্যময়ার্থকৌশলানি ব্যর্থান্যেব। অতঃ উরুক্রমস্য বিবিধং চেষ্টিতং লীলাং সমাধিনা চিত্তৈকাগ্রেণ অখিলস্য বন্ধস্য মুক্তয়ে ত্বং অনুস্মর স্মৃত্বা বর্ণয়েত্যর্থঃ" অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞানাদি বৃথা, অখিল বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তুমি উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক বর্ণনকর, অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবানের দর্শন জন্যই সমাধি। সুতরাং তিনি

পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন এ কথায় সেই স্বরূপ-ভূত শক্তি, গুণ, লীলা ও মাধুর্য্যাদি পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছে। এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ শক্তি কি তাহা জানা আবশ্যক। শ্রুতি বলেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইহা হইতে প্রথমতঃ তাঁহার স্বরূপ শক্তি—দ্বিতীয়তঃ ঐ শক্তির বিভাগ পাওয়া যাইতেছে, এই সকল শক্তি যে তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, ইহা অহি কুণ্ডলাধিকরণে সূত্রকার স্বয়ংই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং সাধারণ অনুভবেও দেখা যায় তাঁহার শক্তি এই কথা বলিলে শক্তি এবং শক্তিমানের ভিন্ন প্রতীতি হইয়া থাকে এখানে শ্রুতিও "অস্য শক্তিঃ" এই রূপ নির্দ্দেশ করায় শক্তি—শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও বিশেষণ রূপে প্রতিভাত হইতেছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অথবা অবয়ব ও অবয়বী উভয়ে অভেদ হইলেও উহাদের যেমন ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ও তদীয় শক্তির অভেদেও ভেদ জানিতে হইবে, এই বিবিক্ত-স্বরূপ-শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ আবির্ভাবই ভগবান্ নামে অভিহিত হয়েন। অতএব সেই সচ্চিদানন্দাত্মক শ্রীভগবানে নিত্যাবস্থিতা সৎ, চিৎ ও আনন্দ শক্তিই পুরাণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্ নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় সিদ্ধান্তরত্ন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "তত্র সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিন্যোর্যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্ব্বদেশ-কাল-দ্রব্য-ব্যাপ্তিহেতু সন্ধিনী। সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।" অর্থাৎ হ্লাদিন্যাদি শক্তির স্বরূপ ও কার্য্য বলিতে ক্রম বিন্যাসাদি দ্বারা শক্তিত্রয়ের উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতা জানিতে হইবে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে যদ্রূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী রসের মধ্যে ভাবচতুষ্টয়ের বিদ্যমানতার জন্য মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সন্ধিনীতে সত্তা, সম্বিদে সত্তা ও জ্ঞান এবং হ্লাদিনীতে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের বিদ্যমানতা বশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা হ্লাদিনীর উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সদেব সৌম্য" শ্রুতি প্রতিপাদিত সদাত্মক ভগবান্ যদ্দ্বারা নিজ সত্তাকে ধারণ করেন, এবং দ্রব্য কর্ম্ম কাল প্রকৃতি ও জীব এই সকলে সত্তা অর্থাৎ তত্তৎ কার্য্যসামর্থ্য প্রদান করেন সেই শক্তিকে সন্ধিনী শক্তি বলা হয়। "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ যে শক্তি দ্বারায় "যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বজ্ঞান বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, ও "যস্যৈব প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত জীব সকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট করেন সেই শক্তিকে সম্বিদ্ শক্তি বলা হয়। এবং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্ত আনন্দ স্বরূপ হইয়াও ভগবান্ নিজের যে শক্তি দ্বারা "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্ত আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ও জীবগণকে স্ব সাম্মুখ্যাদিদ্বারা অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ প্রদানে আনন্দিত করেন সেই শক্তি হ্লাদিনী শক্তি নামে অভিহিত হয়েন। সুতরাং সেই স্বরূপ শক্তিশালী পূর্ণ পুরুষকে দেখিলেন বলায় স্বরূপ শক্তিশালী স্বয়ং ভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং উক্ত স্বয়ং ভগবান্ শব্দে সেই বৃন্দাবন বিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পাইতেছি। কারণ শ্রুতি "শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" এই বাক্যে কৃষ্ণেরই পরদেবতাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীভাগবত বলেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্", ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইতেছে।*

---

* শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে ইহা বিশেষ বিবৃত হইবে।

অতএব ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় ত্রিতয়াত্মিকা স্বরূপ-শক্তির প্রধানা হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ আকৃতিরূপা শ্রীমতী রাধিকাকেও দেখিয়াছিলেন, ইহাও পাওয়া যাইতেছে। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ" এখানে শ্রীরাধিকাকে তদীয় আনন্দাত্মিকা শক্তির বিশেষ আকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দাত্মিকা শক্তির শ্রেষ্ঠ আলম্বন-রূপা শ্রীমতী রাধা ব্যতিরেকে সেই আনন্দাস্বাদের সম্ভাবনা কোথায়?

অলঙ্কারশাস্ত্রে আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা রসের অভিব্যক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং হ্লাদিনী শক্তির পরামূর্ত্তি অনির্ব্বচনীয় মধুর রসের আলম্বন-রূপা শ্রীমতী রাধিকা ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ণতা হইতে পারেনা, ঋক্ পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার শোভায় ও শ্রীরাধা কৃষ্ণের শোভায় শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" এখানে "কৃষ্ণময়ী" বলায়, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধায় যে অভেদ এবং তিনি শ্রুতি-সিদ্ধ সেই পরা-শক্তি-রূপা তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। অপিচ সেই ভগবান্ তদীয় স্বরূপ-শক্তি-সিদ্ধ বিচিত্র আনন্দময় ধামে নিজ সদৃশ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া যে সকল নিত্য লীলা করিয়া থাকেন,তাহা দেখিয়াছিলেন ইহাও পাওয়া যাইতেছে; যেহেতু ভগবান্ নিত্য-লীলাময়, তরঙ্গ-বিরহিত সমুদ্রের অনবস্থিতির ন্যায়, লীলা-পরিশূন্য শ্রীভগবানের অবস্থিতির সম্ভব হয় না, এবং তাহাতে শ্রুতিও বাধিত হইয়া যায়, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নীতি" অর্থাৎ সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন "দিব্যে পুরে হেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" অর্থাৎ আত্মা স্বরূপ ভগবান্ দ্যোতনাত্মক স্বীয় অচিন্ত্য-মহিমাময়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঋক্‌মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অয়াসঃ" অর্থাৎ যেখানে গাভী সকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহবিধিরূপ, অতএব ভগবান তদীয় নিত্যধামে নিত্য লীলায় নিত্য নিরন্তর তদীয় মধুরাদি রসাস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। যেহেতু তিনি রসময়, শ্রুতি বলেন "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" অর্থাৎ সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্য পরিকরগত নিত্য বিবিধ রসাস্বাদে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। অতএব মহর্ষি গো, গোপ ও গোপীগণ পরিবৃত অনন্ত মাধুর্য্যময় ধাম শ্রীবৃন্দাবনে সেই ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন ইহাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যেমন পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন বলিলে, চন্দ্রের কান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখা বুঝায় না, অর্থাৎ ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্রের দর্শন বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ নিত্য শক্তি, মাধুর্য্যাদি, গুণ, লীলা ও ধামের সহিত শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

অতএব ঐ শক্তি যে তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা পরাশক্তি, এবং অপরা শক্তি যে ইহা হইতে পৃথক্ তাহাও উক্ত বাক্য হইতে উপলব্ধি হইতেছে। "তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমি সকলের কারণ হইয়াও বিকারশূন্য, অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়াও নির্লিপ্ত; যেহেতু অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা চিৎশক্তির প্রভাবে মায়াকে দূরীভূত করিয়া নিরুপাধিক স্বরূপানন্দে বিরাজমান রহিয়াছ।" ইহাদ্বারা ভগবান্ যে তদীয় স্বরূপভূতা চিৎ শক্তির প্রভাবে মায়াকে পরাভূত করিয়া নিজ অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস আস্বাদন করিয়া থাকেন তাহা দেখান হইয়াছে। এই স্বরূপ শক্তি হইতে মায়ার পার্থক্য বশতঃ উহা পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, "তাঁহার অপাশ্রয়া মায়াকে দেখিলেন।" ইহাদ্বারা ঐ মায়া যে তাঁহার

স্বরূপ-শক্তি নহে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে পরাভূত হইয়া তাঁহার সমীপে নিজ আবরণ-বিক্ষেপাত্মক-প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হইয়া নিষ্প্রভ থাকে, তাহা কখনই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি নহে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে "মায়া ইঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে বিলজ্জিতা হইয়া দূরে পলায়ন করে।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্মুখ পরিত্যাগ করিয়া জীবে যাইয়া অবস্থান করে।

ভক্তির স্বরূপশক্তিতা।

অতএব যাহা হইতে সংসার ব্যসনাদি অনর্থ সকল নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং আত্মারাম মুনিগণও যে ভক্তি আচরণ করিয়া থাকেন, ঐ ভক্তি যে উক্ত মায়ার বৃত্তি বা কার্য্য নহে, উহা যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ তাহা ইহাদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। *

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে "ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান যাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞানের অবিষয়, এমন সেই ভগবানের প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তি-যোগ নিখিল অনর্থকেই নির্ম্মূল করিয়া দেয়" এইবাক্য হইতে এবং "আত্মারাম মুনিগণও যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন" অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মানন্দানুভবে বাহ্যরহিত, বিধিনিষেধাতীত, অথবা যাঁহাদের সংসার-বন্ধনের বীজ-ভূত অহঙ্কার-বন্ধন বিদূরীত হইয়াছে, এমন মুনিগণও যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।" এখানে প্রথমতঃ ভক্তিযোগদ্বারা মায়ার অভিভব, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর, এই উভয় বাক্য হইতে ভক্তি যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ইহা স্থাপিত হইতেছে। এখানে কেবলমাত্র ভক্তির স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিতা প্রতিপাদিত হইলেও তদানুসঙ্গিক অপরাপর গুণ সকলও ব্রহ্মানন্দের উপরিচরতা-নিবন্ধন, স্বরূপ-শক্তির পরম বৃত্তিতাকেই লাভ করিতেছে।

ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে পৃথক্ অদর্শনের কারণ।

এখানে বেদব্যাস তদীয় সমাধিতে পৃথক্ রূপে পরমাত্মার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার পাইলেন না, কেবল শ্রীভগবানকেই দেখিলেন কেন ? ইত্যাকার আশঙ্কাও হইতে পারে না, যেহেতু "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা," "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ" ইত্যাদি বহু বহু শাস্ত্রবাক্যে যে পরমাত্মাকে তদীয় অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত মায়াধিষ্ঠাতা পুরুষ পরমাত্মা তাঁহারই অংশ, এবং ব্রহ্ম তাঁহারই নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব।†

সুতরাং পূর্ণপুরুষ বলায় পূর্ত্তিধর্ম্মানুসারে তদীয় অংশ, কলা, ও জ্যোতিরূপ ব্রহ্ম উহাতেই অন্তর্ভূত হইয়াছেন। এজন্য উহাদের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া উহা হইতে বিপরীত ধর্ম্মবতী, ভগবদ্দর্শনে মায়ার দর্শন সম্ভব হইতে পারে না এজন্য পরে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত অচিন্ত্য-প্রভাব শ্রীভগবানই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধি-তত্ত্ব তাহাও নির্দ্ধারিত হইল ॥ ৩১ ॥

অথ প্রাক্প্রতিপাদিতস্যৈবাভিধেয়স্য প্রয়োজনস্য চ স্থাপকং জীবস্য স্বরূপত এব পরমেশ্বরা-দ্বৈলক্ষণ্যমপশ্যদিত্যাহ, যয়েতি। যয়া মায়য়া সম্মোহিতো জীবঃ স্বয়ং চিদ্রূপত্বেন ত্রিগুণাত্ম-কাজ্জড়াৎ পরোঽপ্যাত্মানং ত্রিগুণাত্মকং জড়ং দেহাদিসঙ্ঘাতং মনুতে, তন্মননকৃতমনর্থং সংসার-ব্যসনঞ্চাভিপদ্যতে। তদেবং জীবস্য চিদ্রূপত্বেঽপি, "যয়া সম্মোহিতঃ" ইতি "মনুতে" ইতি চ স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বং ব্যনক্তি, প্রকাশৈকরূপস্য তেজসঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ,

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ।

---

* অনুবন্ধ-নির্ণয় ১৬ পৃষ্ঠা।

† অনুবন্ধ-নির্ণয় ৮ পৃষ্ঠা।

তদেবং উপাধেরেব জীবত্বং, তন্নাশস্যৈব মোক্ষত্বমিতি মতান্তরং পরিহৃতবান্। অত্র যয়া সম্মোহিত ইত্যনেন তস্যা এব তত্র কর্ত্তৃত্বং, ভগবতস্তত্রোদাসীনত্বং মতম্। বক্ষ্যতে চ ঃ—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" ইতি।

অত্র বিলজ্জমানয়েত্যনেনেদমায়াতি ঃ—তস্যা জীবসম্মোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি ঃ—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য" ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাবেশঞ্চ করোতি ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাভূষণ।

জীবো যেনেশ্বরং ভজেৎ ভক্ত্যা চ তস্মিন্ প্রেমাণং বিন্দেত্ততো মায়য়া বিমুক্তঃ স্যাত্তমীশ্বরাজ্জীবস্য বাস্তবং ভেদমপশ্যদিতি-ব্যাচষ্টে, অথ প্রাগিত্যাদিনা। জীবস্যেতি। বৈলক্ষণ্যমিতি। সেবকত্বসেব্যত্বাণুত্ববিভুত্বরূপনিত্যধর্ম্মহেতুকং ভেদমিত্যর্থঃ। নমু "চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইত্যাদৌ চিদ্ধাতুত্বশ্রবণাৎ, ন তস্য ধর্ম্মভূতং নিত্যং জ্ঞানমস্তি, যেন মোহমননে বর্ণনীয়ে; তস্মাৎ "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" ইত্যাদিবাক্যাৎ সত্ত্বে যা চেতনস্য ছায়া, তদেব সত্ত্বোপহিতস্য তস্য জ্ঞানং, যেন মোহমননে ব্যাসেন দৃষ্টে স্যাতামিতি চেত্তত্রাহ, তদেবমিত্যাদিনা। ছায়াভাবাচ্চ ন তৎকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ। নমু স্বরূপ ভূতং জ্ঞানং কথমিতি চেত্তত্রাহ, প্রকাশৈকেতি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে ভাবিতমেতদ্দ্রষ্টব্যম্। তৃতীয়সন্দর্ভে বিস্তরীষ্যাম এতৎ। তদেবমুপাধেরিতি। অন্তঃকরণং জীবোঽন্তঃকরণনাশো জীবস্য মোক্ষ ইতি শঙ্করমতং দূষিতম্। তথা সতি পরোঽপীত্যাদি-ব্যাকোপাদিতি ভাবঃ। অত্রেতি। তত্র জীবমোহনে কর্ম্মণি। তস্যা মায়ায়াঃ। বিলজ্জেতি ব্রহ্মবাক্যং। অমুয়া মায়য়া। অসহমানেতি। দাস্যা উচিতমেতৎ কর্ম্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখীকরোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধত্তে, ঘটেনাবৃতং দীপং যথা তম আবৃণোতীতি॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অনন্তর জীব যে ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া তদীয় প্রেমলাভ করতঃ মায়া হইতে বিমুক্ত হইবে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার সমাধিতে, সেই পূর্ব্বপ্রতিপাদিত অভিধেয় ও প্রয়োজনের স্থাপক, পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ জীব-সেবক, পরমেশ্বর-সেব্য, জীব অণু, পরমেশ্বর-বিভু, ইত্যাদি নিত্য যে ধর্ম্মগত পার্থক্য দেখিয়াছিলেন, তাহা উক্ত হইতেছে।

পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য।

এখানে কাহারও এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বেদব্যাস শ্রীভগবানের গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদি বর্ণন করিতে যাইয়া সমাধিতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন ইহা সমীচীন, কিন্তু জীব বা মায়াকে দর্শন করিবার কারণ কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, যে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—কলি-মল-দুষ্ট-জীবের অজ্ঞাননাশ করিয়া, তাহাকে তাহার নিজের স্বরূপের উপলব্ধি করান ইত্যাদি। অতএব ঐ বস্তু জানিতে হইলে, অর্থাৎ যেমন রোগীর চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগ-নির্ণয় আবশ্যক, অন্যথা চিকিৎসা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ এখানেও রোগীরূপ জীব, ও ব্যাধিরূপ মায়ার দর্শন আবশ্যক হওয়ায়, তিনি জীব ও জীব-সম্মোহন-কারিণী মায়াকে দেখিয়াছিলেন, উহা "যয়া সম্মোহিতঃ" এই শ্লোকে উক্ত হইতেছে।

"জীব স্বয়ং চিৎস্বরূপ পদার্থ, ত্রিগুণাত্মক জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়াও, যে মায়ায় মোহিত হইয়া

আপনাকে ত্রিগুণাত্মক-জড় অর্থাৎ দেহাদি সঙ্ঘাত-রূপ জড় বলিয়া মনে করে, এবং পুনঃ পুনঃ ঐ মননজন্য সংসার-ব্যসনাদিরূপ অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" জীবের এই অনাদি সংসার বাসনার একমাত্র কারণই মায়া। এ স্থলে মায়াবাদ অবলম্বনে যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে "চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতিবাক্য হইতে চিন্মাত্র জীব যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া বিজ্ঞান-যজ্ঞের বিস্তার করিতেছেন, ইহাতে যাহার চিৎ ধাতুত্বের কথাই শ্রুত হইতেছে, তাহার ধর্ম্মভূত নিত্য জ্ঞানই নাই, যাহাতে করিয়া উহার মোহ-মনন সম্ভাবিত হইতে পারে? সুতরাং "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সত্ত্বে চেতনের যে প্রতিবিম্ব, উহাই সত্ত্বোপহিত জীবের জ্ঞান, এবং এইরূপ জ্ঞান দ্বারাই জীবের মোহ-মনন বেদব্যাস কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। ইত্যাকার কল্পিত বাদ নিরাস পূর্ব্বক বলিতেছেন :—জীব চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও যে স্বরূপভূত জ্ঞানশালী তাহা "যয়া সম্মোহিতঃ" এবং "মনুতে" এই দুইটী বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মভূত নিত্য জ্ঞানাদি জীবে স্বতঃ বর্ত্তমান ইহা প্রকাশ করিতেছে। তেজ প্রকাশ স্বরূপ হইলেও, যেমন নিজের ও অপরের প্রকাশিকা শক্তিকে ধারণ করে, এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদ্রূপ জীব জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানধর্ম্মী।

ব্রহ্মসূত্রের—"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" (৩ অ, ২ পা, ২৯)

এই সূত্রে ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। রামানুজ ভাষ্য বলেন—"অতো যথা তেজস্তেন প্রভাতদাশ্রয়য়োর্ভিন্নয়োরপি তাদাত্ম্যম্"—অর্থাৎ প্রভা ও তদাশ্রয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যেমন তাদাত্ম্য প্রতীতি হয় তদ্রূপ।

গোবিন্দ ভাষ্য বলেন—"ব্রহ্মণস্তেজস্ত্বাচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তস্য নির্ণয়ঃ স্যাৎ। প্রকাশাত্মা-রবির্যথা প্রকাশাশ্রয়ো ভবত্যেবম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ "ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ হইলেও চৈতন্যাশ্রয়। যেমন প্রকাশাত্মা রবিকে প্রকাশাশ্রয় বলা হয়।" এবং "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইত্যাদি শ্রুতিও জীবকে চেতনধর্ম্মী বলিয়াছেন। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে "অবিদ্যা-রূপ-অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলে জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" অতএব উপাধির জীবত্ব এবং উপাধি-নাশই মুক্তি, অর্থাৎ শঙ্করমতে যে অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে জীব, এবং ঐ অন্তঃকরণের নাশে জীবের মুক্তি ইত্যাদি উক্ত হইয়া থাকে, উহা পরিহৃত হইয়াছে।

এখানে মায়া কর্ত্তৃক মোহিত এইকথা বলায় জীবের উপর মায়ার কর্ত্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের ঔদাসীন্য স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। শাস্ত্র বলেন—"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ" অর্থাৎ "মায়া যাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন তিনিই ঈশ্বর, এবং নিরন্তর যিনি মায়া কর্ত্তৃক পেশিত হইতেছেন তিনিই জীব।" অতএব জীবের উপর মায়ার কর্ত্তৃত্ব যে স্বতঃ বর্ত্তমান তাহা সিদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মার বাক্যেও দেখা যায় "ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থানে বিলজ্জিতা এই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অজ্ঞানী জীব সকল আমি ও আমার বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে।" এখানে মায়াকে বিলজ্জিতা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, "মায়ার জীবসম্মোহন কার্য্য শ্রীভগবানের প্রীতিকর নহে, সেই কারণ ঐ কপটাচারিণী মায়া নিজকৃত জীব-সম্মোহন-কাপট্য জানিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতে বিশেষ লজ্জিতা হইয়া তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করে, ও পরমেশ্বরে বিমুখ জীবগণকে দেহাদির অভিনিবেশ দ্বারা স্বরূপের আবরণে স্মৃতিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া সংসারদুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে।" অর্থাৎ অনাদিকাল যাবৎ শ্রীভগবানে বহির্ম্মুখ জীবগণ যখন অজ্ঞানাবৃতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন উহাদিগকে পিহিত করা দাসীরূপা মায়ার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজ্বলিত দীপকে যদ্রূপ কোন পাত্রের দ্বারা আবৃত করিলে পুনশ্চ

অন্ধকার তাহাকে আবৃত করে, তদ্রূপ ভগবদ্বহির্মুখতা দ্বারা আবৃত জীবকে মায়া আবৃত করিয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস যবে ভুলি গেলা
মায়া পিশাচী তার গলায় বেড়িলা॥"

অতএব জীবের ভগবদ্বহির্মুখতাই মায়ামোহিত হইবার কারণ॥ ৩২॥

শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি ঃ—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা ৭।১৪)
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি" (ভা ৩।২৫।২২)

ইতি। লীলয়া শ্রীমদ্ব্যাসরূপেণ তু বিশিষ্টতয়া তদুপদিষ্টবানিত্যনন্তরমেবায়াস্যতি, অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতি। তস্মাদ্দ্বয়োরপি তত্তৎ সমঞ্জসং জ্ঞেয়ম্। ননু মায়া খলু শক্তিঃ, শক্তিশ্চ কার্য্যক্ষমত্বং, তচ্চ ধর্ম্মবিশেষঃ, তস্যাঃ কথং লজ্জাদিকং? উচ্যতে ঃ—এবং সত্যপি ভগবতি তাসাং শক্তীনামধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ শ্রূয়ন্তে, যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্রমায়য়োঃ সংবাদঃ। তদাস্তাং প্রস্তুতং প্রস্তূয়তে॥৩৩॥

বিদ্যাভূষণ।

নন্বীশ্বরঃ কথং তন্মোহনং সহতে তত্রাহ, ভগবাংশ্চেতি। তর্হি কৃপালুতাক্ষতিস্তত্রাহ, তথেতি। তদ্ভয়েনাপীতি। মায়াতো যজ্জীবানাং ভয়ং তেনাপি হেতুনেত্যর্থঃ। ততশ্চ ন তৎ ক্ষতিরিত্যর্থঃ। দৈবীতি। প্রপত্তিশ্চেয়ং সৎপ্রসঙ্গহেতুকৈব তদুপদিষ্টা, যয়া সাম্মুখ্যং স্যাৎ, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেনেত্যাদি তদ্বাক্যাৎ, সতাং প্রসঙ্গাদিত্যাদ্যগ্রিমবাক্যাচ্চ। লীলয়েতি। লীলাবতারেণ। বিশিষ্টতয়েতি। আচার্য্যরূপেনেত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। দ্বয়োর্মায়াভগবতোরপি। তত্তদিতি। মোহনং সাম্মুখ্যবাঞ্ছাচেত্যর্থঃ। ননু মায়ায়া মোহনলজ্জনকর্তৃত্বমুক্তং, তৎ কথং জড়ায়াস্তস্যাঃ সম্ভবেদিতি শঙ্কতে, ননু মায়েতি। ধর্ম্মবিশেষ উৎসাহাদিবদিত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তয়তি, উচ্যত ইতি অধিষ্ঠাতৃদেব্য ইতি। বিন্ধ্যাদিগিরীণাং যথাধিষ্ঠাতৃমূর্ত্তয়স্তদ্বৎ। কেনেতি। তস্যাং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে" ইত্যাদিবাক্যমস্তি। তত্রাগ্নিবায়ুমঘোনঃ সগর্ব্বান্ বীক্ষ্য তদ্গর্ব্বমপনেতুং পরমাত্মাবিরভূৎ। তমজানন্তস্তে জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ। তেষাং বীর্য্যং পরীক্ষমাণঃ স তৃণং নিদধৌ। সর্ব্বং দহেয়মিত্যগ্নিঃ, সর্ব্বমাদদীয়েতি বায়ুশ্চ, ব্রুবংস্তন্নির্দগ্ধুমাদাতুঞ্চ নাশকম্। জ্ঞাতুং প্রবৃত্তান্মঘোনস্তু স তিরোধত্ত। তদাকাশে মঘবা হৈমবতীমুমামাজগাম, কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ। সা চ ব্রহ্মৈতদিত্যুবাচেতি নিষ্কৃষ্টম্॥ ৩৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

যদি বল শ্রীভগবান জীবের এই প্রকার মোহন কেন সহ্য করেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে, শ্রীভগবান অনাদি কাল হইতে কর্ত্তব্যপরায়ণা এই প্রপঞ্চাধিকারিণী মায়ার প্রতি দাক্ষিণ্য লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন না, যেহেতু মায়া তাঁহার কার্য্যকারিণী সেবিকোপমা। অথচ জীবের প্রতিও তাঁহার করুণা অশেষ, জীব যাহাতে মায়া-প্রপীড়িত না হয়, জীবের মায়া হইতে সর্ব্বদা যে ভয়ানক ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, নিজ সম্মুখে অবস্থান জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ;—"আমার এই

দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া হইলেও, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়া থাকে।" অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর তর্কাতীত বিচিত্র-অনন্ত-বিশ্বের-স্রষ্টা ভগবানের এই অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা বিচিত্র-বিশ্বসৃষ্টির-উপকারিকা মায়া, সত্ত্বাদি-গুণ-ত্রয়াত্মিকা, অথবা ত্রিগুণাত্মিকা-রজ্জুবৎ অতীবদৃঢ়া সুতরাং দুশ্ছেদ্যা হইলেও, জীব যদি তাদৃশ কোন সৎপ্রসঙ্গক্রমে, সর্ব্বেশ্বর মায়া-নিয়ন্তা শরণাগতের আর্ত্তি-প্রনাশন বাৎসল্য-বারিধিস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে জীবের আর ভয়ের সম্ভব থাকে না,জীব অনায়াসে এই দুস্তর সাগরোপম মায়াকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব জীবের প্রতি ভগবানের কৃপার যে সীমা নাই, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, এই আশ্রয়-গ্রহণের ক্রমও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যাদি প্রকাশক কথা হয়, ঐ কথাশ্রবণ হইতে আশু অবিদ্যা-নিবৃত্তির-বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।" অর্থাৎ প্রথমতঃ সাধুসঙ্গে ভগবানের পতিতোদ্ধারাদি বিচিত্র-চরিত্র-শ্রবণ-জনিত দৃঢ় শ্রদ্ধা, অনন্তর প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে হৃদয় ও কর্ণের সুখ-প্রদায়ক ভগবানের লীলাদি-মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ শ্রবণাঙ্গ-সাধনভক্তি হইতে রতি, অনন্তর ঐ কথা শ্রবণ-জনিত প্রীতি, ঐ ভগবৎ প্রীতি হইতে অপবর্গের পথস্বরূপ শ্রীভগবানে আসক্তি, অনন্তর ভাব-ভক্তি, তদনন্তর প্রেমলাভ হইয়া থাকে। এই ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্রের উক্তি যথা :—

জীবের প্রতি ভগবানের কৃপা।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

"প্রথম শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, পরে ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, পরে রুচি, পরে আসক্তি অনন্তর ভাব, পরিশেষে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাধকগণের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম জানিবে।"

জীবের প্রতি করুণা-বশে তিনি শ্রীবেদব্যাসরূপ-নিজ-লীলাবতার প্রকটন করিয়া আচার্য্যরূপে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে অবতার-লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥" (লঘুভা, অ, ২)

ইহার টীকায় পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রয়োজনমাহ, বিশ্বেতি। বিশ্বরূপং বিশ্বেস্মিন্ বা যৎ কার্য্যং—প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিস্তরণং; বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত স্বয়ং রূপাদি অবতারের বহুবিভাগ সত্ত্বেও সাধারণ বিশ্ব-কার্য্যের নিমিত্ত যে কোন প্রকারে প্রাপঞ্চিক জগতে যে আবির্ভাব উহাকে অবতার বলা হয়। তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে এই বিশ্বে যে কার্য্য—প্রকৃতির ক্ষোভ, মহদাদির উৎপত্তি, দুষ্টবিমর্দ্দনে দেবাদির আনন্দবর্দ্ধন, সাক্ষাৎকার-লাভে সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণকে দর্শন প্রদানে প্রেমানন্দ-বিতরণ, ও বিশুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার। অবতারের ইহাই সাধারণ প্রয়োজন। উক্ত অবতার সকল পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার রূপে ত্রিবিধ :—

"পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা।" (লঘুভা, অ, ৩)

বেদব্যাস তাঁহারই লীলাবতার—

"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" (লঘুভা, লীঅ, ২৩)

গীতায় ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন "দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং" অতএব ভগবান বেদব্যাসরূপে বিশুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরে বিবৃত হইবে। অতএব মায়া ও জীব এতদুভয়ের প্রতি শ্রীভগবানের যে সমান ভাব, অর্থাৎ মায়াও যদ্রূপ জীব-সম্মোহনে ব্যস্ত, শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ সর্ব্বদা জীবকে নিজ-সাম্মুখ্যপ্রদানে উৎসুক, ইহা প্রকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, মায়া অর্থাৎ শক্তি, উহা কার্য্যক্ষমতাবিশেষ, অতএব উহা ধর্ম্ম-বিশেষ মাত্র, তাহার আবার লজ্জা ও মোহনাদি কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইত্যাকার আশঙ্কাও হইতে পারে না, যেহেতু মায়া শক্তি হইলেও উহার অধিষ্ঠাত্রীদেবী আছেন। কেনোপনিষদে মহেন্দ্র-মায়ার সংবাদে ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে :—"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে—অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নে তদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়-মাজগাম, বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। (কেন, উ, ৩।১—৪।১) অর্থাৎ কোন সময়ে দেবতারা অসুরগণকে পরাজয় করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইলে, তাহাদিগের ঐ গর্ব্বাপনয়ন-মানসে পরমাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অজ্ঞানী দেবগণ তাঁহার পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের বীর্য্য-পরীক্ষা মানসে একটি তৃণ নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি ঐ তৃণকে দগ্ধ করিতে এবং বায়ু ঐ তৃণকে গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পরমাত্মা ইন্দ্রকে নিজরূপ দেখাইয়া তিরোহিত হইলেন, দেবরাজ ইন্দ্র বিমূঢ় হইয়া এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে তথায় স্ত্রীরূপা বিদ্যা হৈমবতী প্রাদুর্ভূতা হইলে, পুনশ্চ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তদুত্তরে বলিলেন "উঁনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি। অতএব ঐ শক্তিসমুদায়ের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন তদ্বিষয়ে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক্ষণে গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

তত্র জীবস্য তাদৃশচিদ্রূপত্যেঽপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যং, "তদপাশ্রয়ামিতি, যয়া সম্মোহিত" ইতি চ, দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

বিদ্যাভূষণ।

তত্র জীবস্যেতি। মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিতীশ্বরস্য মায়ানিয়ন্তৃত্বং যয়া সম্মোহিতো জীব ইতি জীবস্য মায়ানিয়ম্যত্বঞ্চ। তেন স্বরূপত ঈশাজ্জীবস্য ভেদপর্য্যায়ঃ বৈলক্ষণ্যং দৃষ্টবানিতি প্রস্ফুটম্। অপশ্যদিত্যনেন কালোঽপ্যানীতঃ। তদেবমীশ্বরজীবমায়া-কালাখ্যানি চত্বারি তত্ত্বানি সমাধৌ শ্রীব্যাসেন দৃষ্টানি। তানি নিত্যান্যেব। "অথাহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল" ইত্যেবং ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ। "নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামানিতি" কাঠকাৎ। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্য" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রাচ্চ। "অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্ব-জিষ্ণবে॥ প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে স্বর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥ অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং॥ অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ! বিদ্যতে।

অব্যুচ্ছিন্নাস্তত্ত্বে তে সর্গস্থিত্যন্তসংযমা ইতি শ্রীবৈষ্ণবাচ্চ। তেম্বীশ্বরঃ শক্তিমান্ স্বতন্ত্রঃ, জীবাদয়স্তু তচ্ছক্তয়োঽস্বতন্ত্রাঃ। "বিষ্ণু-শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" ইতি শ্রীবৈষ্ণবাৎ। "স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি" ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ। তত্র বিভুবিজ্ঞানমীশ্বরঃ, অণুবিজ্ঞানং জীবঃ। উভয়ং নিত্যজ্ঞানগুণকম্। সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়ং দ্রব্যং মায়া। গুণত্রয়শূন্যং ভূতবর্ত্তমানাদিব্যবহারকারণং জড়ং দ্রব্যং তু কালঃ। কর্ম্মাপ্যনাদিবিনাশি চাস্তি; "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ইতি সূত্রাদিতি বস্তুস্থিতিঃ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধা বেদিতব্যা ॥৩৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

জীব তাদৃশ চিৎস্বরূপ হইলেও, "তদপাশ্রয়াং" ও "যয়াসম্মোহিত" এই উভয় শ্লোক দ্বারা পরমেশ্বর হইতে উহার বিশেষ পার্থক্য অবধারিত হইয়াছে। যেহেতু তদপাশ্রয়া—মায়ার বিশেষণ হওয়ায়, মায়া যে ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতা, এবং ঈশ্বর মায়ার বশীভূত নহেন, তিনি যে মায়ারও নিয়ন্তা, ইহা স্পষ্টই দেখান হইয়াছে। এবং "যাহার দ্বারা জীব সম্মোহিত" এইরূপ উক্ত হওয়ায় জীব যে মায়ার নিয়ম্য অর্থাৎ জীবের উপর মায়ার যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অতএব মহর্ষি সমাধিতে স্বরূপতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বারা জীবেশ্বরের নিত্যবিভেদ দর্শন করিয়া ছিলেন তাহা প্রস্ফুট হইয়াছে।

এবং "অপশ্যৎ" এই অতীত কালীন ক্রিয়া দ্বারা, কালও আসিয়া পড়িতেছে, অতএব কাল নামে এক নিত্য পদার্থের সত্ত্বার উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং মহর্ষি তদীয় সমাধিতে ঈশ্বর, জীব, মায়া, কাল ও কর্ম্মাখ্য নিত্য পদার্থ সকলের প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভাল্লবেয়-শ্রুতি বলেন "পুরুষ-প্রকৃতি, আত্মা ও কালাখ্য" সকলই নিত্য। কঠোপনিষদ্ বলেন "বহুনিত্য পদার্থের মধ্যেও যিনি নিত্য, বহুচেতনের মধ্যেও যিনি চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর অভিলাষ পুরণ করেন" ইত্যাদি। এবং "অজা জন্মরহিতা নিত্যা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা অতএব ত্রিগুণাত্মিকা বহুপ্রজা-সৃষ্টি-কারিণী প্রকৃতি" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ মন্ত্রেও প্রকৃতির নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব মহর্ষি বেদব্যাস এবম্প্রকার বিভিন্ন-ধর্ম্মাশ্রয়-পঞ্চ-অনাদিতত্ত্ব দেখিয়াছিলেন, যথা :—(১) নিত্য বিভুচৈতন্য ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা, তিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ-শক্তিমান্, তিনি প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবেশ ও তন্নিয়মন দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জীবের কর্ম্মানুসারে সংসারাদি ভোগ ও মুক্তিবিধান করিয়া থাকেন, তিনি এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ-গুণী ভাবে এবং দেহ-দেহী ভাবে জ্ঞানিগণের প্রতীতির বিষয় হয়েন, অব্যক্ত হইয়াও ভক্তির দ্বারা গ্রাহ্য, একরস হইয়াও যিনি স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দাদি প্রদান করিয়া থাকেন, এবম্প্রকার ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবান। (২) জীব বহু ও নানাবস্থাপন্ন। পরমেশ্বরের প্রতি বৈমুখ্যই উহাদিগের বন্ধনের কারণ। শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য তাহাদের স্বরূপাবরণ ও গুণাবরণরূপ বন্ধদ্বয়ের মোচন করিয়া, তাহাদিগকে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করায়। এবম্ভূত নিত্য অনুবিজ্ঞান স্বরূপ সসীম-জ্ঞানশালী জীব। (৩) সত্ত্ব রজ, ও তমো গুণের সাম্যাবস্থা, তম বা মায়া ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিতা ভগবদীক্ষণ-প্রাপ্তি-সামর্থ্য, জন্ম-রহিতা নিত্যা, জড়-স্বরূপা বিচিত্র-জগৎসৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি। (৪) অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের এবং যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি শব্দের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান প্রলয় ও স্বর্গের নিমিত্তভূত নিত্য অথচ জড়-দ্রব্য কাল। (৫) অদৃষ্টাদি শব্দব্যপদিশ্য অনাদি অথচ বিনশ্বর জড়স্বরূপ-কর্ম্ম। সুতরাং এই পাঁচটি তত্ত্ব যে অনাদি তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে।

পঞ্চ অনাদিতত্ত্ব।

উক্ত কর্ম্মের অনাদিত্ব বেদান্তের "নকর্ম্মাবিভাগাৎ ইতিচেন্নানাদিত্বাৎ" (২ অ, ১পা, ৩৫) এইসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম কর্ম্মাপেক্ষঞ্চ শরীরাদি বিভাগ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য।"—

অর্থাৎ "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু ছিলেন, কেন না তৎকালে অবিভাগেরই অবধারণ ছিল, যেহেতু ঐ সময় কর্ম্মই ছিল না, যাহা হইতে বিষম সৃষ্টির সম্ভাবনা হইবে। কারণ সৃষ্টির উত্তর কালে শরীরাদি-বিভাগের অপেক্ষা-ভূত-কর্ম্ম ও কর্ম্মাপেক্ষ-শরীরাদিবিভাগ ইত্যাদির পরস্পরাশ্রয়তা আপতিত হয়। এজন্য বিভাগের পূর্ব্বে কর্ম্মাপেক্ষ-ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত হউন বলিতে হয়, বিভাগের পূর্ব্বে বৈচিত্রীভূত-কর্ম্মের অভাবে, আদ্যসৃষ্টিতে তুল্যতা দোষ অনির্ব্বার্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এই দোষ বিদূরিত করিবার জন্য সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করা হয়।

রামানুজভাষ্য। "প্রাক্সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি ; কুতঃ, অবিভাগ-শ্রবণাৎ, "সদেব সৌম্যেদমগ্র-আসীদিতি।" অতস্তদানীং তদভাবাৎ তৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে ; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যত ইতিচেৎ ন. অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাং চ। তদনাদিত্বেঽপ্যবিভাগ উপপদ্যতে চ ; যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হমতিসূক্ষ্মমবতিষ্ঠতে। তথাঽনভ্যুপগমোঽকৃতাভ্যাগমঃ কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ, উপলভ্যতে চ তেষাং অনাদিত্বং"—

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ নামা ছিলেন না, যেহেতু অবিভাগেরই শ্রবণ কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, হে সৌম্য! এই বিশ্ব অগ্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, অতএব তৎকালে তাঁহার অভাব বশতঃ ঐ কর্ম্মও ছিল না, কিরূপে কর্ম্মাপেক্ষ-সৃষ্টি-বৈষম্যের সম্ভব হইতে পারে ? তজ্জন্য বলা হইয়াছে "অনাদিত্বাৎ" অর্থাৎ অনাদি প্রবহমানতাই ইহার কারণ।

মাধ্বভাষ্য। "যদপেক্ষয়াসৌ ফলং দদাতি ন তৎ কর্ম্ম "এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তথা যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। "এষ উ বা সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষত" ইতি শ্রুতেঃ। কর্ম্মণোঽপি তন্নিমিত্তত্বাদিতিচেন্ন তস্যাপি পূর্ব্বকর্ম্মকারণমিত্যনাদিত্বাৎ কর্ম্মণঃ।"—

ঐ তত্ত্ব-প্রকাশিকা—"কর্ম্মাপেক্ষয়া ফলদাতৃত্বমাক্ষিপ্য সমাদধৎ সূত্রমুপন্যস্যাক্ষেপাংশং তাবদ্ব্যাচষ্টে ন কর্ম্মেতি। কর্ম্মাপেক্ষয়া ফলং দদাতীশ্বর ইতি ন যুক্তং যদপেক্ষয়া ফলং দদ্যাত্তস্যাপেক্ষস্য কর্ম্মণ এবাভাবাৎ। অস্তি চ পূর্ব্বকর্ম্মেতি চেৎ সত্যং "তস্যাপ্যেষ হ্যেবেতি" শ্রুতৌ ভগবদধীনত্বশ্রবণাৎ। স্বকৃতাপেক্ষয়া ফলদানেন বৈষম্যাদেরনিস্তারাৎ। অতো ন কর্ম্মাপেক্ষাসম্ভবতীতি ভাবঃ। উন্নিনীষতে উর্দ্ধং নেতুমিচ্ছতি পরিহারাংশং ব্যাচষ্টে নেতি। নাপেক্ষ্য কর্ম্মাভাবো বক্তব্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ সত্যাৎ। ন চ বক্তব্যং তস্যাপি ভগবন্নিমিত্তত্বেনানপেক্ষতেতি। ভবেদেতদ্ যদি পূর্ব্বতনং কর্ম্মেশ্বরেণ নিরপেক্ষেণ ক্রিয়েত নৈতদস্তি পূর্ব্বতর কর্ম্মাপেক্ষয়া তস্য কারিতত্বাৎ। তাদৃশস্য চাপেক্ষ্যতোপপত্তেঃ। ন চ পূর্ব্বতরস্যাপীশ্বরনিমিত্তত্বাদনপেক্ষতা তস্যাপি পূর্ব্বতমকর্ম্মাপেক্ষয়া কারিতত্বাৎ। ন চ মন্তব্যং যত্রৈব পর্য্যবসানং তদারভ্যদোষ ইতি। অনাদিত্বাৎ কর্ম্মপরম্পরায়া ইতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মের অপেক্ষায় ফল প্রদান করিয়া থাকেন একথা বলা যায় না, যেহেতু উক্ত কর্ম্মই যখন বিদ্যমান নাই। যদি পূর্ব্বকর্ম্মের বিদ্যমানতা স্বীকার করা যায়, তাহারও ভগবদধীনতার কথা বলা যায়। এবং এইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্ম স্বীকার করিলেও যেখানে উহার পর্য্যবসান সেই স্থলেই আরম্ভদোষ আপতিত হয়। সুতরাং অনাদি কর্ম্মপরম্পরা স্বীকার কর্ত্তব্য।

গোবিন্দভাষ্য। "ননু কর্ম্মণো বৈষম্যাদি পরিহারো ন স্যাৎ। কুতঃ কর্ম্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্‌সৃষ্টেব্র্রহ্মবিভক্তস্য কর্ম্মণোঽপ্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ ব্রহ্মবদনাদিত্বস্বীকারাৎ। পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণোত্তরোত্তরকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনাৎ ন কিঞ্চিদ্ দূষণং। স্মৃতিশ্চ পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা। অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চনেতি, কর্ম্মণোঽনাদিত্বেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন চ কর্ম্মসাপেক্ষত্বেনেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যম্। দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চেত্যাদিনা কর্ম্মাদিসত্তায়াংস্তদধীনত্ব-স্মরণাৎ। ন চ ঘট্টকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যং অনাদিজীবস্বভাবানুসারেণ হি কর্ম্ম কারয়তি স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থোঽপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে।"

কর্ম্মের-অনাদিত্ব।

অর্থাৎ কর্ম্মের অবিভাগ বশতঃ কর্ম্মের বৈষম্যতা-দোষ পরিহার হয় না, এমত বলা যায় না। "সদেব" শ্রুতি-বলে যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বিভক্ত কর্ম্মের প্রতীতি হয় না, কিন্তু কর্ম্মের ও জীবগণের অনাদিত্ব স্বীকারে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে উত্তরোত্তর-কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কোন দোষেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না। এবং অনবস্থা-দোষও বারিত হইতেছে, যেহেতু উক্ত তর্ক বীজাঙ্কুরাদির ন্যায় প্রামাণিক। "দ্রব্যং কর্ম্ম চ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে কর্ম্মাদির ঈশ্বরাধীনতা-প্রযুক্ত কর্ম্মসাপেক্ষতা-বশতঃ ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যতার হানি নাই। যেহেতু অনাদি-জীব-স্বভাবানুসারেই ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ স্বভাবের অন্যথাকরণে সমর্থ্য হইয়াও কাহারও স্বভাবের অন্যথা করেন না, অতএব বৈষম্য-দোষও পরিহৃত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধি হইতে কর্ম্মাদির যে অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যকারগণও তাহাই প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন ॥৩৪॥

যর্হ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং, তর্হ্যেব তন্মায়াবিষয়তাপন্ন-মবিদ্যাপরিভূতঞ্চেত্যযুক্তমিতি জীবেশ্বরবিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তদ্দ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেবেত্যাগতম্ ॥৩৫॥

বিদ্যাভূষণ।

যদ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম "নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি" শ্রুতিভ্যো নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাদ্বৈতং ব্রহ্ম বাস্তবম্। অথ সদসদ্বিলক্ষণত্বাদনির্ব্বচনীয়েন বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকেনাজ্ঞানেন সম্বন্ধাত্তস্মাদ্বিদ্যোপহিতমীশ্বরচৈতন্যমবিদ্যোপহিতং জীব-চৈতন্যঞ্চাভূৎ, স্বরূপজ্ঞানেন নিবৃত্তে ত্বজ্ঞানে ন তত্রেশ্বরজীবভাবঃ, কিন্তু নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়চিন্মাত্ররূপাবস্থিতির্ভবেদিত্যাহ মায়ী শঙ্করস্তত্রাহ, যর্হ্যেব যদেকমিতি বিস্ফুটার্থম্। ইত্যযুক্তমিতি। যুগপদেবাকস্মাদেবাজ্ঞানযোগাদেকস্য ভাগস্য বিদ্যাশ্রয়ত্বমন্যস্যাবিদ্যা পরাভূতিরিতি কিমপরাদ্ধং তেন ব্রহ্মণা, যেন বিবিধ বিক্ষেপক্লেশানুভবভাজনতাভূৎ। পুনরপ্যাকস্মিকা-জ্ঞানসম্বন্ধস্যাশক্যত্বাদযুক্তমিতি ন তদুক্তরীত্যা তদ্বিভাগো বাচ্যঃ, কিন্তু শ্রীব্যাসদৃষ্টরীত্যৈব সোঽস্মাভিরবগত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

একমাত্র চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম যে সময় মায়ার আশ্রয় বা নিয়ন্তৃ রূপে বিদ্যাময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন,

পুনশ্চ সেই সময়েই ঐ ব্রহ্ম মায়ার বিষয়তাপন্ন ও অবিদ্যাকর্তৃক পরিভূত ইহা বড়ই অযৌক্তিক। অর্থাৎ

জীবেশ্বরের নিত্যবিভাগ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বয়বাদ বা মায়াবাদে "একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে, তাঁহারা বলেন, কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই বস্তু, তিনিই বিদ্যমান আছেন তদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, সেই সৎ ও অসৎ হইতে বিগত-লক্ষণ-স্বরূপ ঐ ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় বিদ্যাবৃত্তি ও অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানের সম্বন্ধে, বিদ্যাকর্তৃক উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, এবং অবিদ্যাকর্তৃক উপহিত চৈতন্য জীব আখ্যায় অভিহিত হন। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, জীব বা ঈশ্বর ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, তখন পুনশ্চ নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় চিন্মাত্ররূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। মায়াবাদের যুগপৎ এই উভয়বিধ কল্পনার অর্থাৎ অকস্মাৎ অজ্ঞানের সম্বন্ধে এক ভাগের বিদ্যাশ্রয় ও অপর ভাগের অবিদ্যা-পরিভূততা, বড়ই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। সেই অদ্বয়-জ্ঞানানন্দস্বরূপ-নির্ব্বিশেষ-চিন্মামাত্র-ব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহাকে এবম্প্রকার বিবিধ বিক্ষেপ ক্লেশের অনুভব ভাজন হইতে হইল? অপিচ আকস্মিক এই অজ্ঞানের সম্বন্ধই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়-বস্তু বলা হইয়াছে,

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বখণ্ডন।

বিশেষতঃ উক্ত অদ্বিতীয় শব্দে সজাতীয়[১], বিজাতীয়[২] ও স্বগতভেদ[৩] পরিশূন্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে, অতএব তাদৃশ ব্রহ্মের জগদ্ব্যাপার কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি মায়াঙ্গীকারই এই জগদ্ব্যাপারের কারণ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্ম, তাৎকালিক মায়ার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে অবগত কি না? যদ্যপি মায়ার অবস্থিতির বিষয় তিনি জানিতেন, একথা বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানশালিত্ব ধর্ম্ম আপতিত হয়।

তিনি জানিতেন না, যদি এ কথা বলা হয়, তাহা হইলে না জানিয়া কিরূপে উহার অঙ্গীকারের সম্ভাবনা হইতে পারে। অথবা যদি কোন এক শক্তিবলে মায়াঙ্গীকারের অনন্তর ব্রহ্ম গৃহীত হইয়া থাকেন এরূপ বলা হয়, তাহা হইলেও তৎপূর্ব্বে শক্তির অভ্যুপগমে নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইয়া পড়ে। কারণ তৎকালে ব্রহ্মকে কি বলা হইবে, তিনি মায়া হইতে বিলক্ষণ? অথবা মায়াত্মক? যদি মায়া হইতে বিভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে পরিচ্ছিন্নতা-দোষ আপতিত হয় এবং উহাতে অনন্তত্বের ক্ষতি হওয়ায়, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি এবং লক্ষণবাক্যও নিরর্থক হইয়া যায়। যেহেতু স্বজাতীয়াদিভেদপরিশূন্যের জন্যই লক্ষণ করা হইয়াছে।

যদ্যপি শিষ্যোপদেশের নিমিত্ত অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায়ের স্বীকার করা হইয়াছে বলা হয়, তাহারও সম্ভব হয় না। যেহেতু বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলা হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ

অধ্যারোপ স্বীকারে দোষ।

অদ্বয়-ব্রহ্মই বস্তু, তদ্ব্যতিরেকে অজ্ঞানাদি সকল জড় পদার্থই অবস্তু, এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে অবস্তুভূত-অজ্ঞানাদি জড় পদার্থের আগমন কোথা হইতে হইল? অজ্ঞানাদি জড় পদার্থকে আনিতে হইলে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞানের সত্তা স্বীকারে,

---

১। নিজে যেমন চিৎস্বরূপ, তদ্রূপ কোন পদার্থের সহিত যাঁহার ভেদ নাই।

২। নিজের-বিজাতীয় জড় বা অচেতন গত কোন ভেদ নাই।

৩। নিজের আত্মগত কোন ভেদ অর্থাৎ অবয়ব অবয়বী, অথবা জ্ঞানস্বরূপ হইয়া জ্ঞাতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়া চেতয়িতা ইত্যাদি।

দ্বৈততা দোষ অনির্ব্বার্য্য হইয়া পড়ে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি স্বীকার করিয়া অধ্যারোপ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অজ্ঞান নিজ আবরণ-শক্তির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিলে, বিক্ষেপ-শক্তি নিজ সামর্থ্যে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অবস্তুভূত জড়াদি প্রপঞ্চকে দেখাইয়া থাকে,তাহারও সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টান্তে যদ্রূপ অন্ধকারে পতিত রজ্জুখণ্ডকে দেখিয়া দ্রষ্টার সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার কারণ অন্ধকার-রূপ আবরণ-শক্তি রজ্জুর স্বরূপকে আবৃত করে, এবং বিক্ষেপ-শক্তি পূর্ব্বানুভূত সর্পকে রজ্জুর পরিবর্ত্তে দ্রষ্টার সম্মুখে আনয়ন করে। দ্রষ্টার এই যে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ইহা সকল দ্রষ্টার সম্ভব হয় না, যে ব্যক্তির সর্প বলিয়া কখন কোন পদার্থের অনুভব নাই, তাহার সম্মুখে পতিত রজ্জু-স্বরূপের অনুপলব্ধি হইলেও সর্পজ্ঞান কোন প্রকারেই আসিতে পারে না। যেহেতু আংশিকসাদৃশ্য দেখিয়া উপমান-প্রমাণ দ্বারা সর্পজ্ঞান বলিতে হইবে, উপমানে পূর্ব্বানুভব কারণ। তদ্রূপ এখানে ব্রহ্ম আবরণ-শক্তি দ্বারা আবৃত হইলেও, বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা জড়-জগৎপ্রপঞ্চের আগমন সম্ভব হয় না। যেহেতু জড়-জগৎপ্রপঞ্চই যখন নাই, তখন ব্রহ্মে মিথ্যাভূত জড়-জগৎপ্রপঞ্চের ভ্রম কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যেহেতু জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা ও জীবকে উপাধি বলা হইয়াছে। সুতরাং অধ্যারোপ-ন্যায়ে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের ভ্রম সম্ভব হইতে পারে না।

উক্ত মায়াবাদে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্বীকারে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকারে, জগৎ যখন মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন শিষ্য, আচার্য্য, ও আচার্য্যোপদিষ্ট জ্ঞানেরও মিথ্যাত্ব অবশ্যম্ভাবী।

জগৎ মিথ্যাস্বীকারে দোষ।

শিষ্যোপদেশের নিমিত্ত যদি এই মিথ্যাত্বের কল্পনা স্বীকার করা হয়, তাহারও সম্ভব হয় না, যেহেতু কল্পিত আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানের দ্বারা, কল্পিত শিষ্যের কোনরূপ অর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যদি অপর তাবৎ বস্তুই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি জন্য শ্রবণাদিবিষয়ে প্রযত্নও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ রজত ভ্রমের উৎপাদক শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান, ঐ শুক্তিকোপাদান-ভূত রজতে যদি রজতোপাদান লাভের প্রযত্ন হয়, উহা যেমন কস্মিন্ কালেও রজত স্বরূপের প্রদানে সক্ষম হয় না, বরং অবিদ্যা-জনিত কার্য্যবশতঃ মিথ্যাই হইয়া থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-কল্পিত-আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-জনিত-জ্ঞান সংসারবন্ধনের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, যেহেতু অবিদ্যাকল্পিত বাক্যই উহার হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অতএব অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপহিত-চৈতন্য-জীব, ও বিদ্যা কর্ত্তৃক উপহিত-চৈতন্য-ঈশ্বর, ইত্যাকার জীবেশ্বরের বিভাগ সম্পূর্ণই অযৌক্তিক, কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিদৃষ্ট জীব ও ঈশ্বরের নিত্য বিভাগই স্বীকরণীয়। তাহাতে শ্রুত্যর্থেরও কোনরূপ বাধ দৃষ্ট হয় না, বরং অনুকূলতাই হইয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারেন যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, যেহেতু শ্রুতির কোন স্থলে সগুণ, কোন স্থলে নির্গুণ উভয়বিধ ভেদই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদুত্তরে বক্তব্য—বেদের ঐ সগুণ; নির্গুণ উভয়

সগুণ-ব্রহ্মেই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

বাক্যই সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, কারণ এক ব্রহ্মে দ্বিবিধ ভেদের সম্ভব হয় না। যেমন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যজ্ঞানময়ং তপঃ য আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যতঃ সকল জানেন এবং বিশেষ প্রকারেও যিনি সকল বিষয় জানেন, যাঁহার কার্য্যাদি জ্ঞানময়, যিনি পাপাদিপরিশূন্য জরা ও মৃত্যুরহিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সগুণত্বের প্রতিপাদক। "একোদেবঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ

সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অর্থাৎ অদ্বিতীয়-চিন্ময়-ব্রহ্ম যিনি গূঢ়ভাবে সকল ভূতে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী, ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয় সাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নির্গুণব্রহ্মের প্রতিপাদক। আপাততঃ বেদে উক্ত সগুণ নির্গুণ উভয়বিধ বাক্য দেখিয়া, পূর্ব্বপক্ষী মায়াবাদীরা বলেন :—

"অত্র সগুণবাক্যানাং ন গুণবিধানে তাৎপর্য্যং তদনুবাদমাত্রেণৈব চরিতার্থ্যাৎ নির্গুণবাক্যা-বিরোধায় তদেকার্থতয়া যুক্তেশ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বৈর্বেদৈর্নির্গুণমেব লক্ষ্যং ন তু সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুরেব তেষামর্থ ইতি।"

অর্থাৎ এখানে সগুণবাক্যের গুণবিধানে তাৎপর্য্য নহে, কেবলমাত্র গুণের অনুবাদেই তাৎপর্য্য, লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে, পাপরাহিত্যাদি গুণ প্রদর্শন করিয়া যদ্রূপ লোকসকলকে পাপাদিপরিশূন্য পুরুষে অনুরাগযুক্ত করা হয়, তদ্রূপ নির্গুণ-ব্রহ্মেও ঐ সকল গুণের প্রদর্শন দ্বারা লোক সকলকে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মকে তাদৃশগুণযুক্তরূপে বর্ণন করাই সগুণ বাক্যসকলের উদ্দেশ্য। উক্ত সগুণ বাক্যসকল যদি নির্গুণ বাক্যসকলের সহিত একার্থ না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ সম্ঘটিত হয়, সুতরাং উহাদের একার্থ স্বীকার করাই যুক্তি। অতএব "নির্গুণ ব্রহ্মই সকল বেদের লক্ষ্য, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু বেদের প্রতিপাদ্য নহেন।" পূর্ব্বপক্ষীর এই যুক্তি অতীব অসঙ্গত। কারণ উঁহারা গুণবিধানকে অনুবাদ বলিয়াছেন, কিন্তু যাহা পূর্ব্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার পশ্চাৎ কথনের নামই অনুবাদ, শ্রুতি-প্রতিপাদিত সগুণ-বাক্যের অন্তর্গত গুণসকল প্রমাণান্তর হইতে প্রাপ্ত নহে, অতএব উঁহাদের অনুবাদেরও সম্ভব হয় না। পুণ্যশালী দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতিতে দৃষ্ট গুণ সকলই যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু ঐ সকল গুণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত নহে। বিশেষতঃ বেদে ঐ সকল গুণ নিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, বেদ কখন কল্পিত গুণের প্রতিপাদক হইতে পারেন না, "পরাস্য শক্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে "স্বাভাবিকী" শব্দ প্রযুক্ত থাকায় বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাঁহার শক্তিও যে স্বাভাবিক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে; এই নিমিত্ত বেদে দহর-বাক্যে "ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণাষ্টক মুমুক্ষু-কর্ত্তৃক অন্বেষণীয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে যদি গুণসকল কল্পিত হইত, তাহা হইলে উহা কখনই মুমুক্ষু-মৃগ্য হইত না। এবং বেদান্তসূত্রের দহরাধিকরণে "দহর উত্তরেভ্যঃ," (বেসূ, ১।৩।১৩) ইত্যাদি কএকটী সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশ-স্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, হৃদয়পুণ্ডরীক মধ্যবর্ত্তী দহরাকাশ, মহাভূতবিশেষ? অথবা প্রত্যগাত্মা? কিম্বা পরমাত্মা? যদিও আকাশ শব্দের ভূতাকাশে ও ব্রহ্মে উভয়ত্রই প্রসিদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু ভূতাকাশেই আকাশ শব্দের প্রকৃষ্ট-প্রসিদ্ধি। "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং" এই শব্দে অন্তরের আধাররূপে যাঁহার প্রতীতি হয় তাঁহাকেই বুঝাইতেছে, প্রথমতঃ ইত্যাকার বোধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য বলা হইয়াছে—উভয় বাক্যগতহেতু ও আত্মার অপহত পাপ্মাদি গুণ হইতে, এবং "যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে" ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্-বাক্য হইতে দহরাকাশ শব্দে পরব্রহ্মকেই পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মপুর শব্দে উপাস্যরূপে সন্নিহিত পরব্রহ্মের পুররূপে উপাসকের শরীরকে নির্দ্দেশ করিয়া, তদীয় হৃদয়মধ্যবর্ত্তী পুণ্ডরীকবৎ অল্প স্থানকেই যখন হৃদয়ে পরমাত্মা-রূপে অধিষ্ঠিত পরব্রহ্মের পুর-রূপে অভিহিত করিয়াছেন,

তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ, অচিন্ত্য-সর্ব্ব-শক্তিশালী, আশ্রিতবৎসল, ভক্তবাৎসল্যে-অমৃতধারাবর্ষী-জলদমালাস্বরূপ শ্রীভগবান্‌ই যে এখানে ধ্যেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

অতএব সগুণ নিগুর্ণ উভয় বাক্যই যখন সত্য হইতেছেন, তখন ব্রহ্মকে কখন সগুণ, কখন নিগুর্ণ এরূপ বলা যায় না, এবং সগুণ-বেদবাক্যের ব্যবহারিক গুণবিধান ও নিগুর্ণ-বেদবাক্যের পারমার্থিক গুণাভাববোধকতাও বলা যায় না। যেহেতু "সদেবসৌম্য" ইত্যাদি শ্রুতির উক্তি মিথ্যা হইয়া পড়ে। এবং ঐ শ্রুতিবাক্যের মিথ্যাত্ব বশতঃ অর্থাৎ নিগুর্ণবাদীর মতে গুণসকলকে কল্পিত বলিয়া স্বীকারে মিথ্যাত্বদোষ আপতিত হওয়ায়, ব্রহ্মসত্তার অভাবে, শূন্যভাবাপত্তি হয়। "অসদেবেদমগ্র-আসীৎ" ইত্যাকার শ্রুতির আশ্রয়ীভূত অসদ্বাদের নিন্দা করিয়া, সদ্বাদী যে প্রস্তাব করেন, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যদি বেদের এই উভয়বিধ বাক্যেরই সত্যতা স্বীকার করা হয়, ও তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, এবং উহাতে কোন প্রকারের অসঙ্গতি না আসে তখন উহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং সগুণ শব্দে তাঁহার স্বাভাবিক গুণ এবং নিগুর্ণ বলিতে প্রাকৃত-গুণ-রহিত, এই প্রকার সগুণ-নিগুর্ণ পদের ব্যাখ্যায় শ্রুতির ব্যাকোপ হয় না। বিশেষতঃ যাঁহারা যে শ্রুতির আশ্রয়ে ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলেন, তাঁহারাই সেই "সাক্ষিচেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাশ্রয়ে তাঁহাতেই সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন সুতরাং ব্রহ্মের ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে উক্ত সাক্ষিত্বাদি শব্দের প্রবৃত্তি হয় না, আবার ধর্ম্ম স্বীকার করিলে সগুণত্বও অনির্বার্য্য হইতেছে। একেবারেই যদি ধর্ম্ম অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে বেদান্তসূত্রের সমন্বয়াধ্যায়ের ও অসঙ্গতি হয়। "অন্তস্তদ্‌ধর্ম্মোপদেশাৎ" (বে সূ, ১।১।২০)

শ্রুতি সগুণব্রহ্মের প্রতিপাদক।

গোবিন্দভাষ্য।—"পুণ্যজ্ঞানাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষো জীবঃ" কশ্চিৎ সূর্য্যেঽক্ষিণিবোপদিশ্যতে উত তদন্যঃ পরমাত্মেতি। তত্র দেহত্বাদি প্রতীতেরুপচিতপুণ্যো জীব এবায়ং জ্ঞানশক্ত্যাধিক্যঞ্চ পুণ্যাতিশয়াদতএব লোককামেশিতৃত্বাদিফলার্পণাদুপাস্যত্বং চেত্যেবং প্রাপ্তৌ। "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" তয়োরন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মৈব ন জীবঃ কুতঃ। তদিত্যাদেঃ। ইহ প্রকরণেঽপহতপাপ্মত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং নিগদাৎ। অপহত পাপ্মত্বমপহতকর্ম্মত্বং কর্ম্মবশ্যতাপন্ধরাহিত্যমিতি যাবৎ। ন চৈতৎ কর্ম্মবশ্যে জীবে সংভবেৎ। ন চৌৎপত্তিকং লোককামেশিতৃত্বাদি। নাপি ফলদাতৃত্বং তত্র মুখ্যম্। ন চোপাস্যতায়াঃ পারবশ্যম্। যত্তু দেহসম্বন্ধাৎ জীবোঽসাবিত্যুক্তং তন্ন পুরুষসূক্তাদিষু "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিনা" তস্যাপ্যভূতদিব্যরূপশ্রবণাৎ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহেন, কিন্তু পরমাত্মা। এইরূপ সংশয় হইতে পারে, পুণ্য জ্ঞানাদির আতিশয্য-বশত উৎকর্ষ লাভ করিয়া কোন জীব কি আদিত্য-মণ্ডলে, অক্ষি-মণ্ডলে ঐরূপে বাস করিতেছেন? অথবা সেই জীব হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন স্বয়ং পরমাত্মাই পুরুষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন? কেননা, দেহিত্বাদি প্রমাণ বশত উপচিত-পুণ্য-জীবই সেই পুরুষ পদবাচ্য হইয়া থাকেন। পুণ্যাতিশয়ে জীবের জ্ঞানশক্ত্যাদির আধিক্য সংঘটিত হয় বলিয়াই লোকের কামনা পূরণে সক্ষমতাদিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন সেই জীবই উপাস্য হউক? ইত্যাকার পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা জন্য উক্ত হইয়াছে; উহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহেন কিন্তু পরামাত্মা। যেহেতু এই প্রকরণে উক্ত হৃদন্তর্বর্ত্তী পুরুষের উদ্দেশেই কর্ম্মরাহিত্যাদি লক্ষণ অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। জীব কর্ম্মবশ, সুতরাং জীবে কর্ম্মবশ্যতা-রাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। দেবতাদিগেরও যে লোকেশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও তাঁহাদিগের

স্বাভাবিক নহে, কিন্তু উহা ঈশ্বরোপাসনালব্ধ। তাঁহাদিগের ফল-দাতৃত্বও ঈশ্বরাধীন। তাঁহাদিগের উপাস্যতাও ঈশ্বর স্বরূপে না হওয়ায়, তাঁহারা উপাস্য বলিয়াও শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। দেহসম্বন্ধ প্রতীতি বশতও উক্ত অন্তর্বর্ত্তী পুরুষ-পরমাত্মাকে জীব বলা যায় না; যেহেতু "আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞানান্ধকারনাশক অপ্রাকৃতদিব্যশরীর ধারী পুরুষ বলিয়া জানি" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত দিব্যদেহ উক্ত হইয়াছে।

এবং "সর্ব্বান্তঃস্থত্ব, তদ্‌বেত্তৃত্ব, তন্নিয়ন্তৃত্ব, বিভুবিজ্ঞানানন্দত্ব ও অমৃত্বাদি ধর্ম্মের অভিধান হেতু অধি-দৈবাদি বাক্যে যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামীরূপে উক্ত হইয়াছেন তিনিই এখানে পৃথিব্যাদিরও অন্তর্য্যামী উক্ত হইয়াছেন। ("যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বৃ, ৩, ৭, ৩) "যিনি সামান্যতঃসর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যিনি বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, যাঁহা হইতে প্রধানের-উৎপত্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে চেতন ধর্ম্মের উক্তি থাকায়, অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্ম পরমাত্মাই পরাবিদ্যার বিষয় হইতেছেন, বিশেষত অচিন্ত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে কি বিরুদ্ধ কি অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মই উপপন্ন হয়।

বিশেষতঃ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ" এই শ্রুতির সর্ব্বথা শব্দাবাচ্য এ প্রকার অর্থ করা সঙ্গত হয় না, কারণ যাহা সর্ব্বথা শব্দের অবাচ্য তাহাতে লক্ষণারও সম্ভব হয় না, কারণ চিন্মাত্র শব্দের দ্বারা লক্ষ্য বস্তুর অচৈতন্যত্বই সঙ্ঘটিত হয়। ভাগলক্ষণা স্বীকারে বিরুদ্ধ ভাগেরই ত্যাগ হইবে। এখানে বিরুদ্ধ ভাগই অসম্ভব। অতএব সাক্ষিত্বাদি-গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চিন্মাত্র শুদ্ধ-ব্রহ্মই ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য, এরূপ বলা যায় না। কারণ শুদ্ধ-ব্রহ্মে শব্দের শক্তি-বিশেষ লক্ষণা যাইতে পারে না। অতএব যাঁহাকে বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না, যাঁহার অচিন্ত্য-মাধুর্য্যৈ-শ্বর্য্যের সীমা না পাইয়া মনের সহিত বাক্য তাঁহার বর্ণনা হইতে নিবৃত্ত হয়, ইত্যাকার অর্থই এখানে সঙ্গত। কারণ যাহা অনন্ত, যাঁহার সীমা নাই, সেই অসীমকে ক্ষুদ্র আমরা কিরূপে সাকল্যে জানিতে সক্ষম হইব। অতএব সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি শব্দও সার্ব্বজ্ঞ্যাদি দ্বারা শ্রীভগবানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইত্যাদি বাক্যে সকল বেদ যে ভগবান্‌কে প্রতিপন্ন করেন, এবং যাঁহাকে ঔপনিষদ-পুরুষ বলা হইয়াছে, সেই অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণ-রত্নাকর শ্রীভগবান্ সর্ব্ববেদের বাচ্য ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদান্তসূত্রের ঈক্ষতের্নাশব্দাধিকরণে ভগবান্ সূত্রকারও ইহাই বলিয়াছেন। অতএব মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ঈশ্বর ও জীবাদির নিত্যবিভাগই জানিতে হইবে এবং উহাতেই শ্রুত্যাদির তাৎপর্য্য ॥ ৩৫ ॥

ন চোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

বিদ্যাভূষণ।

"যদ্বিন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতেস্তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ। তত্র বিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ খণ্ড ঈশ্বরঃ, অবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্তু জীবঃ। যথা ঘটেনাবচ্ছিন্নঃ শরাবেণাবচ্ছিন্ন-শ্চাকাশখণ্ডো মহদল্পতাব্যপদেশং ভজতি। যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মেত্যাদিষু ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিবিম্বশ্রবণাত্তদ্বিভাগঃ স্যাৎ। বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরোঽবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বস্তু জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিম্বো যথা চ ঘটে প্রতিবিম্বো মহদল্পত্বব্যপদেশং ভজতে, তদ্বদিত্যাহ শঙ্করস্তদিদং নিরসনায় দর্শয়তি, ন চেতি। অনয়া রীত্যা তয়োর্বিভাগো ন চ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অপিচ উপাধির তারতম্যময় পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বত্বাদি ব্যবস্থা দ্বারাও জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ-সম্ভাবনা দেখা যায় না। অর্থাৎ শঙ্করমতে "ইন্দ্র মায়া দ্বারা পুরুরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" এই শ্রুতিবাক্যকে আশ্রয় করিয়া, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে পরিচ্ছিন্নতা লাভ করিয়া ঈশ্বর ও জীব এই উভয়বিধ বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে বিদ্যাবৃত্তি-মায়া কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন বৃহৎখণ্ড ঈশ্বর, এবং অবিদ্যাবৃত্তি-মায়া কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন অল্পখণ্ড জীব, অর্থাৎ যদ্রূপ একমাত্র অদ্বিতীয় বৃহৎ আকাশ ঘটের দ্বারা আবৃত হইয়া, সরাবাদি দ্বারা আবৃত আকাশখণ্ড হইতে বৃহৎ ও সরাবাবৃত আকাশখণ্ড অল্প, আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ ব্রহ্ম বৃহৎ হইয়াও উপাধির সম্বন্ধে উভয় আকারে প্রতীত হন মাত্র, কিন্তু বস্তুত তাঁহার বিভাগ হয় না। ইহাই পরিচ্ছিন্ন বাদের তাৎপর্য্য। "এই পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপ একমাত্র সূর্য্য, যেমন জলের অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধিদ্বারা বহুভেদ করিয়া থাকে; তদ্রূপ জন্মাদিবিকারশূন্য এই আত্মা বিভিন্নক্ষেত্রে ভিন্নাকারে প্রতীত হন।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেই অদ্বয়ব্রহ্মের প্রতিবিম্বশ্রবণ হইতে তাঁহার বিভাগও সম্ভাবিত হইয়া থাকে। বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য ঈশ্বর, এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য জীব আখ্যা ধারণ করেন অর্থাৎ যদ্রূপ একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সরোবরে পতিত হইয়া বৃহৎ, এবং ঘটে প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্ষুদ্রাকারে ভাসমান হইয়া থাকে। তদ্রূপ আধারের তারতম্যে অবিদ্যায় জীব, ও বিদ্যায় ঈশ্বররূপে, প্রতিভাসমান হন; বস্তুতঃ শুদ্ধব্রহ্মে কোনরূপ বিকার স্পর্শ করে না। শঙ্করমতের এই পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব-বাদ খণ্ডন জন্য বলা হইয়াছে, এবম্প্রকারে জীবেশ্বরের বিভাগ সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৩৬ ॥

তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি; উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন ত্বাকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যাভূষণ।

কুতো ন বাচ্য ইতি চেদনুপপত্তেরেবেত্যাহ, তত্রোপাধেরিতি পরিচ্ছেদপক্ষং নিরাকরোতি। অনাবিদ্যকত্বেন রজ্জুভুজঙ্গাদিবদজ্ঞানরচিতত্বাভাবেন বস্তুভূতত্বে সতীত্যর্থঃ। অবিষয়স্যেতি "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বাস্পৃশ্যস্য। তস্য ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্ :—ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবদ্বাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডবিশেষ ঈশ্বরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোঽচ্ছেদ্যত্বাদখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেশ্চেশ্বরজীবয়োঃ, যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং চ্ছেদঃ। নাপ্যচ্ছিন্ন-এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চলত্যুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনাযোগাৎ, প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশভেদাদনুক্ষণমুপহিতত্বানুপহিতত্বাপত্তেঃ। ন চ কৃৎস্নং ব্রহ্মৈবোপহিতম্ স সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্, উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ। অথ প্রতিবিম্বপক্ষং নিরাকরোতি, নির্ধর্ম্মকস্যেত্যাদিনা। নির্ধর্ম্মকস্যোপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্য বিম্বপ্রতিবিম্বভেদাভাবান্নিরবয়বস্য দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ, ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্ব ঈশ্বরো জীবশ্চ নেত্যর্থঃ। রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেস্তদ্বিদূরে জলাদ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বো দৃষ্টঃ, তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ। নন্বাকাশস্য তাদৃশস্যাপি প্রতিবিম্বদর্শনাদ্ব্রহ্মণঃ স ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ, উপাধীতি। গ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলস্যেত্যর্থঃ। অন্যথাবায়ুকালদিশামপি স দর্শনীয়ঃ। যত্তু ধ্বনেঃ প্রতিধ্বনিরিব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্যাদিত্যাহ, তন্ন চারু, অর্থান্তরত্বাদিতি প্রতিবিম্ববাদোঽপ্যতিতুচ্ছঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত উপাধি কল্পনা দ্বারা জীবেশ্বরের বিভাগ স্বীকার করা যায় না, ইহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে পুনশ্চ তাহার প্রতি আরও কএকটী হেতু নির্দ্দেশ করা হইতেছে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অনুপপত্তিই উপাধি অস্বীকারের একটী প্রধান কারণ। যেহেতু উপাধিকে অবিদ্যা কল্পিত না বলিয়া, যদি উহার বাস্তবতা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে অবিষয় অর্থাৎ সর্ব্বাস্পৃশ্য ঐ ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বিষয়তাই সম্ভব হয় না। শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন "অগৃহ্য বস্তুর কখনও গ্রহণ হইতে পারে না।" যদ্রূপ ছিন্ন-পাষাণখণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাস্তব-উপাধিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মখণ্ডের খণ্ডবিশেষ-ঈশ্বর বা খণ্ডান্তর জীব আখ্যা ধারণ করেন না, যেহেতু ব্রহ্মকে অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য বলিয়াই জানা যাইতেছে ; যথা—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥" (গীতা, ২।২৪)

অপিচ ছেদ বলিলে এক বস্তুর দুই তিন বিভাগ বুঝাইয়া থাকে, যদি ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত প্রকার ছেদ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর ও জীব পরস্পরে আদিমত্ব দোষ আপতিত হয় ; এবং যদি উক্ত প্রকার বিভাগ অঙ্গীকার না করিয়া, কেবল উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশ বিশেষকেই ঈশ্বর ও জীব বলা যায় ; তাহারও সম্ভব হয় না, কারণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশের চলন অসম্ভব হওয়ায়, এবং প্রতিক্ষণে উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদবশতঃ, অনুক্ষণ উপহিতত্ব অনুপহিতত্ব রূপ দোষ আপতিত হইয়া পড়ে। কিম্বা যদ্যপি ব্রহ্মের কোন প্রকার বিভাগ স্বীকার না করিয়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মের অবিদ্যা-উপহিতত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে অনুপহিত শুদ্ধ-ব্রহ্মের ব্যপদেশই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি বল ব্রহ্মের পৃথগ্ অধিষ্ঠান নাই উপাধ্যবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীব ও ঈশ্বররূপে আছেন, তাহা হইলে শুদ্ধব্রহ্মের পৃথগ্ অধিষ্ঠানের অভাবে মুক্তাবস্থাতেও জীব এবং ঈশ্বর উভয়েরই অবস্থান থাকিয়া যায়। অতএব পরিচ্ছেদবাদের দ্বারা জীবেশ্বরের বিভাগ কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না, উহা অতীব তুচ্ছ।

পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদের অযৌক্তিকতা।

প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়াও জীবেশ্বরের বিভাগ সম্ভব হয় না, যেহেতু প্রথমতঃ প্রতিবিম্বেরই অসম্ভাবনা হইতেছে। কারণ যাঁহাকে নির্ধর্ম্মক বলা হইয়াছে তাঁহার উপাধিসম্বন্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ঔপাধিক-সম্বন্ধ পরিশূন্যকেই নির্ধর্ম্মক বলা হয়। যিনি ব্যাপক তাঁহার বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদই সম্ভব হয় না, তাহা হইলে ব্যাপকত্বের হানি হইয়া থাকে। এবং যিনি নিরবয়ব যাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার প্রতিবিম্ব কিরূপে হইবে, কারণ তিনি অদৃশ্য। অর্থাৎ যাঁহার কোন ধর্ম্ম নাই, যিনি স্বয়ংই ব্যাপক, এবং যাঁহার অবয়ব নাই, যাঁহাকে দেখা যায় না, তাঁহার আবার প্রতিবিম্ব কি ? অতএব ঈদৃশ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কোনক্রমেই ঈশ্বর বা জীব আখ্যা ধারণ করিতে পারেন না। রূপাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সাবয়ব এবং পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদিরই সরোবরে প্রতিবিম্ব দেখা যায় ; রূপাদি বিলক্ষণ ব্যাপক ব্রহ্মের ব্যাপ্য বস্তুতে প্রতিবিম্ব কোনরূপেই বলা যায় না, তাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের ও নিরবয়বত্বাদি ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। আকাশ ব্যাপক হইলেও উহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ যাহাকে আমরা আকাশের প্রতিবিম্ব বলি, উহা আকাশের প্রতিবিম্ব নহে, যেহেতু আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রাদি-জ্যোতিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমরা আকাশের প্রতিবিম্ব

কল্পনা করি। আকাশ অদৃশ্য, আকাশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, উদ্ভূত-রূপবত্ত্বই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, যাহার রূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই হইতে পারে না। সুতরাং নিরুপাধিক-নিরবয়ব-ব্যাপক ব্রহ্মের সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অতীব তুচ্ছ ॥ ৩৭ ॥

তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামানাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ ন তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎ-পদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতসম্মতম্* ॥ ৩৮ ॥

বিদ্যাভূষণ।

ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রেণ তদ্রূপাবস্থিতিঃ স্যাদিতি যদভিমতং, তৎ খলূপাধের্বাস্তবত্বপক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ, তথা বাস্তবেতি। আদিনা প্রতিবিম্বো গ্রাহ্যঃ। ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদ্দীনো রাজৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রাদ্রাজা ভবন্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। নন্ু ব্রহ্মানুসন্ধিসামর্থ্যাদ্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ তৎপদার্থেতি। তথা চ স্বমতক্ষতিরিতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

যদ্যপি উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বিষমদোষ আপতিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার-জ্ঞান মাত্রেই উপাধির নাশ হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান হয়। একথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতে উপাধিকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিলে উহা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ উক্ত পরিচ্ছেদ বা প্রতিবিম্বের যদি বাস্তবত্বই বিদ্যমান রহিল তাহা হইলে, কেবল সামানাধিকরণ-জ্ঞান-মাত্রেই উপাধির ত্যাগ হইতে পারে না। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে কোন নিগড়বদ্ধ-দীন-ব্যক্তি "আমি রাজা" ইত্যাকার জ্ঞান মাত্রে, তাহার দীনতা বিদূরিত হইয়া সে রাজা হইতেছে না; তখন সামানাধিকরণ-জ্ঞান-মাত্রকেই কারণ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রভাবে তাহার বন্ধন মোচন ও রাজা হওয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহা আমাদিগেরই মতসম্মত হইতেছে। কারণ ব্রহ্মভাবনা দ্বারা বন্ধনমোচনে ব্রহ্মের প্রভাব স্বীকৃত হওয়ায়, নির্ধর্ম্মকাদি প্রতিজ্ঞাবাক্যের ক্ষতি হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

উপাধির বাস্তবত্বে দোষ।

উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু তত্র তৎপরিচ্ছিন্নত্বাদেরপ্যঘটমানত্বাদাবিদ্যকত্বমেবেতি ঘটাকাশাদিষু বাস্তবোপাধিময়তদ্দর্শনয়া ন তেষামবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ সিদ্ধ্যতি, ঘটমানাঘটমানয়োঃ সঙ্গতেঃ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ তেষাং তত্তৎ সর্ব্বমবিদ্যাবিলসিতমেবেতি স্বরূপমপ্রাপ্তেন তেন তেন তত্তদ্ব্যবস্থাপয়িতুমশক্যম্ ॥ ৩৯ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অথোপাধেরাবিদ্যকত্বপক্ষে পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়ং নিরাকরোতি, উপাধেরিতি। আবিদ্যকত্বে রজ্জুভুজঙ্গাদিবন্মিথ্যাত্বে সতীত্যর্থঃ। তত্রোপাধিপরিচ্ছিন্নত্ব-তৎপ্রতিবিম্বিত্বয়োরপ্যনুপপদ্যমানত্বান্মিথ্যাত্বমেবেতি হেতোঃ;ঘটাকাশাদিষু ঘটপরিচ্ছিন্নাকাশে ঘটাম্বুপ্রতিবিম্বাকাশে চ বাস্তবোপাধিময়তদুভয়দৃষ্টান্তদর্শনয়া তেষাং চিন্মাত্রাদ্বৈতিনামেকজীববাদপরিনিষ্ঠত্বাদবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তো ন সিধ্যতি। উপাধের্মিথ্যাত্বে তেন পরিচ্ছেদঃ প্রতিবিম্বশ্চ ব্রহ্মণো মিথ্যৈব স্যাদতো মিথ্যোপাধিদৃষ্টান্তত্বেন

* মতং সম্মতং ইতি বা পাঠঃ।

সত্যঘটঘটাম্বুনোঃ প্রদর্শনমসমঞ্জসমেব। ঘটঘটাম্বুদৃষ্টান্তপ্রদর্শনং ঘটমানং, বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিরূপদার্ষ্টান্তিকপ্রদর্শনং ঘটমানম্। তয়োঃ সঙ্গতিঃ সাদৃশ্যলক্ষণা কর্ত্তুমশক্যৈব, সাদৃশ্যাভাবাৎ। ততশ্চেতি। তত্তৎ সর্ব্বং পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বকল্পনমবিদ্যাবিলসিতমজ্ঞানবিজৃম্ভিতমেবেত্যেবমুক্তরীত্যা স্বরূপমপ্রাপ্তেনাসিদ্ধেন তেন পরিচ্ছেদবাদেন তেন প্রতিবিম্ববাদেন চ তত্তদ্ব্যবস্থাপয়িতুং প্রতিপাদয়িতুমশক্যম্। ততশ্চ হস্ত হতস্থায়েন ব্যাসদৃষ্টপ্রকারকস্তদ্বিভাগো ধ্রুবঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শঙ্করমতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই, উপাধিবশতঃ পরস্পর ভেদ কল্পিত হয় মাত্র, ঐ ভেদের মূল কারণ উপাধি। উক্ত উপাধি হইতে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বজ্ঞানের উৎপত্তি, এবং উক্ত জ্ঞানদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বিভেদ কল্পিত হয়। যখন ঐ কল্পিত জ্ঞান বা উপাধি তিরোহিত হইয়া যায়, তখন জীবেশ্বরের বিভাগ থাকে না এক হইয়া যায়। উক্ত বিভাগের মূলীভূত-উপাধি বাস্তব বা অবাস্তব? উহার বাস্তবত্ব স্বীকারে যে দোষ হয় উহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন। এক্ষণে উহার অবাস্তবত্ব অর্থাৎ রজ্জু ও ভুজঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব স্বীকারে কি দোষ হয়, তাহা দেখাইয়া পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদের খণ্ডন করিতেছেন।

উপাধির অবাস্তবতা স্বীকারে, উপাধিকে অবিদ্যামূলক বলিতে হইল, সুতরাং অবিদ্যামূলক উপাধি অখণ্ড সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিবিম্ব জ্ঞান-সংঘটনের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম অবিদ্যা-লেশ-স্পর্শ পরিশূন্য, অতএব মিথ্যা উপাধিজনিত পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ সত্য স্বরূপ শুদ্ধ-ব্রহ্মে আদৌ আসিতে পারে না। তাহাতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই মিথ্যা হইয়া পড়েন। ঘটে, ঘটপরিচ্ছিন্ন আকাশে বা ঘটজলে প্রতিবিম্বিত আকাশে বাস্তব উপাধিময় দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইলেও, ঐ দৃষ্টান্তের সাহায্যে চিন্মাত্র-অদ্বৈত-বাদিগণের একজীব-বাদপরিনিষ্ঠিত অবাস্তব স্বপ্নদৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তও সুসঙ্গত হয় না। যেহেতু উপাধির মিথ্যাত্ব নিবন্ধন উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইয়া পড়িতেছে। অতএব মিথ্যা উপাধি দৃষ্টান্তের দ্বারা সত্য ঘটে পরিচ্ছিন্ন আকাশ ও ঘটজলে প্রতিবিম্বিত আকাশ, এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হইতেছে না। কারণ ঘট—অর্থাৎ ঘটে পরিচ্ছিন্ন আকাশ, ঘটজল—অর্থাৎ ঘটজলে প্রতিবিম্বিত আকাশ, এই উভয় দৃষ্টান্ত, বাস্তবঘট ও ঘটনিহিত জল লইয়া হইতেছে। সুতরাং এ দুইটী বস্তুসংক্রান্ত বা ঘটমান অর্থাৎ যথার্থ। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অবাস্তব বা অঘটমান অর্থাৎ অযথার্থ। সুতরাং সাদৃশ্য লক্ষণের অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি করা যায় না। অতএব এবম্প্রকারে জীবেশ্বরের পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব কল্পনা অবিদ্যা-বিলসিত অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত মাত্র। ব্রহ্মসম্বন্ধে স্বরূপত অপ্রাপ্ত পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব-বাদের দ্বারা জীবেশ্বরের প্রতিপাদনই অসম্ভব। অদ্বৈতবাদিগণ যে যুক্তিদ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়া স্বমত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তর্কের মুখে সে যুক্তি স্বয়ংই নিহত হইয়া পড়িতেছে।

উপাধির অবাস্তবত্বে দোষ।

সূত্রকার স্বয়ংই "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" (বে, সূ, ১।৩।৪২) এই সূত্রে মুক্তজীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদনস্থলে, পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নদৃষ্টান্তেরও নিরাস করিয়াছেন;—

রামানুজভাষ্য।—"সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মাঽস্তেব।" অর্থাৎ সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিশীল প্রত্যগাত্মার অর্থান্তরের দ্বারা ভেদ ব্যপদেশ বশতঃ জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পরমাত্মা আছেন ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

গোবিন্দভাষ্য।—"মুক্তজীবো ব্রহ্ম বেতি ন সম্ভবতি। কুতঃ সুষুপ্তাবুৎক্রান্তৌ চ জীবাদ্ভেদেন ব্রহ্মণো ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি। উৎক্রান্তৌ চ

প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতীতি। উৎসর্জ্জন্ হিক্ক-শব্দং কুর্ব্বন্। ন চ স্বপত উৎক্রমতো বা অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদৈব প্রাজ্ঞেন স্বৈনৈব পরিষঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবেতাং। ন চ জীবান্তরেণ তস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাভাবাৎ।" অর্থাৎ মুক্ত জীব ব্রহ্ম, এইরূপ অর্থ সম্ভব হয় না। যেহেতু সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ উক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংমিলিত জীব বাহ্য বা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না, এবং স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া উৎক্রমণ-কালেও প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া হিক্ক-শব্দ করিয়া গমন করেন। কি নিদ্রিত কি উৎক্রান্ত উভয়বিধ অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞতা হেতু প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদে মিলন বা একত্রাধিষ্ঠান সম্ভব হয় না। অথবা জীবান্তরের সহিতও মিলন সম্ভব হয় না, কারণ তাহারও সার্ব্বজ্ঞতাদি নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চিন্মাত্র অদ্বৈতবাদিগণের স্বপ্ন দৃষ্টান্তের সম্ভাবনা নিবারিত হইয়াছে।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রতিবিম্বের যাথার্থ সম্ভাবনা না করেন, কারণ একদেহস্থিত জীবাত্মা পরমাত্মার অভাস্বর, সভাস্বর এবং ছায়া ও অতপের ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ স্বভাব মাত্র প্রতিপাদনেই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য, যেহেতু "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নভিচাকশীতি" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত একার্থতা প্রযুক্ত উক্ত অর্থই প্রতিপাদিত হইতেছে, ব্রহ্মে আতপ শব্দ যদ্রূপ দীপ্তি স্বভাবের বোধক, জীবে ছায়া শব্দও তদ্রূপ অভাস্বরত্বের বোধক। বিশেষতঃ "অলোহিতমচ্ছায়ং" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টাকারেই ছায়া নিবারিত হইয়াছে। এক্ষণে চিন্মাত্র অদ্বৈতবাদী যে যুক্তিদ্বারা স্বমত-সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তর্কের মুখে সেই যুক্তি স্বয়ংই নিহত হইতেছে। সুতরাং প্রতিবিম্ব-বাদে জীবেশ্বরের বিভাগ যখন অসম্ভাবিত হইতেছে, তখন ব্যাসদৃষ্ট জীবেশ্বরের নিত্য বিভাগই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মাবিদ্যয়োঃ পর্য্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবাস্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তদেব তদ্‌যোগাদশুদ্ধো* জীবঃ, পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যবিদ্যা, তদবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যেতি, তথা বিদ্যাবত্ত্বেঽপি মায়িকত্বমিত্যসমঞ্জসা চ কল্পনা স্যাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

বিদ্যাভূষণ।

নন্থ পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়েনাস্মাকম্ তাৎপর্য্যম্, তস্যাজ্ঞবোধনায় কল্পিতত্বাৎ, কিন্ত্বেক জীববাদ এব তদস্তি। "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎপরিতুষ্টিমেতি।" ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষদি তস্যৈবোপপাদিতত্বাৎ। তদ্বাদশ্চেত্থম্ঃ—একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদ্যুৎক্তশ্রুতিভ্যোঽদ্বিতীয়চিন্মাত্রোহ্যাত্মা। স চাত্মন্যবিদ্যয়া গুণময়ীং মায়াং তয়ৈবমন্যজাং কার্য্যসংহতিঞ্চ কল্পয়ন্নস্মদর্থমেকং যুষ্মদর্থাংশ্চবহূন্ কল্পয়তি। তত্রাস্মদর্থঃ স্বস্বরূপঃ পুরুষঃ। যুষ্মদর্থশ্চ মহদাদীনি ভূম্যন্তানি জড়ানি, স্বতুল্যানি পুরুষান্তরাণি, সর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষবিশেষশ্চেত্যেবং ত্রিবিধঃ। জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। গুণযোগাদেব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে তত্রাত্মন্যধ্যস্তে, যথা স্বপ্নে কশ্চিদ্রাজধানীং রাজানং তৎপ্রজাশ্চ কল্পয়তি, তন্নিযম্যমাত্মানঞ্চ মন্যতে, তদ্বৎ। জাতে চ জ্ঞানে, জাগরে চ সতি, ততোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি চিন্মাত্রমেক-

* তদ্‌যোগাদশুদ্ধা—ইতি বা পাঠঃ।

মাত্মবস্থিতি। তদিদং বাদং নিরাকর্ত্তুমাহ, ইতি ব্রহ্মেতি। ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য প্রত্যাখ্যানে স্যাতে, ব্রহ্ম চাবিদ্যা চেতিদ্বয়োঃ পর্য্যবসানে সতীত্যর্থঃ। অত্যন্তাভাবাস্পদত্বাদিতি। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিভিরেবেত্যর্থঃ বিরোধস্তদবস্থ ইতি। বিরোধত্বাদেবাশক্যঃ ব্যবস্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। তত্র চ শুদ্ধায়ামিতি। শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যকস্মাদবিদ্যাসম্বন্ধস্তৎ-সম্বন্ধাত্তস্য জীবত্বম্। তেন জীবেন কল্পিতায়া মায়ায়া আশ্রয়ো ভূত্বা তত্ত্বৈক্যেবেশ্বরঃ। তস্যেশ্বরস্য মায়য়া পরিভূতঃ ব্রহ্মৈব তজ্জীবঃ। ইত্যাদি বিপ্রলাপোঽয়মবিদুষামেব, ন তু বিদুষামিতি ভাবঃ। মায়িকত্বং প্রতারকত্বমিত্যর্থঃ। স এব মায়েতি শ্রুতিস্তু ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বব্রহ্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তো জীব ইত্যেব নিবেদয়ন্তী গতার্থা, "জীবেশাবিতি" শ্রুতিস্তু মায়াবিমোহিততার্কিকাদিপরিকল্পিতজীবেশপরতয়া গতার্থেতি, ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদ প্রত্যাখ্যাত হয় হউক, কারণ অজ্ঞবোধের জন্যই এই দৃষ্টান্তের কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু যে এক-জীব-বাদ খণ্ডনের নিমিত্ত এই বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে। সেই এক-জীব বাদের কি প্রকারে খণ্ডন হইবে?

এক-জীব-বাদ খণ্ডন।

এক্ষণে এক-জীব-বাদ কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহা জানা আবশ্যক হওয়ায় উহা দেখান হইতেছে "এক আত্মাই মায়া-পরিমোহিত হইয়া সকল প্রকার শরীর ধারণ করেন, এবং স্ত্রী-সম্ভোগ ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা পরিতুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন।" কৈবল্যোপনিষদের প্রাগুক্ত উক্তির সদৃশী উক্তিসমূহের অবলম্বনেই এক-জীব-বাদের উৎপত্তি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি হইতে এক অদ্বিতীয় চিন্মাত্র আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এই চিন্মাত্র আত্মা অবিদ্যা দ্বারা আপনার গুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার বৈষম্য হইতে জাত কার্য্যসংহতির কল্পনা করিয়া, অস্মদর্থে একের, এবং যুষ্মদর্থে বহুর কল্পনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অস্মদর্থে নিজের স্বরূপ পুরুষ, যুষ্মদর্থে আমাহইতে অতিরিক্ত মহদাদিভূম্যন্ত জড় সকল, নিজ তুল্য পুরুষান্তর সকল ও সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষ-বিশেষের কল্পনা করিয়া থাকেন। "জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ারই সৃষ্টি। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে অসঙ্গ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন রাজা, প্রজা, রাজধানী প্রভৃতির কল্পনা করিয়া, কুটীর-বাসী জন আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই কুটীর ও কুটীরস্থ তৃণ-শয্যাশায়ী দীনতার প্রতিমূর্ত্তি-আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের অববোধ হইলে জীবের নানাত্ব জ্ঞান প্রনষ্ট হয়, এবং তৎকালে একমাত্র চিন্মাত্র আত্মাই যে বহুজীব-ভাবে প্রতিভাত হয়েন, ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই এক-জীব-বাদের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে এইরূপে ব্রহ্ম ও অবিদ্যার পর্য্যবসান হইলে পর, ব্রহ্ম চিন্মাত্র এবং অবিদ্যাস্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ সুতরাং শুদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে; শ্রুতি বলেন "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যার অগৃহ্য কিছুতেই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহাই ব্রহ্মের স্বভাব। আকাশে মেঘ, ধূম, ধূলি, কত উড়িয়া যায়, কিন্তু নীল নভ-স্থল যেমন সুনীল তেমনই থাকে। পদ্মপত্র জলে থাকিলেও জল উহাতে লগ্ন হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মও সর্ব্বদা অবিদ্যাস্পর্শ-শূন্য। মায়াবাদীর মতে এতাদৃশ যে ব্রহ্ম তিনিও অবিদ্যা দ্বারা উপহত হন, এবং ঐ অবিদ্যোপহত চৈতন্যের জীব আখ্যা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—শুদ্ধ-ব্রহ্মকে অবিদ্যাস্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ বলিয়াও, মায়াবাদী নিজ মতের জেদ বজায় রাখিবার জন্য এতাদৃশ ব্রহ্মে কোথা হইতে অকস্মাৎ অবিদ্যার স্পর্শ সঙ্ঘটন করাইয়া, অবিদ্যা-স্পৃষ্ট-ব্রহ্ম-খণ্ডই জীবরূপে প্রতিভাত হন, ইত্যাকার এক বিরোধ আনয়ন করেন।

দ্বিতীয়তঃ—জীবকর্ত্তৃক কল্পিত মায়াশ্রয়শীল ব্রহ্মই আবার ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ জীবাবিদ্যা-কল্পিত মায়ার আশ্রয়তানিবন্ধন ঈশ্বর, আবার সেই ঈশ্বরই মায়া-পরিভুতি-নিবন্ধন জীব, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত মায়ার যে বিরোধ এবং সেই বিরোধ জীবেশ্বরের বিভাগেও তদবস্থাতেই রহিয়া গেল।

শুদ্ধ চিন্মাত্রে অবিদ্যার সম্বন্ধ, এবং সেই অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিতে অর্থাৎ ঈশ্বরাখ্য বস্তুতে বিদ্যার কল্পনা, আবার বিদ্যাবত্তাতেও মায়িকত্বের অবধারণ, মায়াবাদীর মতে এখানে ঈশ্বরে বিদ্যাবত্তা থাকিলেও, ঈশ্বরও মায়ার সৃষ্ট। সুতরাং বিদ্যাবত্তায় মায়ার কল্পনা অতীব অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অবিজ্ঞের প্রলাপ। মায়াবিমোহিত তার্কিকগণ যে শ্রুতির যে তাৎপর্য্য উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের কল্পনা মাত্র; উহাতে প্রকৃত-যুক্তির বিলক্ষণ অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

কিঞ্চ যদত্রাভেদ এব তাৎপর্য্যমভবিষ্যত্তর্হ্যেকমেব ব্রহ্মাজ্ঞানেন ভিন্নং, জ্ঞানেন তু তস্য ভেদময়ং দুঃখং বিলীয়ত ইত্যপশ্যদিত্যেবাবক্ষ্যৎ। তথা শ্রীভগবল্লীলাদীনাং বাস্তবত্বাভাবে সতি শ্রীশুকহৃদয়বিরোধশ্চ জায়তে ॥ ৪১ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অনুপপত্ত্যন্তরমাহ, কিঞ্চেতি। অত্র শ্রীভাগবতে শাস্ত্রে, ইত্যেবেতি। পূর্ণঃ পুরুষঃ কশ্চিদস্তি, তদাশ্রিতয়া মায়য়া জীবো-বিমোহিতো জীবোঽনর্থং ভজতি, তদনর্থোপশমনী চ পূর্ণস্য তস্য ভক্তিরিত্যপশ্যদিত্যেবং নাবক্ষ্যদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

তর্ক এবং যুক্তিদ্বারা অভেদবাদ নিরাশ করিয়াও এখানে পুনশ্চ বলিতেছেন; অভেদবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য নহে। যদি অভেদবাদ ভাগবতের তাৎপর্য্য হইত তাহা হইলে:—এক ব্রহ্মই অজ্ঞান দ্বারা ভেদবিশিষ্ট হন, এবং জ্ঞানদ্বারা তাঁহার ভেদময়-দুঃখ বিলীন হইয়া থাকে, ইত্যাকার তত্ত্ব ব্যাস-সমাধিতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, ভাগবত সিদ্ধান্ত করিতেন।

জীবেশ্বরের বিভেদেই ব্যাস-সমাধির তাৎপর্য্য।

তাহা হইলে মহর্ষি বেদব্যাস সমাধিতে—কোন এক অচিন্ত্য-অনির্ব্বচনীয়-ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পূর্ণ পুরুষ, তদাশ্রিতা মায়া, মায়ামোহিত জীব, মোহিত জীব-কর্ত্তৃক অনর্থ-সকলের ভোগ, এবং পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ-পুরুষের ভজনরূপা ভক্তিকে অনর্থ-প্রশমনের কারণরূপে দেখিতেন না। সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌কে, এবং তদীয় নিত্যদাসরূপে অবস্থিত জীবকে দর্শন করিয়াছিলেন ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যথা অর্থাৎ অভেদবাদে তাৎপর্য্য বলিলে, শ্রীভগবানের লীলাদির বাস্তবত্বের ক্ষতি হইয়া শ্রীশুকহৃদয়ের সহিতও বিরোধ উৎপাদন করে। অতএব ব্যাস-সমাধি-লব্ধসিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্টতই অভেদবাদ-নিরাস হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বত্বাদিপ্রতিপাদকশাস্ত্রাণ্যপি কথঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যেন গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তেরন্। "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং" (বে, সূ, ৩।২।১৯) "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবা-দুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" (বে, সূ, ৩।২।২০) ইতি পূর্ব্বোত্তরপক্ষময়ন্যায়াভ্যাম্ ॥ ৪২ ॥

বিদ্যাভূষণ।

তস্মাদিতি। তৎ সাদৃশ্যেন পরিচ্ছিন্নপ্রতিবিম্বতুল্যত্বেনেত্যর্থঃ। সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র যথা গৌণ্যা বৃত্ত্যা সিংহতুল্যত্বং দেবদত্তস্যোচ্যতে, ন তু সিংহত্বং, তদ্বদিত্যর্থঃ। নন্বেবং কেন নির্ণীতমিতি চেৎ, সূত্রকৃতা শ্রীব্যাসেনৈবেতি তৎ সূত্রদ্বয়ং

দর্শয়তি। তত্রৈকেনতদ্বাদদ্বয়নসম্ভবান্নিরস্ততি, "অম্বুবদিতি।" যথাম্বুনা ভূখণ্ডস্য পরিচ্ছেদঃ এবমুপাধিনা ব্রহ্ম-প্রদেশস্য স স্যাৎ, ন, অম্বুনা ভূখণ্ডস্যেব উপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্য গ্রহণাভাবাৎ। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যত" ইতি হি শ্রুতিঃ। অতো ন তথাত্বং ব্রহ্মণ উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বং নেত্যর্থঃ। যদ্বা অম্বুনি যথা রবেঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছিন্নস্য গৃহ্যতে, এবমুপাধৌ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো ব্যাপকস্য ন গৃহ্যতে। অতো ন তথাত্বং তস্য প্রতিবিম্বো নেত্যর্থঃ। তর্হি শাস্ত্রদ্বয়ং কথং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ, বৃদ্ধীতি দ্বিতীয়েন। তদ্দ্বয়ং ন মুখ্যবৃত্ত্যা প্রবর্ত্ততে, কিন্তু "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং" গুণাংশমাদায়ৈব, যথা মহদল্পৌ ভূখণ্ডৌ, যথা চ রবিতৎ-প্রতিবিম্বৌ বৃদ্ধিহ্রাসভাজৌ, তথা পরেশ-জীবৌ স্যাতাম্। কুতঃ? অন্তর্ভাবাৎ এতস্মিন্নংশে শাস্ত্রতাৎপর্য্যাপূর্ত্তেঃ। এবং সত্যুভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাৎ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বন্যায়েন পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য খণ্ডনম্, উত্তরন্যায়েন তু গৌণবৃত্ত্যা তস্য ব্যবস্থাপনমিতি। ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বা জীব এবেতি সূত্রকৃতাং মতম্, ঈশোঽপি ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বেতি মায়িনামীশবিমুখানাং মতমিতি বোদ্ধব্যম্॥ ৪২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত হেতুসকল দ্বারা দেখা যাইতেছে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র সকল, গৌণবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বের আংশিক সাদৃশ্য স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ "সিংহো মানবকঃ" এই কথা বলিলে, সিংহ শব্দের মুখ্যবৃত্তির বাদ হইয়া, গৌণ-বৃত্তির দ্বারা যদ্রূপ মানবককে সিংহতুল্য বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও গৌণবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের তুল্যতা জানিতে হইবে।

গৌণতাপ্রতিপাদক সূত্রের দ্বারা পরিচ্ছেদাদির নিরাস।

স্বয়ং সূত্রকর্ত্তা বেদব্যাস কর্তৃকই "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্।" "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্।" এই পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষীয় উভয় সূত্র দ্বারা গৌণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম সূত্রে দেখাইয়াছেন, যেমন জলের দ্বারা ভূমিখণ্ডের পরিচ্ছেদ গ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ উপাধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। কারণ উপাধির দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের গ্রহণই অসম্ভব হইতেছে, যেহেতু "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" এই শ্রুতিই তাঁহার গ্রহণ নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছিন্নতা নিরস্ত হইতেছে।

প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাপক ব্রহ্ম-বস্তুর প্রতিবিম্ব উপাধিতে পতিত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও নিরস্ত হইতেছে।* যদি প্রথম সূত্রের এবম্প্রকার তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে শাস্ত্রসঙ্গতি হইবে? এতদাশঙ্কার পরিহারার্থ দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। "অর্থাৎ পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-বাদ ব্রহ্মে মুখ্যবৃত্তিদ্বারা প্রবৃত্ত না হইয়া বৃদ্ধিহ্রাসাদি গুণাংশকে অবলম্বন করিয়া গৌণবৃত্তির আশ্রয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্য-প্রতিবিম্বে সূর্য্যের গুণাংশের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্মে গুণাংশের অর্থাৎ অল্পজ্ঞতা-সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণাংশেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এখানে প্রথম সূত্রে পরিচ্ছেদা-দির খণ্ডন, দ্বিতীয় উত্তর পক্ষ সূত্রে গৌণবৃত্তি দ্বারা তাহার সমন্বয় দেখাইয়াছেন :—

সকলকার অবগতির জন্য উক্ত সূত্র দ্বয়ের ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে—

"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" (বে, সূ, ৩।২।১৯)

গোবিন্দভাষ্য।—"অম্বুবদ্বিম্ববিপ্রকৃষ্টস্যোপাধেরগ্রহণান্ন তথাত্বম্। পরমাত্মনো বিভুত্বেন তদ্বিদূরপদার্থা-প্রসিদ্ধেরুপমেয়কোটেরুপমানকোটিতুল্যত্বং নেত্যর্থঃ। বিম্ববিদূরে জলাদ্যুপাধৌ পরিচ্ছিন্নস্য সূর্য্যাদেরা-

* বস্তুতত্ত্ব-নির্ণয় ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাসো গৃহ্যতে নৈবং পরমাত্মনঃ তস্যাপরিচ্ছেদাৎ। অতো ন তথাত্বমিতি বা পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ভবতি। "অলোহিতমচ্ছায়মিতি" শ্রুতেঃ। কিন্তু তদ্বচ্চেতন এব সঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামিতি" শ্রুতেঃ। ইত্থঞ্চাকাশদৃষ্টান্তোঽপি নিরস্তঃ। তদ্গত পরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশস্যৈব তত্তয়া প্রতীতিরবৈদুষী। ইতরথা দিগাদেরপি তদাপত্তিঃ। ন চাত্র শব্দোঽপি দৃষ্টান্তঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেতি।"

অম্বুর ন্যায় বিম্ববিপ্রকৃষ্ট উপাধির অগ্রহণ বশতঃ প্রতিবিম্বের সম্ভব হয় না। অর্থাৎ দূরস্থ সূর্য্য ও তদাভাসের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মার ও তদুপাধির সাম্য না থাকায় পরমাত্মার চিদাভাসকে জীব বলা যায় না, কারণ অবিদ্যা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ; জল যেমন সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী, অবিদ্যা সেরূপ পরমাত্মা হইতে দূরস্থ নহে, যেহেতু পরমাত্মা বিভু,—উহা হইতে বিদূর পদার্থ ই অপ্রসিদ্ধ। অতএব উপমান ও উপমেয়ের পরস্পর সাদৃশ্যই ঘটিতেছে না, সুতরাং পরমাত্মার আভাস জীব, এ কথা বলা যায় না। বিম্ব হইতে দূরবর্ত্তী জলাদি উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদির আভাস গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন পরমাত্মার এরূপে আভাস গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং জীব কখনই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহেন। "অলোহিতমচ্ছায়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যখন তাঁহার ছায়াই নিবারিত হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রতিবিম্বও হইতে পারে না। কিন্তু জীব পরমাত্মার ন্যায় নিত্য চেতন বস্তু। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের নিত্যত্ব ও চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে আকাশ দৃষ্টান্তও নিরস্ত হইয়াছে। আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন তেজের অংশ বিশেষের প্রতিবিম্বের প্রতীতি হয়, উহা দ্বারা আকাশের প্রতিবিম্ব স্বীকার অজ্ঞের কার্য্য। অন্যথা দিগাদিরও প্রতিবিম্বের আপত্তি হয়। শব্দও এখানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ পরমাত্মা ও শব্দের পরস্পর বৈধর্ম্ম সুপ্রসিদ্ধ। অতএব জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহে।"

রামানুজভাষ্য।—"অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ। অম্বুদর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে, ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অম্বাদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ। ইহ তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতস্সূর্য্যাদেরম্বুদর্পণাদিপ্রযুক্তদোষাননুষঙ্গস্তত্রতত্র স্থিত্যভাবাদেব। অতো ন তথাত্বং দার্ষ্টান্তিকস্য ন দৃষ্টান্ত তুল্যত্বমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ অম্বু ও দর্পণাদিতে যেমন সূর্য্য ও মুখাদির গ্রহণ হইয়া থাকে। তদ্রূপ পৃথিব্যাদি স্থানে পরমাত্মার গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু ভ্রান্তিবশতঃই সূর্য্যাদিকে জলাদিতে অবস্থিতের ন্যায় গ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে অবস্থিত নহে। কিন্তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পৃথিব্যাদিতে পরমাত্মা বাস্তবিক অবস্থিত আছেন এবং তাঁহার গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব জলাদিতে সূর্য্যাদির বস্তুত অনবস্থিতিসত্ত্বেও দোষ অসম্পৃক্ত বলা হয়। কিন্তু পরমাত্মা পৃথিব্যাদিতে অবস্থান করিলেও দোষ অসম্পৃক্ত। এই নিমিত্তই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যতা নিরস্ত হইয়াছে।

"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" (বে, সূ, ৩।২।২০)

গোবিন্দভাষ্য।—"প্রতিবিম্ব শাস্ত্রেণ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নায়ং দৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে কিন্তু গুণবৃত্ত্যৈব বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্ সাধর্ম্ম্যাংশনাশ্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ। কুতঃ অন্তর্ভাবাৎ। এতস্মিন্নেবাংশে শাস্ত্রতাৎপর্য্যপরিসমাপ্তেরিত্যর্থঃ। এবং সত্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ। উপমানোপমেয়য়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্য মুখ্যস্য নিরাসাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমাদায় প্রকৃতে তদভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। তচ্চেত্থং বোধ্যম্। সূর্য্যো হি

বৃদ্ধিভাক্ জলাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তৎপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকান্তহ্রাসভাজো জলাদ্যুপাধিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্ত্যেবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তদংশকা জীবাস্ত্বণবঃ প্রকৃতিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চেতি। তস্মাদিয়মুপমা তদ্ভিন্নত্ব-তদধীনত্ব-তৎসাদৃশ্যৈরেব ধর্ম্মৈঃ সিদ্ধা। নতূপাধিপ্রতিফলিত-রূপাভাসত্বেন ধর্ম্মেণেতি। অতএব নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীব ইত্যাহ পৈঙ্গীশ্রুতিঃ। সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেরিতি॥”

“উক্ত প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের কিরূপ সঙ্গতি হইবে তাহা উত্তরপক্ষ সূত্রদ্বারা বলিতেছেন। প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তিদ্বারা ঐ দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু গৌণবৃত্তি দ্বারাই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের মুখ্য সাদৃশ্য নিরাকৃত হইলেও, বৃদ্ধিহ্রাসাদি কতকগুলি আংশিক সাধর্ম্ম্য অবলম্বনে গৌণ-সাদৃশ্য স্বীকৃত হইতেছে। যেহেতু ঐ অংশেই শাস্ত্রতাৎপর্য্যের পরিসমাপ্তি লক্ষিত হয়। এইরূপে উপমান ও উপমেয়ের সঙ্গতিহেতু, উক্ত সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। সূর্য্য বৃহৎ বস্তু, জলাদি উপাধি-ধর্ম্মে উহা সম্পৃক্ত হইতে পারে না ; বিশেষত উহা স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্যসকল হ্রাসভাগী, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু, জলাদি উপাধিধর্ম্মের সহিত উহার যোগ হইয়া থাকে। বিশেষত উহা পরতন্ত্র। ঐরূপ পরমাত্মা বিভু বস্তু প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সহিত অসম্পৃক্ত ও স্বতন্ত্র। পরমাত্মার অংশভূত জীব সকল অনুচৈতন্য, প্রাকৃ-তিক ধর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত ও পরতন্ত্র। অতএব তদ্ভিন্নত্ব, তদধীনত্ব ও তৎসাদৃশ্য প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা এই উপমা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু উপাধিতে প্রতিফলিত রূপাভাস-রূপ ধর্ম্মের দ্বারা ঐ উপমার সিদ্ধি হয় না। এই নিমিত্ত পৈঙ্গীশ্রুতিতে জীবকে নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ, নিরুপাধিক ও সোপাধিক। ইন্দ্রধনু যেরূপ সূর্য্যের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, তদ্রূপ জীবও পরমাত্মার নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে “পরমপুরুষ হরির অংশ, প্রতিবিম্বাংশক ও স্বরূপাংশকরূপে দুইপ্রকার, প্রতিবিম্বাংশক জীব, স্বরূপাংশক মৎস্যকূর্ম্মাদি :—

> “দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ।
> প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ॥
> প্রতিবিম্বাংশকাজীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ।
> প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চেতি॥”

অতএব ভাষ্যকারের মতে দেখা যাইতেছে পরিচ্ছেদাদিবাদের খণ্ডন করিয়া, গৌণবৃত্তি স্বীকার দ্বারা সাদৃশ্যের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে॥ ৪২॥

তত এবাভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন, জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা স্বাভাবিকতদ-চিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকে, ব্যতিরেকেণ চ বিরোধং পরি-হৃত্যাগ্রে মুহুরপি তদেতদ্ব্যাস-সমাধিলব্ধসিদ্ধান্তযোজনায় যোজনীয়ানি॥ ৪৩॥

তদেবং মায়াশ্রয়ত্বমায়ামোহিতত্বাভ্যাং স্থিতে তয়োর্ভেদে তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্ব-মায়াতম্॥ ৪৪॥

বিদ্যাভূষণ।

তত ইতি। পরিচ্ছেদাদিশাস্ত্রদ্বয়স্য তৎসাদৃশ্যার্থকত্বেন নীতত্বাদেব হেতোস্ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদীন্যভেদশাস্ত্রাণি, তদেতদ্ব্যাসসমাধিসিদ্ধান্তযোজনায় মুহুরগ্রে যোজনীয়ানীতি সম্বন্ধঃ। কেন হেতুনেত্যাহ;

উভয়োরীশজীবয়োশ্চিদ্রূপত্বেন হেতুনা। যথা গৌরশ্যাময়োস্তরুণকুমারয়োর্ব্বা বিপ্রয়োর্বিপ্রত্বেনৈক্যং, ততশ্চ জাত্যৈবাভেদো, ন তু ব্যক্ত্যেরিত্যর্থঃ। তথা জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা তদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্ব্যতিরেকে, ব্যতিরেকেণ চ হেতুনা বিরোধং পরিহৃত্যেতি। পরেশস্য খলু স্বরূপানুবন্ধিনী পরাখ্যাশক্তিরুষ্ণতেব রবেরস্তি, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি" মন্ত্রবর্ণাৎ, বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তেতি স্মরণাচ্চ। সা হি তদিতরান্নিখিলান্নিয়ময়তি। যস্মাৎ তদন্যে সর্ব্বেঽর্থাঃ স্বস্বভাবমত্যজন্তো বর্ত্তন্তে। প্রকৃতিঃ কালঃ কর্ম্ম চ স্বান্তঃস্থিতমপীশ্বরং স্প্রষ্টুং ন শক্নোতি, কিন্তু ততো বিভ্যদেব স্বস্বভাবে তিষ্ঠতি। জীবগণশ্চ তৎসজাতীয়োঽপি ন তেন সমর্চিতুং শক্নোতি কিন্তু তমাশ্রয়ন্নেব বৃত্তিং লভতে মুখ্যপ্রাণমিব শ্রোত্রাদিরিন্দ্রিয়গণ ইতি। তথা চ যদ্বৃত্তির্যদধীনা স তদ্রূপ ইত্যভেদশাস্ত্রস্যাপি ভেদশাস্ত্রেণ সার্দ্ধমবিরোধোঽয়ং শ্রীব্যাসসমাধিলব্ধসিদ্ধান্তসব্যপেক্ষ ইতি। তথা চাত্রেশজীবয়োঃস্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৩ ॥

তদেবমিতিস্ফুটার্থম্। তদ্ভজনস্য মায়ানিবারকত্বেত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এইরূপে পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রের সাদৃশ্যার্থে তাৎপর্য্য নিশ্চয় হওয়ায় "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদ শাস্ত্রেরও জীব এবং ঈশ্বর উভয়ের নিত্য চিদ্রূপতা বশতঃ সাদৃশ্যেই তাৎপর্য্য অবধারিত হইতেছে। অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবের চিৎ-ধর্ম্মাংশে প্রভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, যেমন গৌরবর্ণ বিপ্রের সহিত শ্যামবর্ণ বিপ্রের জাতিগত বিপ্রত্ব-ধর্ম্মে ভেদ না থাকিলেও ব্যক্তিগত ভেদ থাকে, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে পার্থক্য না থাকিলেও জীব-ব্রহ্মরূপে ব্যক্তিগত ভেদ থাকে।

পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বের সাদৃশ্যে তাৎপর্য্য।

পরমাত্মা ব্যাপক স্বতঃ চৈতন্যস্বরূপ সূর্য্যের উষ্ণতার ন্যায় তিনি তাঁহার "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিতা স্বরূপানুবন্ধিনী-পরাখ্যা-শক্তি সমুদায়ে পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই চিৎপদার্থ, অপিচ ব্রহ্মের দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তিতে জীব সমূহ তাঁহার রশ্মিপরমাণু স্থানীয় সুতরাং ব্রহ্মব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এই দুই হেতু দ্বারা অভেদ ও ভেদবাদের বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক অভেদ শাস্ত্রবাক্য সমূহ ব্যাসসমাধি লব্ধ সিদ্ধান্ত যোজনায় অতঃপর পুনশ্চ যোজনীয়রূপে গণ্য করা হইবে।

জীব তদধীন দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়ার দাস। স্বভাবতঃ সূর্য্যরশ্মি ও পরমাণুর সহিত সূর্য্যের যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি সূর্য্য হইতে উৎভূত হইলেও, সূর্য্য যেমন রশ্মিস্বরূপ নহেন, কিন্তু উহা হইতে পৃথক্ পরম স্বরূপ, তদ্রূপ শ্রীভগবানও জীবের পরম স্বরূপ। শ্রীভগবানের উক্ত দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, রশ্মি স্থানীয় জীব তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়াও তাঁহার অংশ রূপে অপৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সূক্ষ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। জীবের এই অংশ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত-সূত্র স্বয়ংই "মন্ত্রবর্ণাৎ" (বে, সূ, ২।৩।৪২) সূত্রে জীবের অংশত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।

শঙ্করভাষ্য।—"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যং। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ। কুতশ্চাংশত্বাবগমঃ॥ "মন্ত্রবর্ণাচ্চ"॥ (৪৪)

মন্ত্রবর্ণশ্চৈতমর্থমবগময়তি "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি। অত্র ভূতশব্দেন জীবপ্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি—"

অর্থাৎ চৈতন্যাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যেমন উষ্ণতার প্রতীতি হয়,

তদ্রূপ ভেদ ও অভেদ দ্বারা অংশের অবগতি হইয়া থাকে। ভেদ ও অভেদ দ্বারা জীবের অংশত্ব কি প্রকারে অবগত হওয়া যাইতেছে? "মন্ত্রবর্ণাৎ"। এখানে ভূত শব্দের দ্বারা জীব-প্রধান স্থাবর-জঙ্গমাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রামানুজ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি মন্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রহ্মাণোংশো জীবঃ। অংশবাচী হি পাদশব্দঃ। বিশ্বাভূতানি ইতি জীবানাং বহুত্বাদ্বহু বচনং মন্ত্রে, সূত্রেঽপি অংশ ইত্যেক-বচন জাত্যভিপ্রায়ম্।" অর্থাৎ "পাদোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ হইতে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জানা যাইতেছে। যেহেতু পাদশব্দ অংশেরই বাচক ইত্যাদি"।

গোবিন্দভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে --"পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানীতি মন্ত্রবর্ণোঽপি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমাহ।" অর্থাৎ পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন"। অতএব উক্ত ভাষ্য-কারগণও একবাক্যে বেদমন্ত্র হইতে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং ইহার পরের সূত্রে উহাই স্মৃতিবাক্যের দ্বারাও বিশেষ প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন—"অপি চ স্মর্য্যতে" (বে, সূ, ২।৩।৪৩) শঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে "ঈশ্বরগীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ।" রামানুজভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে"অর্থাৎ গীতার "মমৈবাংশ" শ্লোক হইতে জীব যে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অংশ তাহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। গোবিন্দভাষ্যেও"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন" ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্যৌপাধিকত্বং নিরস্তং। তস্মাৎ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্ত্তৃত্বাদিকমপি তদায়ত্তম্।—"

অর্থাৎ স্মৃতিতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব ব্যক্ত হইয়াছে "এই জীবলোকে জীবভূত নিত্যবস্তু আমারই অংশ" ইত্যাদি ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জীবের ঔপাধিকত্ব নিরাসপূর্ব্বক নিত্য ভগবদংশত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব জীব যে পরমাত্মার অংশ তাহা সকল ভাষ্যকারগণেরই অভিপ্রেত। তথাপি জীব মায়ার অধীন। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মার শক্তিসকল পরমাত্মার সমীপে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না, তদ্দিতর নিখিল জগতের উপর স্বসামর্থ্যবিধান করতঃ উহাদিগকে চালন করিয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্যাংশে এক হইলেও জীব ঐ শক্তির অধীন, এবং যদ্রূপ মুখ্য প্রাণকে আশ্রয় না করিলে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ জীব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেও সক্ষম হয় না।

এক্ষণে পরমাত্মার সহিত জীবের কোন অংশে ভেদ ও কোন অংশে অভেদ তাহার নিরূপণ হওয়ায়, অভেদ শাস্ত্রের সহিত ভেদ শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধও পরিহৃত হইতেছে। এবং মহর্ষি-বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সিদ্ধান্তানুসারেই স্থিরীকৃত সুতরাং জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ বিভেদই সিদ্ধ হইল॥ ৪৩॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাসসমাধি হইতে, ঈশ্বর মায়ার আশ্রয়, আর জীব মায়া দ্বারা মুগ্ধ, এই উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পরমাত্মার ও জীবের নিত্যভেদ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, এবং ঐ পরমাত্মার ভজনই মায়ার নিবারক বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, উক্ত ভগবদ্ভজনেরই অভিধেয়তা সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইতেছে॥৪৪॥

অতঃ শ্রীভগবত এব সর্ব্বহিতোপদেষ্টৃত্বাৎ, সর্ব্বদুঃখহরত্বাৎ, রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বাধিকগুণশালিত্বাৎ, পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি প্রয়োজনঞ্চ স্থাপিতম্॥ ৪৫॥

বিদ্যাভূষণ।

মায়ামোহনিবারকত্বাদ্ যস্ত ভজনমভিধেয়ম্, স ভগবানেব ভক্তাং প্রেমযোগ্য ইত্যর্থাদাগতমিত্যাহ, অত ইতি। অতো মায়ামোহনিবারকভজনত্বাৎ ভগবত এব পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি সম্বন্ধঃ। জীবাত্মা প্রেমযোগ্যঃ, পরমাত্মা ভগবাংস্তু পরমপ্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ। কুতঃ ইত্যপেক্ষায়াং হেতুচতুষ্টয়মাহ, সর্ব্বেতি। রশ্মীনামিত্যাদি। সূর্য্যো যথা রশ্মীনাং স্বরূপং ন, কিন্তু পরমস্বরূপমেব ভবেদিত্যেবং জীবানাং ভগবানিতি স্বরূপৈক্যং নিরস্তম্। অন্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ সৌবালব্রাহ্মণাচ্চ জীবাত্মানঃ পরাত্মনঃ শরীরাণি ভবন্তি, স তু তেষাং শরীরীতি ভেদঃ প্রস্ফুটো জ্ঞাতঃ। অতঃ সর্ব্বাধিকেতি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মায়া-মোহন নিবারক বলিয়া যে ভগবানের ভজনের অভিধেয়তা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই শ্রীভগবানই যে ভজনকারী জীবের একমাত্র প্রেমের যোগ্য এবং উহা যে স্বতঃসিদ্ধ তাহা হেতুর সহিত উক্ত হইতেছে; যিনি সকল প্রকার মঙ্গলের উপদেষ্টা, যিনি সকল প্রকার দুঃখেরই হরণকর্ত্তা এবং সূর্য্য যদ্রূপ তদীয় রশ্মিসমূহের পরম স্বরূপ, তদ্রূপ যিনি এই নিখিল জীবের পরম স্বরূপ, ও যিনি জীব হইতে অধিক গুণশালী যেহেতু তিনি সকল জীবের অন্তর্যামিরূপে প্রেরকতাদি ধর্ম্ম দ্বারা তাহাদের শরীরিরূপে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং এই সকল হেতু হইতে তিনিই যে পরম প্রেমের আশ্রয় তাঁহাকেই যে ভালবাসিতে হয়, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা যে আত্মার তৃপ্তির জন্য সকলকেই তৃপ্তি-কারক বলিয়া মনে হয়, সেই আত্মার যিনি আত্মা তাঁহাতেই পরানন্দের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" অর্থাৎ বিপুল-সুখ-স্বরূপ শ্রীহরিই একমাত্র সুখস্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ আর নাই, সুতরাং সেই সুখরূপ পুরুষের অংশাদিভেদে বহু মূর্ত্তি থাকিলেও পরম আনন্দময় যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাহাতেই পরমপ্রেম-যোগ্যত্ব সংস্থাপিত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনও বিশেষ প্রকারে স্থাপিত হইল ॥ ৪৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিই প্রেমের আশ্রয়।

তত্রাভিধেয়ঞ্চ তাদৃশত্বেন দৃষ্টবানপি। যতস্তৎপ্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীভাগবতাখ্যামিমাং সাত্বতসংহিতাম্ প্রবর্ত্তিতবানিত্যাহ, অনর্থেতি। ভক্তিযোগঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণঃ সাধনভক্তির্ন তু প্রেমলক্ষণঃ। অনুষ্ঠানং হ্যুপদেশাপেক্ষং, প্রেম তু তৎপ্রসাদাপেক্ষমিতি। তথাপি তস্য তৎপ্রসাদহেতোস্তৎপ্রেমফলগর্ভত্বাৎ সাক্ষাদেবানর্থোপশমনত্বং, ন ত্বন্যসাপেক্ষত্বেন, "যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" স্বর্গাপবর্গমিত্যাদেঃ।" জ্ঞানাদেস্তু ভক্তিসাপেক্ষত্বমেব, "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমিত্যাদেঃ।" অথবা—অনর্থস্য সংসারব্যসনস্য তাবৎ সাক্ষাৎ অব্যবধানেনোপশমনং, সম্মোহাদিদ্বয়স্য তু প্রেমাখ্যস্বীয়ফলদ্বারেত্যর্থঃ। অতঃ পূর্ব্ববদেবাত্রাভিধেয়ং দর্শিতম্ ॥ ৪৬ ॥

বিদ্যাভূষণ।

তত্রাভীতি। তাদৃশত্বেন মায়ানিবারকত্বেন। দৃষ্টবানপি শ্রীব্যাসঃ। অনুষ্ঠানং কৃতিসাধ্যং। তৎপ্রসাদেতি ভগবদনুগ্রহেত্যর্থঃ। তস্য শ্রবণাদিলক্ষণস্য। অন্যসাপেক্ষত্বেন কর্ম্মাদিপরিকরত্বেন। জ্ঞানাদেস্ত্বিতি। জ্ঞানমত্র যস্য ব্রহ্মেত্যুক্তং ব্রহ্মবিষয়কম্। সম্মোহাদীত্যাদিপদাদাত্মনো জড়দেহাদিরূপত্বামননং গ্রাহ্যম্। অত ইতি অত্র অনর্থেতি বাক্যে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয় শ্রীভগবানের ভজনকে উক্ত প্রকারে মায়ার নিবারক রূপে দেখা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান প্রযত্নসাপেক্ষ-হওয়ায়, জীবগণকে ঐ ভজনে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এই সাত্বত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা "অনর্থোপশমং" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উক্ত শ্লোকে যে ভক্তিযোগের উল্লেখ হইয়াছে ঐ ভক্তি বলিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ সাধন-ভক্তি জানিতে হইবে, কারণ সাধনভক্তির অনন্তর সাধন-পরিপাকে প্রেমের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, সুতরাং উহা প্রেমভক্তি নহে। অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ অপেক্ষা করে, উক্ত উপদেশ সাপেক্ষ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধন ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে প্রেম প্রদান করেন, তাদৃশ ভাগ্যবান প্রেম-লাভে সক্ষম হন। তথাপি ঐ শ্রবণাদিলক্ষণ সাধন-ভক্তি যখন ভগবৎ-প্রসাদের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন প্রেমেরও প্রাপক, সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনর্থেরও যে নিবারক তাহা বলাই বাহুল্য, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অনর্থ-নিবারণের বহু পরে প্রেমের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভক্তি যে অন্যাপেক্ষ-শূন্যা হইয়া স্বয়ংই ঐ ভগবৎ-প্রসাদাদি প্রদান করেন, তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা।

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তি-যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি॥" (ভা, ১১৷২০৷৩২-৩৩)

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা, যোগাদি দ্বারা, দানধর্ম্মের দ্বারা, অথবা অপর তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদির দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, যদ্যপি আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি ভজনের পরিপোষণ জন্য স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতিও প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সকল অনায়াসেই লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু জ্ঞানাদি ভক্তিকে অপেক্ষা করিয়া ধামাদির প্রাপক হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে উহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—

"শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥" (ভা, ১০৷১৪৷৪)

যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি সর্ব্ববিধ লাভের অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাবিধ সাধনলভ্য ফলের প্রাপক তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি যে ভক্তি একমাত্র পরম মঙ্গলের সাধক অর্থাৎ যে ভক্তি তোমার বিচিত্র-চিন্ময়-মধুর রূপ, গুণ ও লীলাদির সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া তদ্বিষয়ে স্ফূর্ত্তি প্রদান করে, সেই ভক্তিকে অবহেলা করতঃ দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ স্ববিজ্ঞতা-মাত্র-তাৎপর্য্যক জ্ঞান-লাভে প্রয়াসী হয়, তাহাদের কেবল ক্লেশ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে, যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য পরি-ত্যাগকারী ব্যক্তি স্থূল তুষের (যাহা ধান্যবৎ প্রতীয়মান হয়,) অবঘাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ফললাভে সক্ষম না হইয়া কেবল ক্লেশমাত্রই লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ

জ্ঞানের ভক্তি সাপেক্ষতা।

ভক্তি-পরিত্যাগকারী মূঢ়গণেরও ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানাদিও যে ভক্তি সাপেক্ষ এতদ্দ্বারা তাহা পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "অনর্থোপশমং" শ্লোকের অনর্থোপশম শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায় যে "যাহা অব্যবধানে সংসার দুঃখের নিবারক"। এবং ভক্তি যে নিজ অনির্ব্বচনীয় প্রেমরূপ ফল প্রদানে মায়া-মোহন ও মোহ-জন্য আত্মাকে জড়দেহরূপে মনন এতদুভয়কেই নিবারণ করিয়া থাকেন, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখান হইল ॥ ৪৬ ॥

অথ পূর্ব্ববদেব প্রয়োজনঞ্চ স্পষ্টয়িতুমং, পূর্ব্বোক্তস্য পূর্ণপুরুষস্য চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্বং ব্যঞ্জয়িতুং গ্রন্থ-ফলনির্দ্দেশদ্বারা তত্র তদনুভবান্তরং প্রতিপাদয়ন্নাহ, যস্যামিতি। ভক্তিঃ— প্রেমা, শ্রবণরূপয়া সাধনভক্ত্যা সাধ্যত্বাৎ। উৎপদ্যতে—আবির্ভবতি। তস্যানুষঙ্গিকং গুণ-মাহ শোকেতি—অত্রৈষাং সংস্কারোঽপি নশ্যতীতি ভাবঃ; "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদ্" ইতি শ্রীঋষভদেববাক্যাৎ। পরমপুরুষে পূর্ব্বোক্ত-পূর্ণ-পুরুষে। কিমাকারে ইত্যপেক্ষায়ামাহ, কৃষ্ণে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদি শাস্ত্রসহস্র-ভাবিতান্তঃকরণানাং পরম্পরয়া তৎপ্রসিদ্ধিমধ্যপাতিনাঞ্চাসংখ্যলোকানাং তন্নামশ্রবণমাত্রেণ যঃ প্রথম-প্রতীতি-বিষয়ঃ স্যাৎ, তথা তন্নাম্নঃ প্রথমাক্ষরমাত্রং মন্ত্রায় কল্পমানং যস্যাভিমুখ্যায় স্যাত্তদাকারে ইত্যর্থঃ। আহুশ্চ নামকৌমুদীকারাঃ—"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি" ॥ ৪৭ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অথেতি। প্রয়োজনং ভগবৎপ্রেমলক্ষণম্ তত্রেতি। তত্র সমাধৌ শ্রীব্যাসস্যান্যমনুভবমিত্যর্থঃ। আবির্ভবতীতি। প্রেম্নঃ পরাসারাংশত্বেনোৎপত্ত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। তস্যেতি প্রেম্নঃ। অত্র প্রেম্ণি সতি। কৃষ্ণস্তু ভগবানিতি শ্রীসূতাদীনাং শ্রীজয়দেবাদীনাঞ্চা-সংখ্যলোকানামিত্যর্থঃ। তন্নামেতি তন্নাম্ন ইতি চোভয়ত্র কৃষ্ণেতি নাম বোধ্যম্। রূঢ়িরিতি। প্রকৃতি-প্রত্যয়-সম্বন্ধং বিনৈব যশোদা-সুতে প্রসিদ্ধির্মণ্ডপশব্দস্যেব গৃহবিশেষে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয়-সমাধিতে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনারূপ ভক্তিতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া অনন্তর উপাসনার ফলস্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বকে বিশদভাবে দেখাইবার নিমিত্ত, এবং পূর্ব্বোক্ত "ভক্তি-যোগেন" শ্লোকের পূর্ণ-পুরুষ শব্দে পূর্ণ পদের মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির দ্বারা যদিচ শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদিত হইয়াছেন তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের ফল-নির্দ্দেশ-দ্বারা স্বকীয় অনুভবের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দলাভেরও উপর পরমানন্দের প্রাপক, ভক্তিভাবিত অন্তঃকরণে পূর্ণ-পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, তদীয় অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই ব্যক্ত করিবার অভিলাষে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ফল-নির্দ্দেশ-দ্বারা বলিতেছেন; "যস্যাং" ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে, এখানে বৈধ-সাধন-ভক্তির অন্যতম শ্রবণ-ব্যতিরেকে যখন অপর কোন ভক্তির অধিকার জন্মে না, কারণ কীর্ত্তনাদি যে কোন কার্য্যই করা হউক তাহার আদিতে শ্রবণ-সাপেক্ষতা থাকিতেছে সুতরাং শ্রেষ্ঠ সেই শ্রবণ-রূপা সাধন-ভক্তি দ্বারা পরাভক্তি অর্থাৎ পরমসাধ্যরূপা প্রেম-ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তদানুসঙ্গিক অপর যে সকল গুণাদি লাভ হয় তাহাও উক্ত হইয়াছে—"শোকমোহভয়াপহা"

অর্থাৎ যাহা শোক, মোহ ও গতাগতি-রূপ ভীষণ ভয়ের নিবারক ; যাহা শ্রবণ করিবার অভিলাষ করিলেই শোকাদি নিবারিত হয়, এবং শ্রবণ করিলে প্রেম লাভ হইয়া থাকে। উক্ত শোক-শব্দে শোকের প্রধান কারণ যে সংস্কার, ভক্তি উক্ত সংস্কারকেও নষ্ট করিয়া থাকেন। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে :—

ভক্তির সর্ব্ব-পাপ-হারিত্ব। "ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।"

অর্থাৎ সুদুর্ল্লভা এই ভক্তি ক্লেশকে নষ্ট করেন, শুভ ফল প্রদান করেন, মোক্ষাভিলাষকে তুচ্ছ করিয়া দেন। উক্ত ক্লেশ সম্বন্ধেও বিশেষ বিভাগ আছে ;—

"ক্লেশস্তু,—পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা"

অর্থাৎ উক্ত ক্লেশ,—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা রূপে তিন প্রকার। উক্ত পাপও প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ রূপে দুইপ্রকার :—

"অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা"

অর্থাৎ প্রারব্ধ-পাপ বলিতে যে পাপের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে উহাই প্রারব্ধ। যাহার ভোগ আরম্ভ হয় নাই অথচ যাহা প্রদান জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, উহাই অপ্রারব্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভক্তি উভয়বিধ পাপ, পাপের বীজভূত অহঙ্কার ও অহঙ্কারের আস্পদ যে অবিদ্যা উহাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীঋষভ দেবের বাক্যেও উক্ত হইয়াছে "বাসুদেব রূপী আমাতে যে পর্য্যন্ত জীবের প্রীতি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত দেহাদি-বন্ধনের মোচন হয় না।" এখানে কাহাকে প্রীতি করিতে হইবে তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণে পরম পুরুষে" অর্থাৎ সমাধিতে সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত পূর্ণ-পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ; শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণে, যাহা সহস্র সহস্র শাস্ত্রানুশীলন-ভাবিতান্তঃকরণ শ্রীসূত শ্রীজয়দেব আদি করিয়া পরম্পরাক্রমে অসংখ্য লোকের অনুভব সিদ্ধ,—এবং উক্ত নাম শ্রবণমাত্রেই যিনি প্রথম-প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকেন,—অপিচ যাঁহার নামের প্রথমাক্ষর মাত্র মন্ত্ররূপে কল্পিত হইয়া তদীয় আভি-মুখ্যের প্রদানকারী হয়,—এবম্ভূত শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নামকৌমুদীকার বলেন "কৃষ্ণ" শব্দ যশোদা-স্তন-পানকারী, তমাল-শ্যাম-কান্তি-পরব্রহ্মে রূঢ়ী ভাবেই প্রযুক্ত। অর্থাৎ যদ্রূপ মণ্ডপ শব্দের দ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও গৃহবিশেষে শক্তি গ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি-প্রত্যয়-সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে কৃষ্ণ শব্দও সেই যশোদানন্দনকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সপারিষদ্ ব্রজমণ্ডলে আবির্ভাব সম্বন্ধে ঋঙ্মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে :—

ঋক্-মন্ত্রেও কৃষ্ণ শব্দের যশোদানন্দনই তাৎপর্য্য।

"কৃষ্ণন্নিয়ানাং হরয়ঃ সুপর্ণাঃ আপো বসানা দিবমুৎপতন্তি। ত আববৃত্রন্তসদনাদৃতস্যাদিদ্ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥" (২ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ২৩ বর্গ) (কৃষ্ণং) কৃষ্ণবর্ণং (নিয়াণং) নিয়মেন ভাগবত-সংরক্ষণার্থং আগচ্ছন্তং মেঘশ্যাম-বপুঃ ইত্যর্থঃ। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। (হরয়ঃ) যজ্ঞভাগহরাঃ দেবাঃ (সুপর্ণাঃ) শোভন পতনাঃ সন্তো (দিবং) দ্যুলোকং (উৎপতন্তি) ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি ক্ষণমপি ভূমৌ নাতিষ্ঠন্তি—ইত্যর্থঃ। তে দেবাঃ কীদৃশাঃ (অপোবসানাঃ) মানুষ-শরীরৈরাচ্ছাদিতা ইত্যর্থঃ। উদকানি বাসয়ন্তং যেষু শরীরেষু অদ্ভিঃ শরীরান্ পূরয়ন্তঃ। "আপো বা মানুষং শরীরং" ইতি শ্রুতেঃ। "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি"

ইতি শ্রুতেঃ। (আববৃত্রন্) শ্রীকৃষ্ণং সমন্তাৎ গোপ-যাদবাদি-রূপেণাবৃত্যস্থিতা ইত্যর্থঃ। বৃতুবর্ত্তনেঽস্মরন্। (ঋতস্য সদনাৎ) সত্যলোকাৎ শ্রীগোলোকাদত্যেতি শেষঃ। (আদিঘৃতেন পৃথিবী ব্যুন্ততে) অনন্তরমেব যদা ভূলোকমাগচ্ছন্তি তদানীং এব ঘৃতেন হৈয়ঙ্গবীনেন পৃথিবীব্যুন্ততে বিবিধং ক্লিন্নতে। ("কৃষ্ণং নিরয়ণং রাত্রি রাদিত্যস্তহরয়ঃ সুপর্ণা আদিত্যস্যরশ্ময়"—ইত্যাদি নিরুক্তং দ্রষ্টব্যং।) স্বর্গাদি বাসাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্যং শ্রেয় ইতি মত্বা সমস্ত দেবগণাঃ ব্রজমণ্ডলে বাসমরোচয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ তস্যৈব প্রয়োজনস্য ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি পরমত্বমনুভূতবান্। যতস্তাদৃশং শুকমপি তদানন্দবৈশিষ্ট্যলম্ভনায় তামধ্যাপয়ামাসেত্যাহ, "স সংহিতামিতি। কৃত্বানুক্রম্য চেতি"—প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপেণ কৃত্বা পশ্চাত্তু শ্রীনারদোপদেশাদনুক্রমেণ বিবৃত্যেত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতম্ ভারতানন্তরং যদত্র শ্রূয়তে, যচ্চান্যত্রাষ্টাদশপুরাণানন্তরং ভারতমিতি, তদ্দ্বয়মপি সমাহিতং স্যাৎ। ব্রহ্মানন্দানুভবনিমগ্নত্বাৎ নিবৃত্তিনিরতং সর্ব্বতো নিবৃত্তৌ নিরতং, তত্রাব্যভিচারিণম-পীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অথেতি। ব্রহ্মানন্দাদ্যস্য ব্রহ্মেত্যুক্তবস্তুসুখাদপি পরমত্বমুৎকৃষ্টত্বমনুভূতবান্ শ্রীব্যাসঃ। তাদৃশং তদানন্দানুভবিনমপি। তদানন্দেতি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-প্রাপণায়েত্যর্থঃ। অতএবেতি। যদত্রেতি। অত্র শ্রীভাগবতে। অন্যত্র মাৎস্যাদৌ ;—অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। চক্রে ভারতমাখ্যানং বেদার্থৈরুপবৃংহিতমিত্যনেনেত্যর্থঃ। তত্রেতি নিবৃত্তাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মানন্দানুভব অর্থাৎ "সোহং"জ্ঞান জন্য আনন্দ হইতেও পূর্ব্বোক্ত ভগবৎ-প্রেম-লাভ-রূপ প্রয়োজনের পরম উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মানন্দানুভবী শুকদেবকেও যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ-প্রাপণ জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং শুকদেব অহং-ভাব-শূন্য হইলেও শ্রীভগবানের অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও কৃপালুতার বিষয় অবগত হইয়া আকৃষ্ট-হৃদয়ে ইহা অধ্যয়ন করতঃ শ্রীভগবানের সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেম লাভ করিয়াছিলেন ; "স সংহিতাং ভাগবতীং" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "কৃত্বানুক্রম্য" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া, অনন্তর দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে আনুক্রমে অর্থাৎ একমাত্র শ্রীভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য-খ্যাপন-রূপ বিশেষ বিস্তার করিয়াছিলেন। যেহেতু এই নারদোপদেশ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের অনন্তর, এবং পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলি-নিগ্রহের পূর্ব্বে হইয়াছিল। কারণ তৎকালে কলি স্বকীয়াধিকার বিস্তারের জন্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, পরম ধার্ম্মিক মনস্বীগণেরও চিত্তে মালিন্যের উদ্গম হইয়াছিল, এমন কি মহর্ষি-বেদব্যাসেরও চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিল। "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে" ইত্যাদি মূল শ্লোকেই শ্রীভগবানের অপ্রকটের পর এই ভাগবৎসূর্য্যের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। সুতরাং মৎস্যপুরাণোক্ত—"সত্যবতী-সুত ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়া, বেদার্থের প্রকাশক এই ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি বাক্যোক্ত অষ্টাদশ-পুরাণের অনন্তর ভারত, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি অনুসারে ভারত রচনা করিয়াও চিত্তের অপ্রসন্নতা দূরীভূত করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার, এতদুভয় বাক্যেরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে।

নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানানন্দ হইতে প্রেমের শ্রেষ্ঠতা।

মহর্ষি ব্রহ্মানন্দানুভব জন্য নিবৃত্তি-নিরত শুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ইহা হইতে

দেখা যাইতেছে যে যিনি সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্তিতেই নিরত, তিনি ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি যে পরম নিবৃত্তিরই উপায় তাহাও প্রতিপাদিত হইতেছে, যাহা "ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিত" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভাগবত স্বয়ং পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

তমেতং শ্রীবেদব্যাসস্য সমাধিজাতানুভবং শ্রীশৌনক-প্রশ্নোত্তরত্বেন বিশদয়ন্ সর্ব্বাত্মারামানুভবেন সহেতুকং সম্বাদয়তি, "আত্মারামাশ্চেতি"। নিগ্রন্থাঃ,—বিধিনিষেধাতীতাঃ, নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ো বা। অহৈতুকীং,—ফলানুসন্ধিরহিতাম্। অত্র সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ, ইত্থম্ভূত, আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণস্বভাবো গুণো যস্য স ইতি। তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি, হরেগুর্ণেতি। শ্রীব্যাসদেবাদ্ যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তা মতির্য্যস্য সঃ, পশ্চাদধ্যগাৎ মহদ্বিস্তীর্ণমপি। ততশ্চ তৎসংকথাসৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্ব্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিযোজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্য তস্যান্তর্দর্শনাত্তন্নিবারণে সতি কৃতার্থম্মন্যতয়া স্বয়মেকান্তমেব গতবান্। তত্র শ্রীবেদব্যাসস্তু তং বশীকর্ত্তুং তদনন্যসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা, তদ্গুণাতিশয়প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিৎ শ্রাবয়িত্বা, তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা, তদেব পূর্ণং তমধ্যাপয়ামাসেতি শ্রীভাগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ। তদেবং দর্শিতং বক্তুঃ শ্রীশুকস্য বেদব্যাসস্য চ সমানহৃদয়ম্। তস্মাদ্বক্তুর্হৃদয়ানুরূপমেব সর্ব্বত্র তাৎপর্য্যং পর্য্যালোচনীয়ং, নান্যথা। যদ্যত্তদন্যথা পর্য্যালোচনং, তত্র তত্র কুপথগামিতৈবেতি নিষ্টঙ্কিতম্। শ্রীসূতঃ ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যাভূষণ।

সমাধিদৃষ্টস্যার্থস্য সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞসম্মতত্বমাহ, তমিত্যাদিনা। নির্গতাহঙ্কারেতি। মহত্তত্ত্বজাতোঽয়মহঙ্কারো, নতু স্বরূপানুবন্ধীতি বোধ্যং, তৃতীয়সন্দর্ভে এবমেবনির্ণেষ্যমানত্বাৎ। তদীয়পদ্যবিশেষানিতি পূতনাধাত্রীগতিদান-পাণ্ডবসারথ্য-প্রতীহারত্বাদিপ্রদর্শকান্ কতিচিৎ শ্লোকানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শুকো যোনিজাতঃ, ভারতে ত্বযোনিজাতঃ কথ্যতে, দারগ্রহণং কন্যাসন্ততিশ্চেতি। তদেতৎ সর্ব্বং কল্পভেদেন সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিদৃষ্ট বস্তুসকল যে তত্ত্বজ্ঞগণের বিশেষ সম্মত, উহা শ্রীশৌনক মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশদ করিয়া, শ্রীভাগবত—আত্মারাম মুনিগণের অনুভবের বিষয় হেতুর সহিত বিবৃত করিতেছেন; অর্থাৎ "আত্মারামাশ্চ" এই শ্লোকে প্রথমতঃ "নিগ্রন্থা" এই শব্দে যাঁহাদিগের অহঙ্কারগ্রন্থির ছেদন হইয়াছে বা যাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত, এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে, কারণ গীতার উক্তি হইতেও দেখা যায়; "যখন এবম্ভূত নিষ্কাম কর্ম্মাভ্যাসে, তোমার বুদ্ধি তুচ্ছ ফলাভিলাষের হেতুভূত অজ্ঞান-গহন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি সকল প্রকার শ্রোতব্য ও শ্রুত-ফলে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে।" যথা—

সমাধি-দৃষ্ট-তত্ত্বসকল তত্ত্বজ্ঞগণেরও সম্মত।

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতি-তরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥" (গীতা ২ অ, ৫২)

সুতরাং বিধিনিষেধের অতীত এ কথা গীতার উক্তি হইতেই বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অথবা অহঙ্কারগ্রন্থির ছেদন সম্বন্ধে মাণ্ডুক্যোপনিষদের উক্তিও দেখা যায়; "সেই পরাবর বস্তুর সাক্ষাৎকারলাভ করিলে হৃদয়ের অবিদ্যাবাসনাময় অহঙ্কারগ্রন্থি ভেদ হইয়া থাকে, সকল প্রকার সংশয় বিদূরিত হয়, এবং সকল প্রকার কর্ম্মেরও ক্ষয় হইয়া থাকে।" যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মাণ্ডুক্যোপনিষদ, ২।৮)

সুতরাং নির্গ্রন্থ এই শব্দ হইতে আত্মসাক্ষাৎকারলাভে যিনি এবম্প্রকার অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন অধিকারী ব্যক্তি ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, ইহা পাওয়া গেল। এখানে ভক্তির অহৈতুকী বিশেষণ দেওয়ায় অর্থাৎ ভক্তি যদিচ জ্ঞান ও কর্ম্মাদি পরিশূন্য না হইলে ভক্তি শব্দ বাচ্যই হয়েন না, তথাপি উহা পরিষ্কৃত করিবার জন্যই অহৈতুকী বিশেষণ দ্বারা ফলানুসন্ধান-পরিশূন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কাহার আশঙ্কা হয় যে, আত্মারাম মুনি আবার ভক্তি করিবেন কেন? তজ্জন্য বলা হইয়াছে—"ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ" অর্থাৎ যাঁহার গুণ আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এমন শ্রীভগবানে তাঁহারা ভক্তি করেন।" ইহাই শ্রীশুকদেবের নিজের অনুভব দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, "হরেগু ণাক্ষিপ্তমতিঃ" অর্থাৎ যেমন দেবর্ষি নারদের কৃপায় মহর্ষি বেদব্যাসের ভগবত্তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপায় শুকদেবেরও ভগবত্তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তিনি প্রথমে শ্রীভগবানের পুতনাবধাদিলীলায় পতিতোদ্ধারণের জ্ঞাপক কএকটী শ্লোক তাঁহাকে শ্রবণ করান, তখন তিনি নিজের সার্ব্বজ্ঞতা প্রযুক্ত উহা শ্রীভাগবতের শ্লোক এবং মহর্ষিবেদব্যাসকে উহার প্রকাশক জানিয়া তাঁহার নিকট আগমনকরতঃ মহৎবিস্তীর্ণ হইলেও এই শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তদবধি ভগবদ্‌ভক্তজন তাঁহার নিকট অথবা তিনি ভগবদ্‌ভক্তগণের নিকট অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তি-লাভ বহু সাধনের অনন্তর হইয়া থাকে, শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, কিম্বা শ্রীভগবানের একান্ত-প্রিয় ভক্ত যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই ভক্তি-তত্ত্বের গূঢ় রহস্যের আস্বাদলাভে সক্ষম হন, এবং তাঁহারই ভগবত্তত্ত্ব, গুণ, লীলা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (গীতা ১৮ অ, ৫৫)

মুক্তাবস্থাতেও ভগবদ্‌ভজন।

পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিলেন—"স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বভিজানাত্যনুভবতি।"—এবং এই ভক্তি যে মুক্তির পরেও আস্বাদ্য তাহা দেখান হইয়াছে যথা—

"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।" (বে, সূ, ৪।১।১২)

গোবিন্দভাষ্য। "স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি ষট্‌প্রশ্নাৎ যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি" নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়" ইত্যাদি। ইহ মুক্তি পর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তি-পর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্ শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। "সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি"। "মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত" ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং

বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপিবস্তুসৌন্দর্য্যবলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্।"

অর্থাৎ কোনশ্রুতি মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। আবার কোন শ্রুতিতে উহার পরেও উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। অতএব সংশয় হইতেছে কর্ত্তব্য কি? মুক্তিই যখন উপাসনার ফল তখন মুক্তিপর্য্যন্তই উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করা হউক? এই সংশয় নিবারণ জন্য উক্ত হইয়াছে "আপ্রায়ণাৎ" মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। "তত্রাপি" তাহার পর মুক্ত-দশাতেও ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে 'হি' যেহেতু দৃষ্টম্ শ্রুতিতে সর্ব্বদাই উপাসনার বিধি দেখা যাইতেছে; "সর্ব্বদৈনমুপাসীত" "মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি" মুক্ত পুরুষও এই ভগবানের উপাসনা করিবে, মুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বিধি বা ফলের অভাববশতঃ আর উপাসনা করিতে হইবে না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত কারণ, মুক্ত ব্যক্তি বিধির অতীত হইলেও পরমাত্মার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বলে তাঁহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া তদীয় অনির্ব্বচনীয় ভজনানন্দের অনুভব করিয়া থাকে। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, যদ্রূপ পিত্ত-দগ্ধ-ব্যক্তির শর্করা ভক্ষণে পিত্তনাশ হইলেও, তদ্‌গত মধুররসাস্বাদন-লোভে শর্করা-ভক্ষণে প্রবৃত্তি থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের উপাসনারও সার্ব্বকালীনতা জানিতে হইবে। শুক ও সনকাদি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে দেখা যায়, শ্রীশুকদেব গর্ভাবস্থানকাল হইতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন এবং তদীয় ইচ্ছাতেই তাঁহার প্রেরণায় তাঁহাকে মায়ার নিবারক বলিয়া অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এবং বেদব্যাসের প্রার্থনানুসারে অন্তরে তাঁহার দর্শন লাভ করায়, যখন শ্রীশুকদেবের মায়া অপসারিত হইয়া গেল তখন তিনি কৃতার্থম্মন্য হইয়া একান্তে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর

শুকদেবের ভাগবত অধ্যয়ন।

মহর্ষি শ্রীভগবানের অকৈতব ভক্তি-পিযূষবর্ষী এই ভাগবত শাস্ত্রই তাঁহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র মহামন্ত্র ইহা অবগত হইয়া, শ্রীভগবন্মহিমাতিশয়ের প্রকাশক শ্লোক বিশেষ কোন প্রকারে শ্রবণ করাইয়া শ্রীভাগবতের অধ্যয়নে চিত্তোৎকণ্ঠা-বিধান-পূর্ব্বক পরিশেষে সমগ্র ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীভাগবতের মহিমাতিশয্যের বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

এবং ইহা দ্বারা গ্রন্থের প্রকাশ-কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের ও গ্রন্থ-বক্তা শ্রীশুকদেবের সম-হৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং যিনি গ্রন্থের বক্তা তাঁহার হৃদয়ের অনুরূপ অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর শ্রীভগবানের যে অনির্ব্বচনীয়-প্রেমলাভে বিভোর হইয়াছিলেন, তদনুসারেই সর্ব্বত্র তদুক্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করা উচিত নহে। তাহার যে অন্যথা পর্য্যালোচনা উহা কুপথগামিত্বেরই পরিচায়ক ইহা নির্ব্বাধে স্থিরীকৃত হইল। [ইহা শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত মহাশয়ের বাক্য] ॥ ৪৯ ॥

অথ ক্রমেণ বিস্তরতস্তথৈব তাৎপর্য্যং নির্ণেতুং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনেষু ষড়্‌ভিঃ সন্দর্ভৈ-র্নির্ণেষ্যমানেষু প্রথমং যস্য বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধীদং শাস্ত্রং, তদেব ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবেত্যাদিপদ্যে সামান্যাকারতস্তাবদাহ। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত্বিতি ॥

টীকা চ :—"অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং, ন তু বৈশেষিকাদিবদ্দ্রব্যগুণাদিরূপং, ইত্যেষা ॥ শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ৫০ ॥

বিদ্যাভূষণ

সঙ্কেপেণোক্তং সম্বন্ধাদিকং বিস্তরেণ দর্শয়িতুমুপক্রমতে, অথেত্যাদি। তথৈবেতি শ্রীশুকাদিহৃদয়ানুসারেণেত্যর্থঃ। সামান্যত ইতি অনির্দিষ্টস্বরূপগুণবিভূতিকয়েত্যর্থঃ। বৈশেষিকাদি-বদিতি কণাদগৌতমোক্তশাস্ত্রবদিত্যর্থঃ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে সংক্ষেপে যে সম্বন্ধাদি নির্ণীত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ সম্বন্ধাদির পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের অনুরূপ তাৎপর্য্য সবিশেষ নির্ণয় করিবার অভিলাষে এই ছয়টী সন্দর্ভদ্বারা যাহা নির্ণয়ের বিষয়ভূত হইবে, এমন সেই সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজনের মধ্যে যাহার বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধে এই শাস্ত্র সম্বন্ধীভূত, তাহাই বক্ষ্যমাণ "ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিত" ইত্যাদি পদ্যে সামান্যত কথিত হইয়াছে ;—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ (ভা, ১৷১৷২)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মহামুনি বেদব্যাস-আখ্য স্বীয় লীলাবতার রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রকাশ করেন, অতএব তৎকৃত এই সুন্দর শ্রীভাগবতে, স্বপরদ্রোহ-পরিশূন্য, ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ কপট ধর্ম্মের নিরাসকারী, সর্ব্বভূতানুকম্পী রাগ-দ্বেষাদি-পরিবর্জ্জিত সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত শাস্ত্রান্তরোক্ত অপর সকল ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেবল শ্রীভগবদ্ আরাধনা লক্ষণ ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। যেহেতু "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে" অর্থাৎ জীবের আচরণীয় ধর্ম্মমধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাহার দ্বারা শ্রীভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। এবং "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং" অর্থাৎ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের উহাই সিদ্ধি যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের তুষ্টি সম্পাদিত হয়। সুতরাং একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষেই যাঁহার পরিণতি সেই শুদ্ধ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবম্বিধ ধর্ম্মেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, উক্ত ভক্তিতে কোন প্রকার কামনা না থাকিলেও ভক্তি নিজের সামর্থ্যে ভজনকারী জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিকাখ্য ত্রিবিধ দুঃখকেই উন্মূলিত করিয়া, অনায়াসে সেই পরমার্থভূত শ্রীভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অন্যান্য শাস্ত্র বা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সাধন হইতে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা যায় না ; যদিও কাহারও বিশেষ সৌভাগ্য বলে হয়, তাহা বহু বিলম্বে কোন প্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু এই শ্রীভাগবত শাস্ত্র-শ্রবণেচ্ছু পুণ্যশীল জীবের হৃদয়ে শ্রবণ কালেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং অপরিসীম আনন্দ লাভেচ্ছু জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরের পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও সুখের প্রদান-কর্ত্তা এই শ্রীভাগবত-শ্রবণের নিত্য বিধিই বিহিত হইয়াছে। তজ্জন্য বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" এই ভাগবতে বাস্তব বস্তুরই জ্ঞান হইয়া থাকে। পূজনীয় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিলেন, কণাদ ঋষি-প্রোক্ত বৈশেষিক দর্শনে ও গৌতম ঋষি-প্রোক্ত ন্যায় দর্শনে যেরূপ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদির বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, এই ভগবৎ-প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা রাজিত সুন্দর ভাগবতে সেরূপ হয় নাই, ইহাতে পরমার্থভূত বস্তুতত্ত্বের বিশদ জ্ঞান হইয়া থাকে। [ইহা মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে]॥ ৫০ ॥

অথ কিং রূপং তদ্বস্তুতত্ত্বমিত্যত্রাহ।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়মিতি ॥

জ্ঞানং—চিদেকরূপম্। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্॥ শ্রীসূতঃ॥

নন্বু নীলপীতাদ্যাকারং ক্ষণিকমেব জ্ঞানং দৃষ্টং, তৎ পুনরদ্বয়ং নিত্যং জ্ঞানং কথং লক্ষ্যতে? যন্নিষ্ঠমিদং শাস্ত্রমিত্যত্রাহ:—

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্ বস্ত্বদ্বিতীয়ম্ তন্নিষ্ঠম্" ইতি।
(ভাগ, ১২।১৩।১০)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি যস্য স্বরূপমুক্তং "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতি "যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্" ইত্যাদিনা নিখিল-জগদেককারণতা, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যনেন সত্যসঙ্কল্পতা যস্য প্রতিপাদিতা, তেন ব্রহ্মণা স্বরূপশক্তিভ্যাং সর্ব্ববৃহত্তমেন সার্দ্ধম্, "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি তদীয়োক্তাবিদন্তা-নির্দ্দেশেন ততো ভিন্নত্বেঽপ্যাত্মতানির্দ্দেশেন তদাত্মাংশবিশেষত্বেন লব্ধস্য বাদরায়ণসমাধিদৃষ্ট-যুক্তেরত্যভিন্নতারহিতস্য জীবাত্মনো যদেকত্বং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদৌ জাত্যা তদংশভূতচিদ্রূপত্বেন সমানাকারতা, তদেব লক্ষণং প্রথমতো জ্ঞানে সাধকতমং যস্য; তথাভূতম্ যৎ সর্ব্ব-বেদান্তসারমদ্বিতীয়ং বস্তু, তন্নিষ্ঠং তদেকবিষয়মিদং শ্রীভাগবতমিতি প্রাক্তনপদ্যস্থেনানুষঙ্গঃ। যথা জন্মপ্রভৃতি কশ্চিদ্ গৃহগুহাবরুদ্ধঃ সূর্য্যং বিবিদিষুঃ কথঞ্চিদ্গবাক্ষপতিতং সূর্য্যাংশুকণং দর্শয়িত্বা কেনচিদুপদিশ্যতে "এষ স" ইতি, এতত্তদংশজ্যোতিঃসমানাকারতয়া তন্মহাজ্যোতির্মণ্ডল-মনুসন্ধীয়তামিত্যর্থস্তদ্বৎ। জীবস্য তথা তদংশত্বঞ্চ তচ্ছক্তিবিশেষসিদ্ধত্বেনৈব পরমাত্মসন্দর্ভে স্থাপয়িষ্যামঃ। তদেতজ্জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টতয়ৈবোপনিষদস্তস্য সাংশত্বমপি ক্বচিদুপদিশন্তি। নিরংশত্বোপদেশিকা শ্রুতিস্তু কেবলতন্নিষ্ঠা। অত্র কৈবল্যৈকপ্রয়োজনমিতি চতুর্থপাদশ্চ কৈবল্যপদস্য শুদ্ধত্বমাত্রবচনত্বেন শুদ্ধত্বস্য চ শুদ্ধভক্তত্বেন পর্য্যবসানেন প্রীতি-সন্দর্ভে ব্যাখ্যাস্যতে। শ্রীসূতঃ॥ ৫১॥

বিদ্যাভূষণ।

স্বরূপনির্দ্দেশপূর্ব্বকং তত্ত্বং বক্তুমবতারয়তি, অথ কিমিতি। স্বয়ংসিদ্ধেতি। আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে স্বয়ং দাসাস্তপস্বিন ইত্যত্র তপস্বিদাস্যমাত্মনা তপস্বিনৈব সিদ্ধং প্রতীয়তে, তদ্বৎ। তাদৃশঞ্চ পরেশবত্ত্বেব, নতু তাদৃশমপি জীব-চৈতন্যং, ন ত্বতাদৃশং প্রকৃতিকাললক্ষণং জড়বস্তু, তদভাবাদদ্বয়ত্বং। তয়োঃ স্বয়ংসিদ্ধত্বাভাবঃ কুত ইত্যত্রাহ, পরমাশ্রয়ং তং বিনেতি। স্বশক্ত্যেকসহায়েঽপ্যদ্বয়পদং প্রযুজ্যতে, ধনুর্দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুরিতি। নন্বু বেদান্তে বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম পঠ্যতে, ইহ জ্ঞানমিতি কথং, তত্রাহ, তত্ত্বমিতি। ইদমত্র তত্ত্বমিত্যুক্তে সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দোনীয়তে। সারঞ্চ সুখমেব, সর্ব্বেষামুপায়ানাং তদর্থত্বাৎ, তথা চ সুখরূপত্বমপি তস্যাগতম্। নন্বু জ্ঞানং সুখঞ্চানিত্যং দৃষ্টং, তত্রাহ, অতএবেতি। স্বয়ং-সিদ্ধত্বেন ব্যাখ্যানান্নিত্যং তদিত্যর্থঃ। সদকারণং যত্তন্নিত্যং ইতি হি তীর্থকারাঃ। এবঞ্চ তাদৃশব্রহ্মসম্বন্ধীদং শাস্ত্রমিত্যুক্তম্। আর্থিকং নিত্যত্বং স্থিরং কুর্ব্বন্ শাস্ত্রস্য বিশিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমাহ, নন্বু নীলেত্যাদিনা। অনেন জীবেনেত্যাদি। তদীয়োক্তৌ

পরদেবতাবাক্যে। তদাত্মাংশবিশেষত্বেন তদ্বিভিন্নাংশত্বেন, নতু মৎস্যাদিবৎ স্বাংশত্বেনেত্যর্থঃ। জীবাত্মনোযদেকত্বমিতি। জীবস্য চিদ্রূপত্বেন জাত্যা যদ্ব্রহ্মসমানাকারত্বং, তদেব তস্য ব্রহ্মণা সহৈক্যমিতি ব্যক্তিভেদঃ প্রস্ফুটঃ। এবমেব যথেত্যাদি দৃষ্টান্তেনাপি দর্শিতঃ। তদেতদিতি। উপনিষদঃ সোঽকাময়ত বহু স্যামিত্যাদ্যাঃ। নিরংশত্বোপদেশিকেতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদ্যা শ্রুতিস্তু, কেবলতন্নিষ্ঠা বিশেষ্যমাত্রপরেত্যর্থঃ; অনভিব্যক্ত সংস্থানগুণাকং ব্রহ্ম বদতীতি যাবৎ॥ ৫১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমার্থভূত বস্তু-তত্ত্বের বিষয় উক্ত হইয়াছে, ঐ তত্ত্ব কি তাহা প্রকাশকরণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন ;—"তত্ত্ববিদ্‌গণ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, ঐ তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানাখ্যায় অভিহিত হন।"—যথা

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য-তত্ত্ব।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (ভাগ, ১।২।১১)

এই ষট্‌সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের ইহাই সূত্রস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকোক্ত অদ্বয়তত্ত্বই তত্ত্ব-সন্দর্ভে, পরমাত্মতত্ত্ব,—পরমাত্ম-সন্দর্ভে, ভগবত্তত্ত্ব,—ভগবৎ-সন্দর্ভে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব,—কৃষ্ণ-সন্দর্ভে, শ্রীভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়স্বরূপা ভক্তি,—ভক্তি-সন্দর্ভে, এবং পঞ্চম পুরুষার্থ-স্বরূপ প্রেমতত্ত্ব,—প্রীতি-সন্দর্ভে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব,—ভগবত্তত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত হওয়ায়, উহার পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যক হয় নাই, এক্ষণে শ্রীভাগবতোক্ত উক্ত অদ্বয়তত্ত্বের স্থিরীকরণাভিলাষে বলিতেছেন—একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব, এই "জ্ঞান" শব্দে যাহা চেতনস্বরূপ উহাই জ্ঞান, জ্ঞান উহাঁর আছে অর্থে "অর্শাদিভ্য অচ্" প্রত্যয় যোগে ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারিত হওয়ায়, আধার-আধেয়ের অভেদে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে ; "অদ্বয়" শব্দের একেবারে দ্বিতীয়-রহিত অর্থ নহে, কিন্তু যাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু নাই, তাহাই অদ্বয়, অর্থাৎ বস্ত্বন্তরের বা শক্ত্যন্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই যাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে, উহাকে স্বয়ংসিদ্ধ বলে—"আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে।" এবম্প্রকার স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশবস্তু অর্থাৎ চেতন বস্তু জীব চৈতন্য ও অতাদৃশ বস্তু অর্থাৎ প্রকৃতিকালাদি-লক্ষণ জড়বস্তু, এখানে জীবে চেতন ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও উক্ত জীব-চৈতন্য স্বয়ং-সিদ্ধ নহে, কারণ উহা পরমাত্মার চেতনের অধীন, এবং অতাদৃশ-প্রকৃতি-কালাদি-লক্ষণ জড় বস্তুর অভাবেই শ্রীভগবানের অদ্বয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, যেহেতু উহাদের পরম আশ্রয়ভূত শ্রীভগবানের সত্তাব্যতিরেকে উহাদের উপলব্ধি হয় না, তখন উহারাও যে স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব তাদৃশ ও অতাদৃশ হইতে বিলক্ষণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বশক্ত্যেকসহায় অনির্ব্বচনীয়-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবান্‌ই এখানে অদ্বয়জ্ঞান শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, পরম-সুখ-স্বরূপ পরম-পুরুষার্থের দ্যোতকতা নিবন্ধন ঐ জ্ঞান তত্ত্ব-আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন, এবং "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" ইত্যাদি শ্রুতিই উহাঁর শক্তিমত্তার ও শক্তির স্বাভাবিকত্বের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। দীপাদি জ্যোতিঃ-পদার্থ যেমন জ্যোতি-স্বরূপ হইয়াও জ্যোতিষ্মান্, তদ্রূপ এই পরমতত্ত্ব জ্যোতি-স্বরূপ হইয়াও উক্ত অনির্ব্বচনীয় নিজ শক্তিবলে জ্যোতিষ্মান্, সুতরাং তিনিই যে পরম সুখরূপ তাহাও সিদ্ধ হইতেছে, অবশ্য তাঁহাকে পরম সুখরূপ বলিবারও বিশেষ হেতু আছে, কারণ তাঁহার উপাসনায় সকল সুখই পাওয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানী কেবল জ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্ম-সুখানুভব-রূপ-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাকে উক্তরূপে পাইবার ইচ্ছা করিলে তাহা হইতেই সে

অদ্বয়শব্দের অর্থ।

আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। যোগী ধ্যানের দ্বারা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে যে আনন্দ লাভ করেন, উহাও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা কেবল জ্ঞানী বা যোগী তাঁহারা তাঁহাদের সাধন হইতে সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবৎপ্রেমের আস্বাদে সক্ষম হন না, সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মূল যে শ্রীভগবান তাহা ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, অতএব ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী অপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ, এবং পরমাত্মোকপাসক যোগী অপেক্ষা শ্রীভগবানের ভক্ত-উপাসক শ্রেষ্ঠ, এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার উক্তিও দেখা যায় ;—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীতা, ৬, ৪৬-৪৭)

পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্য "যোগিনাং" এই ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধে এখানে পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে লিখিয়াছেন। সুতরাং যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ,—এই অর্থই এখানকার তাৎপর্য্য, এবং উক্ত অদ্বয়তত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত স্বরূপশক্তিসম্পন্ন ক্রমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত শ্রীভগবানেই যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তৎ সম্বন্ধেও ভগবদ্‌গীতার উক্তি দেখা যায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" অধিক কি "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা, ১৬৷৪২) ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে শ্রীভগবানেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঐ জ্ঞান পরম পুরুষার্থের দ্যোতকত্ব নিবন্ধন তত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন ; এবং জ্ঞান ও সুখ শব্দ সাধারণতঃ অনিত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইলেও এখানে "স্বয়ংসিদ্ধ" এই বিশেষণ দ্বারা উহার নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণান্তরের সাহায্যে উৎপদ্যমান বস্তু অনিত্য, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ তাহাতে উক্ত আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এবম্প্রকার ব্রহ্ম সম্বন্ধেই যে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে আর্থিক নিত্যত্ব স্থির করিয়া উক্ত শাস্ত্রের বিশিষ্ট ব্রহ্ম সম্বন্ধিত্ব উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ এখানে ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধের মতাবলম্বনে আশঙ্কার উদয় হইতে পারে যে, নীল ও পীতাদি আকারে জ্ঞানকে ক্ষণিক রূপেই দেখা যায় ; ঐ ক্ষণিক-জ্ঞান কি প্রকারে অদ্বয় নিত্য জ্ঞানকে লক্ষ করিবে, এবং কিরূপেই বা উহাকে অবলম্বন করিয়া এই শাস্ত্র হইতে পারে ? অর্থাৎ নীলজ্ঞানকে যখন উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, তখন উহার দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, ও তৃতীয় ক্ষণে নাশ অবশ্যম্ভাবী, পুনশ্চ পীত জ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ, এইরূপে জ্ঞানের ক্ষণিকত্বই দেখা যাইতেছে, কারণ "স্বোৎপত্ত্যব্যবহিতোত্তরক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং —ক্ষণিকত্বম্" ইহাই ক্ষণিকত্বের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষণিক বিজ্ঞানে জ্ঞানের অনন্তত্ব ও কল্পনা গৌরবত্বাদি দোষ নিবন্ধন এক নিত্য বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা স্বীকৃত হইয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাতে লিখিত হইয়াছে :—

ক্ষণিক বিজ্ঞানের নিরাস।

"অপোহরূপো নীলত্বাদিবিজ্ঞানধর্ম্ম ইতি চেন্ন নীলত্বাদীনাং বিরুদ্ধানামেকস্মিন্নসমাবেশাৎ ইতরথা বিরোধস্যৈব দুরুপপন্নত্বাৎ ন চ বাসনাসংক্রমঃ সম্ভবতি মাতৃপুত্রয়োরপি বাসনাসংক্রমঃ প্রসঙ্গাৎ ন চ উপাদানোপাদেয়ভাবো নিয়ামক ইতি বাচ্যং, বাসনায়াঃ সংক্রমাসম্ভবাৎ, উত্তরস্মিন্নুৎপত্তিরেব সংক্রম ইতি চেন্ন তদুৎপাদকাভাবাৎ উত্তরবিজ্ঞানস্যৈব উৎপাদকত্বে তদানন্ত্যপ্রসঙ্গঃ, ক্ষণিকবিজ্ঞানেঽতিশয়বিশেষঃ কল্প্যত

ইতি চেন্ন, মানাভাবাৎ, কল্পনাগৌরবাচ্চ ; এতেন ক্ষণিকশরীরেষ্বেব চৈতন্যমপি প্রত্যুক্তং গৌরবাদতিশয়ে মানাভাবাচ্চ, বীজাদাবপি সহকারিসমবধানাদেবোপপত্তেঃ কুর্ব্বদ্রূপত্বাকল্পনাচ্চ। অস্তুতর্হি ক্ষণিকবিজ্ঞানে গৌরবান্নিত্যবিজ্ঞানমেবাত্মা "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

অতএব নৈয়ায়িকেরাও যে ক্ষণিক বিজ্ঞান অস্বীকার করতঃ নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা দেখা যাইতেছে।

বেদান্তের "উত্তরোৎপাদেচ পূর্ব্বনিরোধাৎ" (২।২।২০) সূত্রেও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, যথা গোবিন্দ-ভাষ্য।—"নচ ক্ষণিকেষ্বাত্মসু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদেস্তৈঃ পূর্ব্বমসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্য স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্ত-দোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ। উত্তরেতি—নেত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যন্তে উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বক্ষণো নিরুধ্যেত ইতি। উত্তরক্ষণবর্ত্তিনি কার্য্যে জায়মানে সতি পূর্ব্বক্ষণ-বর্ত্তিকারণং বিনশ্যতীতি তদর্থঃ—।"

অর্থাৎ ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সম্ভাবনা নাই। ভোগের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি আত্মার দ্বারা পূর্ব্বে সম্পাদিত না হওয়ায় ভোগের সম্ভাবনা হয় না। পরম্পরাক্রমে বিস্তৃত আত্মসমুদয় দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মা-দির উৎপত্তিও বলা যায় না, কারণ উক্ত আত্ম-সমূহের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে, "সকল ভাবই ক্ষণিক" ইত্যাকার ক্ষণিকত্বলক্ষণ-প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয়। আবার ক্ষণিকত্ব বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব সৌগত সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বসূত্র হইতে "না" অনুবর্ত্তিত হইতেছে। ক্ষণভঙ্গবাদীরা বিবেচনা করেন যে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিতে পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণের বিনাশ হয়, এইরূপ বলিলেও অবিদ্যাদির পরস্পর-হেতুত্বে হেতু-হেতুমদ্ভাব সংস্থাপন করিতে পারা যায় না। কারণ, পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী নিরুদ্ধ কারণের অসত্তা প্রযুক্ত উত্তর ক্ষণে হেতুতার অনুপপত্তি হয়।"

সুতরাং শ্রীভাগবতের উক্তিও সমন্বিত হইতেছে,—যাহা সকল বেদান্তের সারস্বরূপ এমন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-লক্ষণ-জ্ঞানই অদ্বিতীয় বস্তু, এবং উক্ত অদ্বিতীয় বস্তুনিষ্ঠই এই ভাগবত শাস্ত্র। "সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাঁহার স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, "যাঁহার শ্রবণে অশ্রুত সকল বিষয়ের শ্রবণ হয়, যাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।" "হে সৌম্য! যিনি অগ্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান ছিলেন।" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যানুসারে যাঁহার এই নিখিল জগতের একমাত্র কারণ-রূপতা সিদ্ধ হইতেছে। "ঐ সৎ শব্দাভিহিত ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন," "আমি বহু হইব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক স্বকীয় অনির্ব্বচনীয় স্বরূপেও শক্তিদ্বারা সর্ব্ববৃহত্তম ধর্ম্মের দ্বারা একতা, এবং "এই জীবের সহিত অনিরুদ্ধাখ্য পরমাত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাদিগের নাম রূপের অভিব্যক্তি করিব।" পরমাত্মার এই বাক্যে "ইদম্" শব্দের নির্দ্দেশ হইতে, জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও পুনশ্চ "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীব যে আত্মার অংশ-বিশেষ, তাহা দেখান হইয়াছে ; "অংশোনা-নাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।" (বেদা, সূ, ২।৩।৪১) পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্য কৃত বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে ;—"জীবাত্মা পরমপুরুষাংশঃ, পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" সকরণং করণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদি নানাব্যপদেশাৎ ; অন্যথা "তত্ত্বমসি" অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি ঐক্যোপদেশাচ্চ "ব্রহ্মদাসাঃ" ইত্যাদি সর্ব্বজীবানামপ্যৈক্যমধীয়ত একে অংশত্বাভ্যুপগমে হ্যুভয়ং মুখ্যং ভবতি।" (২।৩।৪২)

অর্থাৎ আত্মাপ্রভৃতি শ্রুতিতে নানারূপে নির্দ্দেশ হেতু জীব যে পরমপুরুষের অংশ তাহা নির্ণীত হইতেছে, এবং জীবকে অংশরূপ নির্দ্দেশ করিলেই মুখ্যার্থে শাস্ত্রসঙ্গতি হইয়া থাকে।

গোবিন্দ-ভাষ্যবলেন—"পরেশস্যাংশো জীবঃ অংশুরিবাংশুমতঃ তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ নানেতি। 'উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ গতির্নারায়ণ' ইতি সুবালশ্রুতৌ "গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ইত্যাদিস্মৃতৌ চ স্রষ্টৃসৃজ্যত্ব নিয়ন্তৃনিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্বস্বামিদাসত্বসখিত্বপ্রাপ্যপ্রাপ্তৃত্বাদিরূপনানাসম্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা অন্বয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যত্বৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্ব্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি। নহ্যেতে ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সংভবেয়ুঃ। নহি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা। ন বা চৈতন্য-ঘনস্য দাসাদিভাবঃ। তথা সতি বৈরাগ্যোপদেশব্যাকোপাৎ।—চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডল-মিত্যাদৌ দৃষ্টশ্চৈতৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বমিত্যপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতিতদুপপন্নত্বং সুঘটম্। ঘটেত্যাদিবাক্যং তূপাধিহানৌ তয়োঃ সাযুজ্যং ব্রুবৎ সঙ্গতম্। তত্ত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বান্বয়বৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদিভ্যো ন ত্বন্যৎ। তস্মাৎ ঈশাৎ জীবস্যাস্তি ভেদঃ। স চ নিয়ন্তৃত্বনিয়মত্ববিভুত্বাণুত্বাদিধর্ম্মকৃতত্বেন প্রত্যক্ষ-গোচরত্বান্নান্যথাসিদ্ধঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে নানাসম্বন্ধের ব্যপদেশ হেতু জীবকে অংশই জানিতে হইবে। অংশুমানের অংশুর ন্যায় জীব পরমেশ্বরেরই অংশ। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও তৎসম্বন্ধাপেক্ষী। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের "ব্রহ্মদাসাঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে ব্রহ্মই দাসাদিরূপ-জীব, এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, কারণ ব্রহ্ম হইতে জীব স্বরূপতঃ ভিন্ন না হইলে ইহার সম্ভব হয় না, যেহেতু কেহ কখন আপনি আপনার সৃজ্য বা ব্যাপ্য হইতে পারেন্ না। বিশেষতঃ চৈতন্য-ঘন-বস্তুর স্বরূপতঃ দাসাদিভাব ও সম্ভব হয় না, তাহা হইলে বৈরাগ্যোপদেশের ব্যর্থতা সম্ভটিত হয়। ব্রহ্মশক্তিমান-বস্তু, ব্রহ্মের শক্তিভূত জীব তাঁহার একদেশ সুতরাং ব্রহ্মের অংশ। অতএব জীবের নিত্য অংশত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। নিয়ন্তৃত্ব, নিয়ম্যত্ব,

তত্ত্বমসি উপদেশের তাৎপর্য্য।

অনুত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঐ অংশ কোন প্রকারেই অন্যথাভূত হইতে পারে না। শ্রীবাদরায়ণের সমাধিদৃষ্ট সিদ্ধান্তের সহিত অত্যন্ত অভিন্নতা-রহিত, সুতরাং পরমাত্মার অংশ বিশেষরূপে লব্ধ জীবের সহিত চিদ্রূপ জাতি লইয়া যে সমানাকারতা তাঁহাই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে, প্রথমতঃ ইত্যাকারে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানই যাহার প্রধান সাধক, এবম্প্রকার সকল বেদান্তশাস্ত্রের সার স্বরূপ যে অদ্বিতীয়-বস্তু, উক্ত বস্তুনিষ্ঠই এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র এবং এই শাস্ত্রে উক্ত অদ্বয়-বস্তুর বিষয়ই নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত "বদন্তিতত্তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের সহিত এক বাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

যেমন আজন্ম-গৃহ-গুহাবদ্ধ কোন ব্যক্তি সূর্য্যের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিলে গবাক্ষছিদ্র-পতিত সূর্য্যের সামান্য কিরণ-কণাকে দেখাইয়া ইহাই সূর্য্য বলিয়া কেহ উপদেশ করেন, তদ্রূপ এখানেও ইহাই তাঁহার অংশ জ্যোতিঃ, এই জ্যোতির সমতা দেখিয়া সেই মহান্ জ্যোতির্মণ্ডলের অনুসন্ধান কর ইহাই "তত্ত্বমসি" শব্দের শিক্ষা। জীবের সহিত পরমাত্মার যে এতাদৃশ অংশাংশিত্বভাব, ইহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি বিশেষ দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাহা পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিশেষ প্রকারে সংস্থাপিত হইবে।

উপনিষদ্‌ও জীবাদি লক্ষণ অংশকে গ্রহণ করিয়া কোথাও তাঁহার স্বাংশত্বের উপদেশ করিয়া থাকেন।

এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" ইত্যাদি নিরংশত্বোপদেশিকা শ্রুতিসকল কেবল বিশেষ্য মাত্র প্রতিপাদন দ্বারা যে ব্রহ্মের অবয়ব গুণাদির অভিব্যক্তি হয় নাই, এমন ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের যে কৈবল্যমাত্রই প্রয়োজন এবং চতুর্থপাদোক্ত কৈবল্য শব্দের শুদ্ধত্ব মাত্র অর্থ এবং শুদ্ধ শব্দ যে শুদ্ধ ভক্তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ প্রীতি-সন্দর্ভে আলোচিত হইবে। [ইহা শ্রীসূত মহাশয়ের উক্তি] ॥ ৫১ ॥

তত্র যদি ত্বম্পদার্থস্য জীবাত্মনোজ্ঞানত্বং নিত্যত্বঞ্চ প্রথমতো বিচারগোচরঃ স্যাত্তদৈব তৎপদার্থস্য তাদৃশত্বং সুবোধং স্যাদিতি তদ্বোধয়িতুম্ "অন্যার্থশ্চ পরামর্শ" (বেদা, সূ, ১।৩।২০) ইতি ন্যায়েন জীবাত্মনস্তদ্রূপত্বমাহ।

> "নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
> ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
> সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
> প্রাণোযথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ।" (ভাগ, ১১।৩।৩৯)

আত্মা শুদ্ধোজীবঃ ন জজান, ন জাতঃ; জন্মাভাবাদেব তদনন্তরাস্তিতালক্ষণো বিকারোঽপি নাস্তি। নৈধতে,—ন বর্দ্ধতে; বৃদ্ধ্যভাবাদেব বিপরিণামোঽপি নিরস্তঃ। হি যস্মাদ্ব্যভিচারিণামাগমাপায়িনাং বাল্যযুবাদিদেহানাং দেবমনুষ্যাদ্যাকারদেহানাং বা সবনবিত্তত্তৎকাল-দ্রষ্টা; নহ্যবস্থাবতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীত্যর্থঃ। নিরবস্থঃ কোঽসাবাত্মা ? অত আহ, উপলব্ধি-মাত্রং—জ্ঞানৈকরূপম্। কথম্ভূতং ? সর্ব্বত্র দেহে শশ্বৎ সর্ব্বদানুবর্ত্তমানমিতি। ননু নীলজ্ঞানং নষ্টং, পীতজ্ঞানং জাতং, ইতি প্রতীতের্ন জ্ঞানস্যানপায়িত্বং,তত্রাহ, ইন্দ্রিয়বলেনেতি—সদেব জ্ঞানমেকমিন্দ্রিয়বলেন বিবিধং কল্পিতম্। নীলাদ্যাকারা বৃত্তয় এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ, ন জ্ঞানমিতি ভাবঃ। অয়মাগমাপায়িতদবধিভেদেন প্রথমস্তর্কঃ। দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদেন দ্বিতীয়োঽপি তর্কো জ্ঞেয়ঃ। ব্যভিচারিষবস্থিতস্যাব্যভিচারে দৃষ্টান্তঃ, প্রাণো যথেতি ॥ ৫২ ॥

জীবাত্মনি জ্ঞাতে পরমাত্মা সুজ্ঞাতঃ স্যাদিত্যুক্তং, তদর্থং জীবাত্মানং নিরূপয়িষ্যন্নবতারয়তি, তত্র যদীত্যাদিনা। অন্যার্থশ্চেতি ব্রহ্মসূত্রম্। দহরবিদ্যা ছান্দোগ্যে পঠ্যতে:—যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরপুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বে-ষ্টব্যমিতি। অত্রোপাসকস্য শরীরং ব্রহ্মপুরং তত্র হৃৎপুণ্ডরীকস্থো দহরঃ পরমাত্মা ধ্যেয়ঃ কথ্যতে,তত্রাপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকমন্বে-ষ্টব্যমুপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধান্তিতম্। তদ্বাক্যমধ্যে, স এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি বাক্যং পঠিতম্। অত্র সংপ্রসাদো লব্ধবিজ্ঞানো জীবস্তেন যৎ পরং জ্যোতিরুপপন্নং স এব পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। দহরবাক্যান্তরালে জীবপরামর্শঃ কিমর্থমিতিচেত্তত্রাহ, অন্যার্থ ইতি। তত্র জীবপরামর্শোঽন্যার্থঃ। যং প্রাপ্য জীবঃ স্বস্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স পরমাত্মেতি, পরমাত্মজ্ঞানার্থ ইত্যর্থঃ। ন জজানেতি। জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণ-মতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতি চেতি ভাববিকারাঃ ষট্ পঠিতাস্তে জীবস্য ন সন্তি ইতি সমুদায়ার্থঃ। ননু নীলজ্ঞানমিত্যাদি জ্ঞান-রূপমাত্মবস্তু জ্ঞাতৃ ভবতি, প্রকাশবস্তু সূর্য্যঃ প্রকাশয়িতা যথা। ততশ্চ স্বরূপানুবন্ধিস্বাজজ্ঞানং তস্য নিত্যং, তস্যেন্দ্রিয়-প্রমাণাত্মা নীলাদিনিষ্ঠা যা বিষয়তা বুত্তিপদবাচ্যা, সৈব নীলাদ্যপগমে নশ্যতীতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

জীবাত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে পরমাত্মাকেও সহজে জানিতে পারাযায়, সেই নিমিত্ত প্রথমতঃ বিশেষরূপে জীবাত্মার নিরূপণাভিলাষে "তত্ত্বমসি" বাক্যোক্ত "ত্বম্" পদার্থের বিচারের অবতারণা করিতেছেন; অর্থাৎ উক্ত "তত্ত্বমসি"বাক্যের 'ত্বম্' পদ দ্বারা লক্ষিত জীবাত্মার চিদ্রূপত্বের ও নিত্যত্বের বিচার করা যায়, তাহা হইলেই "তৎ" পদের দ্বারা লক্ষিত পরমাত্মার ও তাদৃশতা অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপতা ও নিত্যতা সুবোধিত হইবে। এইরূপে উহা জানাইবার নিমিত্ত বেদান্তসূত্রের "অন্যার্থশ্চপরামর্শঃ" (বে,সূ,১।৩।২০) সূত্রে জীবাত্মার চিদ্রূপতা ও পরমাত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে জীবাত্ম-জিজ্ঞাসার সার্থকতা উক্ত হইয়াছে।

গোবিন্দভাষ্যে। "তত্র জীবপরামর্শঃ পরমাত্মজ্ঞানার্থ এব। যং প্রাপ্য জীবস্তদষ্টকবতা স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স এব পরমাত্মেতি।" অর্থাৎ উক্ত স্থলে জীব-পরামর্শ পরমাত্মজ্ঞানের নিমিত্তই জানিতে হইবে। জীব যাঁহাকে পাইয়া গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন, তিনি পরমাত্মা। ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদেও পঠিত হইয়াছে, যথা "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরপুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমিতি।" এখানে উপাসকের শরীরই ব্রহ্মপুর ঐ ব্রহ্মপুরে, অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে অবস্থিত পরমাত্মাই ধ্যেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং "স এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ এই প্রকারে জীব বিজ্ঞান লাভকরতঃ এই জড় শরীর হইতে উত্থিত হইয়া সেই পরম-জ্যোতিকে লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। এস্থলে জীব উত্থিত হইয়া যে পরম-জ্যোতিকে লাভ করেন, উনিই পরম-পুরুষ নামে অভিহিত হয়েন। অতএব পরমাত্মনির্ণয়স্থলেও যে জীব-পরামর্শের আবশ্যকতা আছে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য হইতে বলিতেছেন "আত্মা জন্মেন না, মরেন না, বৃদ্ধি প্রাপ্তহন না, ক্ষয়প্রাপ্তও হন না, কেননা দেহাদি যদ্রূপ ব্যভিচারী আত্মা সেরূপ নহেন, তিনি উক্ত পদার্থসকলের তত্তৎকালের দ্রষ্টা বা সাক্ষিস্বরূপ। একমাত্র নিত্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়বলে নীলপীতাদ্যাকারে বিকল্পিত হইলেও প্রাণ যদ্রূপ একই থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানও কেবল উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থান করে।"

অর্থাৎ এখানে আত্মা শব্দে শুদ্ধজীবকেই বলা হইয়াছে, তিনি জন্মেন না, এই জন্মের অভাব হইতে, তদনন্তর অস্তিতা-লক্ষণ বিকারও যে তাঁহার নাই, তাহা বলা হইয়াছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন না, বৃদ্ধির অভাব হইতে, বিপরিণাম-লক্ষণ-বিকারও নিরস্ত হইয়াছে। যেহেতু ব্যভিচারী ক্ষয়োদয়বিশিষ্ট বালক-যুবাদি-দেহের ও দেব-মনুষ্যাদি-আকারবিশিষ্ট দেহ সকলের তত্তৎ কালের সাক্ষী, সুতরাং যিনি অবস্থাবিশেষের দ্রষ্টা, তিনি কখনও তদবস্থ হইতে পারেন না। ইহা দ্বারা "জায়তে ঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে ঽপক্ষীয়তে নশ্যতি" এই ষড়্ বিকার যে জীবের নাই, তাহাও বলা হইয়াছে। নিরবস্থ ঐ আত্মা কি প্রকার? এই বলিয়া যদি আশঙ্কা হয়, তাহার নিমিত্ত বলিয়াছেন; "উপলব্ধিমাত্রং" অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ "সর্ব্বত্র দেহে শশ্বৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল দেহে নিত্য বর্ত্তমান। এক্ষণে পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে ঐ জ্ঞান নিত্য কিম্বা অনিত্য? কেন না যখন নীল-জ্ঞান নষ্ট হইয়া পুনশ্চ পীত-জ্ঞান জন্মিতেছে, তখন অনিত্য বলিয়াই মনে হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত বলিয়াছেন, জ্ঞানের আগমাপায়িত্ব নাই, যেহেতু জ্ঞান এক, কেবল ইন্দ্রিয়বলে বিবিধ আকারে কল্পিত হয় মাত্র, অর্থাৎ প্রাণ যদ্রূপ সর্ব্বদা সকল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও কদাচ ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ আত্মাও বিবিধ অবস্থান্তরিত হয়েন না, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা নীল-পীতাদ্যাকারে যে বিষয়তা বৃত্তি

দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য।

জন্মাইয়া থাকে, নীল-পীতাদির অপগমে উহারই নাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, এই পাঁচটী, ও অন্তরেন্দ্রিয় মন এই ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্‌, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় সর্ব্বসমেত একাদশইন্দ্রিয়, তন্মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, উক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা অন্তরেন্দ্রিয় মনের সহিত নীল-পীতাদ্যাকারে বিষয়তা-বৃত্তি অর্থাৎ বিষয়ের সম্মিলনে যে তদাকারতাবৃত্তি, উহাই নীল-পীতাদির অপগমে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞান নিত্য তাহার আগম বা বিনাশ নাই।

অতএব এই দুইটী তর্ক একটী আগমাপায়িভেদে, দ্বিতীয়টী দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদে জানিবে। অর্থাৎ আগম ও বিনাশী দেহ হইতে অবধিভূত আত্মা পৃথক, ইহাই প্রথম তর্ক এবং বিনাশী দৃশ্য পদার্থ হইতে অবিনাশী দ্রষ্টা-জীবাত্মা পৃথক, ইহা দ্বিতীয় তর্ক সুতরাং দেহাদি হইতে আত্মা যে স্বতঃ পৃথক ইহা সিদ্ধ হইতেছে। ব্যভিচারি-বস্তুতে বিদ্যমান সত্ত্বেও আত্মা যে অব্যভিচারী তাহার প্রতি "প্রাণো যথেন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্লোকই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ॥ ৫২ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বন্নিন্দ্রিয়াদিবলেন নির্ব্বিকারাত্মোপলব্ধিং দর্শয়তি ;

"অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আসয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ।" (ভাগ, ১১।৩।৪০)

অণ্ডেষু—অণ্ডজেষু। পেশিষু জরায়ুজেষু। তরুষু—উদ্ভিজ্জেষু। অবিনিশ্চিতেষু—স্বেদজেষু। উপধাবতি—অনুবর্ত্ততে। এবং দৃষ্টান্তে নির্ব্বিকারত্বং প্রদর্শ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপি দর্শয়তি। কথং ? তদৈবাত্মা সবিকার ইব প্রতীয়তে, যদা জাগরে ইন্দ্রিয়গণঃ, যদা চ স্বপ্নে তৎসংস্কারবানহঙ্কারঃ। যদা তু প্রসুপ্তং, তদা তস্মিন্ প্রসুপ্তে, ইন্দ্রিয়গণে সন্নে লীনে, অহম্যহঙ্কারে চ সন্নে লীনে, কূটস্থো নির্ব্বিকারাত্মা। কুতঃ ? আশয়মৃতে—লিঙ্গশরীরমুপাধিং বিনা, বিকারহেতোরুপাধেরভাবাদিত্যর্থঃ। নম্বহঙ্কারপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য লয়ে শূন্যমেবাবশিষ্যতে, ক্ব কূটস্থ আত্মা, অত আহ, তদনুস্মৃতির্নঃ—তস্যাখণ্ডাত্মনঃ সুষুপ্তিসাক্ষিণঃ স্মৃতির্নোঽস্মাকং জাগ্রদ্‌-দ্রষ্টৄণাং জায়তে ; 'এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি'। অতোঽননুভূতস্য তস্যাস্মরণাদস্ত্যেব সুষুপ্তৌ তাদৃগাত্মানুভবঃ, বিষয়সম্বন্ধাভাবাচ্চ ন স্পষ্ট ইতি ভাবঃ। অতঃ স্বপ্রকাশমাত্রবস্তুনঃ সূর্য্যাদেঃ প্রকাশবদুপলব্ধিমাত্রস্যাপ্যাত্মন উপলব্ধিঃ স্বাশ্রয়েঽস্ত্যেবেত্যায়াতম্‌। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ দ্রষ্টব্যান্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টু-দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" (বৃহদা, উ, ৪ অ, ৩ ব্রা, ২৩) ইতি। অয়ং সাক্ষিসাক্ষ্য-বিভাগেন তৃতীয়স্তর্কঃ। দুঃখিপ্রেমাস্পদত্ববিভাগেন চতুর্থোঽপি তর্কোঽবগন্তব্যঃ ॥ ৫৩ ॥

বিদ্যাভূষণ।

দৃষ্টান্তমিতি। প্রাণস্তু নানাদেহস্থৈকরূপান্নির্ব্বিকারত্বমিত্যর্থঃ। তস্মিন্ আত্মনি। উপাধের্লিঙ্গশরীরস্যাভাবাদ্বিশ্লেষা-দিত্যর্থঃ। তদাপ্যতিসূক্ষ্মায়া বাসনায়াঃ সত্ত্বান্মুক্তেরভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। প্রাকৃতাহঙ্কারে লীনেঽপি স্বরূপানুবন্ধিনোঽহমর্থস্য সত্ত্বাত্তেন সুখমহমস্বাপ্সমিতি বিমর্শো ভবতীতি প্রতিপাদয়িতুমাহ, নম্বিত্যাদি। শূন্যমেবেতি। অহং প্রত্যয়ং বিনাত্মনোঽ-প্রতীতেরিতি ভাবঃ। অখণ্ডাত্মন ইতি। অণুরূপত্বাদ্বিভাগানর্হস্যেত্যর্থঃ। নন্বু স্বাপাদুত্থিতস্যাত্মনোঽহঙ্কারেণ যোগাৎ। সুখমহ-মস্বাপ্সমিতি বিমর্শো জাগরে সিধ্যতি, সুষুপ্তৌ তু চিন্মাত্রঃ স ইতি চেত্তত্রাহ, অতোঽননুভূতস্যেতি। অনুভবস্মরণয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্যামপি অনুভবিতৈবাত্মেতি সিদ্ধম্। নন্বুপলব্ধিমাত্রমিত্যুক্তং তস্যোপলব্ধৃত্বং কথং, তত্রাহ, অত ইত্যাদি। যদ্বৈ ইতি। তদাত্মচৈতন্যং কর্ত্তৃ সুষুপ্তৌ ন পশ্যতীতি যদুচ্যতে, তৎ খলু দ্রষ্টব্যবিষয়াভাবাদেব, ন তু দ্রষ্টৃত্বাভা-বাদিত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ। ৫৩।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

আত্মা ব্যভিচারি-বস্তুতে বর্ত্তমান থাকিয়াও যে অব্যভিচারিভাবে অবস্থান করেন, তাঁহাতে কোন বিকৃতির স্পর্শ হয় না, উহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ প্রাণ যদ্রূপ অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া ও অবিকৃতভাবে জীবের অনুবর্ত্তন করে, তদ্রূপ (দার্ষ্টান্তিক) আত্মাও সবিকারের ন্যায় প্রতীত হয়েন মাত্র, তাঁহাতে কোন বিকার স্পর্শ করে না, যেমন জাগ্রদবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ জাগরিত থাকে, তখন নির্ব্বিকারত্বের প্রতীতি হয় না, স্বপ্নের অবস্থায় যখন স্থুল-দেহ প্রসুপ্ত হওতঃ সূক্ষ্ম-দেহ জাগ্রত থাকে, তখন সংস্কারবিশিষ্ট অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকায় আত্মার-নির্ব্বিকারত্বের উপলব্ধি করিতে দেয় না। কিন্তু যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহই প্রসুপ্ত হয়, (এমন কি তৎকালে ইন্দ্রিয়গণে অবস্থিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত ও লয় প্রাপ্ত হয়) তখন একমাত্র কূটস্থ নির্ব্বিকার আত্মাই জাগরূক থাকেন। যেহেতু ঐ সময় বিকারের হেতু-ভূত লিঙ্গ-শরীর-রূপ উপাধির অভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সময় লিঙ্গ-শরীর-বিশ্লেষ হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি তৎকালে বাসনা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করায় মুক্তি হয় না। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলকার লয়ই হইল, তাহা হইলে কেবল মাত্র শূন্যই অবশেষ থাক্ আর কূটস্থ আত্মার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন সুষুপ্তিকালে প্রাকৃতিক অহঙ্কার লীন হইলেও জীবের স্বরূপানুবন্ধি যে অহম্ প্রত্যয়,—উহার বিদ্যমানতাবশতঃ ("সুখমহমস্বাপ্সম্") আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—ইত্যাকারে যে পরামর্শ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৎকালে ঐ সুষুপ্তির সাক্ষী অখণ্ড আত্মা হইতে জাগ্রত দ্রষ্টা আমি এতকাল সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম, আর কিছুই জানিতে পারি নাই, ইত্যাকার স্মৃতি হইয়া থাকে; কারণ যখন অননুভূত বস্তুর স্মরণ অপ্রসিদ্ধ, তখন সুষুপ্তি কালে যে তাদৃশ আত্মার অনুভব হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বল সুষুপ্তি কালে কেবল চিন্মাত্র আত্মা ছিলেন, আবার জাগ্রদবস্থায় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অহঙ্কারের সহিত যোগ হওয়ায় উক্ত অনুভব হইয়া থাকে, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু অনুভব ও স্মরণের সামানাধিকরণতা-নিবন্ধন, একের অনুভবে অপরের স্মরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং তৎকালে অনুভবকর্ত্তা আত্মা বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আত্মার স্পষ্টরূপ উপলব্ধি হয় না।

সুষুপ্তিকালেও সাক্ষি-স্বরূপ আত্মার অবস্থিতি।

পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে উপলব্ধি-স্বরূপ আত্মায় উপলব্ধৃত্ব ধর্ম্মের কিপ্রকারে সঙ্গতি হয়? উক্ত আশঙ্কার নিবারণ জন্য দৃষ্টান্তের সহিত বিবৃত হইতেছে; স্বপ্রকাশমাত্র বস্তু সূর্য্যাদির প্রকাশধর্ম্মের

ন্যায়, উপলব্ধি মাত্র স্বরূপ আত্মারও তদীয় স্বরূপে যে উপলব্ধি আছে, ইহা আপনা হইতেই আসিতেছে। শ্রুতি বলেন "তিনি এই অবস্থায় দৃশ্য বিষয় সকল দেখেন না। বিদ্যমান দৃশ্য বিষয় সকলকে দেখিয়াও দেখেন না, তদবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টির সামর্থ্য নষ্ট হয় না ; যেহেতু উহা অবিনশ্বর। তৎকালে তিনি দৃশ্য বস্তুজাতকে ভিন্ন দেখেন না, পরন্তু সমস্তই তাঁহার শক্তি ও বিভূতি বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্নই দেখিয়া থাকেন। এই সাক্ষী ও সাক্ষ্যের পরস্পর বিভাগ দ্বারা তৃতীয় তর্ক এবং দুঃখী ও প্রেমাস্পদত্ব-বিভাগের দ্বারা চতুর্থ তর্ক অবগত হইবে অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষীই জীব, এবং তত্তদ-বস্থার সম্পর্ক-বিষয়ীভূত-বৃত্তিসমূহই সাক্ষ্য, এবং "অহংসুখী, অহংদুঃখী" ইত্যাকারে সুখদুঃখের অনুভবিতা জীবাত্মা হইতে পরপ্রেমের আস্পদ শ্রীভগবানের যে নিত্যপার্থক্য, ইহাই তৃতীয় ও চতুর্থ তর্কের তাৎপর্য্য ॥ ৫৩ ॥

তদুক্তম্ ঃ—

"অন্বয়-ব্যতিরেকাখ্যস্তর্কঃ স্যাচ্চতুরাত্মকঃ।
আগমাপায়ি-তদবধি-ভেদেন প্রথমো মতঃ।
দ্রষ্টৃদৃশ্যবিভাগেন দ্বিতীয়োঽপি মতস্তথা।
সাক্ষি-সাক্ষ্য-বিভাগেন তৃতীয়ঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥
দুঃখি-প্রেমাস্পদত্বেন চতুর্থঃ সুখবোধকঃ ॥"

ইতি শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিম্ ॥ ৫৪ ॥

বিদ্যাভূষণ।

পদ্যয়োর্ব্যাখ্যানে চত্বারস্তর্কা যোজিতাস্তানভিযুক্তোক্তাভ্যাং সার্দ্ধকারিকাভ্যাং নির্দ্দিশতি, অন্বয়েতি। তর্কশব্দেন তর্কাঙ্গক-মনুমানং বোধ্যম্। অগমাপায়িনোদৃশ্যাৎ সাক্ষাদ্দুঃখাস্পদাচ্চ দেহাদেরাত্মা ভিদ্যতে তদবধিত্বাত্তদ্দ্রষ্টৃত্বাৎ তৎসাক্ষিত্বাৎ প্রেমাস্পদত্বাচ্চেতি ক্রমেণ হেতবো নেয়াঃ। ব্যতিরেকশ্চোহ্যঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে যে চারিটি তর্কের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই সার্দ্ধকারিকাদ্বয়ের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে-ছেন ; অর্থাৎ এখানে তর্ক বলিতে তর্কের অঙ্গভূত অনুমান জানিতে হইবে। উক্ত অনুমান দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের নিত্য বিভেদ স্বীকারই তাৎপর্য্য, বেদান্তশাস্ত্রের মতে শাস্ত্রমূলক তর্কই স্বীকৃত হইয়াছে, * তাহা হইলেই তর্কের যথার্থতা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ তর্কের বহু বিভাগ থাকিলেও, শাস্ত্রার্থের অবিরোধী যে তর্কের দ্বারা সন্দেহ নিরাস করিয়া শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারিত হয়, উহাই প্রকৃত তর্ক। এখানে দৃশ্য আগম ও অপায় অর্থাৎ জন্ম ও মরণাদি হইতে ও দেব, মনুষ্য, বালক, যুবা ইত্যাদি তাৎকালীন অবিকারী দ্রষ্টার বিভেদ হইতে, জীবাত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ তাহা জানা যাইতেছে। উহার জন্য চারিটী হেতু নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন, দেহাদি তাবৎ সসীম, আত্মা অসীম; দৃশ্য পদার্থ জাত হইতে দ্রষ্টা পুরুষের ভেদ বশতঃ, সাক্ষ্য দেহাদি তাবৎ বস্তু হইতে পৃথক্ সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মা, এবং দুঃখী জীবাদি হইতে পরম-প্রেমাস্পদতা দ্বারা পরমাত্মা যে অতিরিক্ত

যুক্তিবলে নিত্য বিভেদ সংস্থাপন।

* বেদের প্রামাণ্য ২৩ পৃষ্ঠা।

তাহা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। অন্বয় ও ব্যতিরেকে তর্কের বিভেদ থাকিলেও, এই চারিটী তর্ক অন্বয় মুখে দেখান হইয়াছে। ব্যতিরেকের উল্লেখ আবশ্যক হয় নাই। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপিপ্পলায়ন মহাশয় নিমি নৃপতিকে ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপং, তয়ৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ, তদভিন্নং যৎ তত্ত্বং তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা প্রোক্তম্। তদেব হ্যাশ্রয়সংজ্ঞকম্। মহাপুরাণ-লক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমষ্টিদ্বারাপি লক্ষ্যতে ইত্যত্রাহ, দ্বাভ্যাম্ঃ—

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং, নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥" (ভাগ, ২।১০।১-২)

মন্বন্তরাণি চেশানুকথাশ্চ মন্বন্তরেশানুকথাঃ। অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং, নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তেঽত আহ, শ্রুতেন শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদ্বর্ণয়ন্তি, অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু ॥ ৫৫ ॥

বিদ্যাভূষণ।

ঈশ্বরজ্ঞানার্থং জীবস্বরূপজ্ঞানং নির্ণীতম্। অথ তৎসাদৃশ্যেনেশ্বরস্বরূপং নির্ণেতুম্ পূর্ব্বোক্তং যোজয়তি, এবম্ভূতানামিত্যাদিনা। চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপমিতি। চেতয়িতৃ চেতি বোধ্যং, পূর্ব্বনিরূপণাৎ। তয়ৈবাকৃত্যেতি। চিন্মাত্রত্বে সতি চেতয়িতৃত্বং যাকৃতির্জাতিস্তয়েত্যর্থঃ। "আকৃতিস্তু স্ত্রিয়াং রূপে সামান্যবপুষোরপীতি" মেদিনী। তদংশিত্বেন জীবাংশিত্বেন চেত্যর্থঃ। তদভিন্নং জীবাভিন্নম্। যদ্ব্রহ্মতত্ত্বম্। অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে, পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ। ব্যষ্টীতি। সমুদায়ঃ সমষ্টিস্তদেক-দেশস্তু ব্যষ্টিরিত্যর্থঃ। জীবাদিশক্তিমদ্ ব্রহ্ম সমষ্টিঃ, জীবস্তু ব্যষ্টিঃ। তাদৃশজীবনিরূপণদ্বারা শাস্ত্রস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমুক্তম্। অথ জীবাদিশক্তিবিশিষ্টসমষ্টিব্রহ্মনিরূপণেন তস্য তথাত্বং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। দশমস্য চেশ্বরস্য। অবশিষ্টঃ স্ফুটার্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পরমাত্মার জ্ঞানের নিমিত্ত জীবস্বরূপের জ্ঞান আবশ্যক হওয়ায়, উহার নির্দ্দেশ করিয়া, এক্ষণে জীবের ন্যায় চেতনের সাদৃশ্যে, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করণাভিপ্রায়ে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বয়তত্ত্বের কথা বলিতেছেন ; অর্থাৎ পূর্ব্বের লিখিত চিন্মাত্র স্বরূপ জীবের যে চেতন উহারও যিনি চেতয়িতা তিনিও উক্ত আকৃতি দ্বারা অর্থাৎ চিন্মাত্র হইয়াও চেতয়িতৃত্ব-রূপ ধর্ম্ম দ্বারা, এবং উক্ত অংশস্বরূপ জীবের অংশিত্ব-রূপ ধর্ম্ম দ্বারা জীব হইতে ভিন্ন হইয়াও যিনি অভিন্ন এবম্প্রকার যে ব্রহ্মতত্ত্ব উহাই এখানের বাচ্য। 'চেতন-ধর্ম্মা' জীব যে অংশিরূপে চেতয়িতা পরমেশ্বরের অংশ তৎসম্বন্ধে "চেতনশ্চেতনানাং—" [কঠোপনিষদ্ ৫।১৩, শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩] ইত্যাদি,শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের পরম চেতনস্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'অংশ' এবং 'অংশী' সম্বন্ধেও "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ—" [শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯] ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে জীবকে "অংশী" স্বরূপ ভগবানের অংশরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যষ্টিচেতন দ্বারা সমষ্টি নির্ণয়।

অতএব এই ব্যষ্টিচৈতন্যের নির্দ্দেশ হইতে সমুদায় লক্ষণসমষ্টিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ; সম্পূর্ণ সমষ্টির একদেশভূত-ব্যষ্টিরূপ-জীবচৈতন্য দ্বারা সমষ্টিরূপ শক্তিমৎ ব্রহ্ম-চৈতন্য নির্ণীত হইয়াছেন। উক্ত সমষ্টি-চৈতন্যই জীবের জাগ্রদাদি ও আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়ত্ব-গুণ-হেতু, সৃষ্টি-নিরোধের "আশ্রয়" নামে অভিহিত হয়েন ; উহা মহাপুরাণের লক্ষণভূত "সর্গাদি" বাক্যার্থ হইতে এবং জীবরূপ একদেশের আধার-ভূত "সমষ্টি" দ্বারাও লক্ষিত হইয়াছেন।—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন ;—

এই শ্রীমদ্ ভাগবতে সর্গ ১, বিসর্গ ২, স্থান ৩, পোষণ ৪, উতি ৫, মন্বন্তর ৬, ঈশানুকথা ৭, নিরোধ ৮, মুক্তি ৯, ও আশ্রয় ১০, এই দশটী পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

(বিদুর-মৈত্রেয়াদি) বিশুদ্ধচেতা বিবেকিগণ এই পুরাণে দশম পদার্থ বা "আশ্রয়-তত্ত্বের" বিশুদ্ধি বা তত্ত্বপরিজ্ঞানের নিমিত্ত, আর নয়টির লক্ষণ বা স্বরূপ কোথাও বা ভগবানের স্তুতিগান করিতে করিতে উহাদিগের বোধক শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোথাও বা উপাখ্যান উপলক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য-বৃত্তি-সহায়ে পরম্পরাসম্বন্ধে বর্ণন করিয়া থাকেন। সুতরাং "দশম" পদার্থটীর প্রাধান্যের নিমিত্ত অপর নয়টী ও উক্ত হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত সর্গ-বিসর্গাদির বিষয়গত পার্থক্য থাকিলেও শাস্ত্রভেদ সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ বিসর্গাদি সকলকারই এক বস্তু প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য ॥ ৫৫ ॥

তদেবং দশমং বিস্পষ্টয়িতুং তেষাং দশানাং ব্যুৎপাদিকাং সপ্তশ্লোকীমাহ ঃ—

"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥" (ভাগ, ২।১০।৩)

ভূতানি খাদীনি, মাত্রাণি চ শব্দাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চ। ধীশব্দেন মহদহঙ্কারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুর্ভূতাদীনাং জন্ম সর্গঃ। পুরুষো বৈরাজো ব্রহ্মা, তৎকৃতঃ পৌরুষঃ ; চরাচরসর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ।

"স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ ॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥" (ভাগ,২।১০।৪-৫)

বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ স্থিতিঃ স্থানং। ততঃ স্থিতেষু। স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ পোষণম্। মন্বন্তরাণি তত্তন্মন্বন্তরস্থিতানাং মন্বাদীনাং তদনুগৃহীতানাং সতাং চরিতানি, তান্যেব ধর্ম্মস্তদুপাসনাখ্যঃ সদ্ধর্ম্মঃ। তত্রৈব স্থিতৌ নানাকর্ম্মবাসনা উতয়ঃ। স্থিতাবেব হরেরবতারানুচরিতম্ অস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ কথাঃ, ঈশানুকথাঃ প্রোক্তাইত্যর্থঃ।

"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ ॥" (ভাগ, ২।১০।৬)

স্থিত্যনন্তরঞ্চাত্মনো জীবস্য শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহাস্য হরেরনুশয়নং, হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্র হরেঃ শয়নং প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং, জীবানাং শয়নং তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব নিরোধেঽন্যথারূপমবিদ্যাধ্বস্তমজ্ঞত্বাদিকং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

বিদ্যাভূষণ।

সর্গাদীন্ ব্যুৎপাদয়তি, তদেবমিত্যাদিনা। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাদিতি। কারণসৃষ্টিঃ পারমেশ্বরী, কার্য্যসৃষ্টিস্তু বৈরিঞ্চীত্যর্থঃ। মুক্তিরিতি। ভগবদ্বৈমুখ্যানুগতয়াবিদ্যয়া রচিতমন্যথারূপং দেবমানবাদিভাবং হিত্বা, তৎসাম্মুখ্যানুপ্রবৃত্তয়া তদ্ভক্ত্যা বিনাশ্য, স্বরূপেণাপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্টেন জীবস্বরূপেণ জীবস্য ব্যবস্থিতির্বিশিষ্টা পুনরাবৃত্তিশূন্যা ভগবৎসন্নিধৌ স্থিতির্মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব পূর্ব্বোক্ত দশমআশ্রয়-তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে দশটী-তত্ত্বের ব্যুৎপাদক সাতটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন "নিখিলনিদান পরমেশ্বর হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম নিবন্ধন আকাশাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তিই "সর্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে ভূত শব্দে আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূত, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃপৃথিবী।" (তৈত্তিরী, উ, ১) মাত্র—শব্দে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ও মন এই ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিয়া একাদশ ইন্দ্রিয়। এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ কারণ-সৃষ্টিই,—"সর্গ"। ১।

সর্গাদিদ্বারা আশ্রয়-তত্ত্ব নির্দ্দেশ। সর্গ।

বৈরাজপুরুষ বা সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী দেবতা যিনি প্রথম ব্যূহ, অর্থাৎ প্রকৃতির ভর্ত্তা সঙ্কর্ষণের (১) বা পুরুষাবতারের (২) প্রথম ব্যূহ; যথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য—

বিসর্গ।

"ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥" (ভাগবত, ১১।৪।৩)

আদিদেব নারায়ণ যখন স্ব-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পঞ্চভূতের দ্বারা জগদণ্ডরূপ-পুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বাংশ অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন আখ্যা ধারণ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হন,তৎকালে তাঁহার সেইরূপ পুরুষাবতার আখ্যায় অভিহিত হয়। এখানে পুরুষ—শব্দে বৈরাজ ব্রহ্মাকে বলা হইয়াছে; লঘুভাগবতামৃতে যথা—

"হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজ সংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা॥
বৈরাজ এব প্রায় স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ॥" (লঘুভা, অ, ১৬)

পদ্মভূ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ সংজ্ঞায় দ্বিবিধ; যিনি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বের শরীর স্বরূপ, ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যাদি ভোগকর্ত্তা ও দেবাদির অদৃশ্য, তিনি হিরণ্যগর্ভ। আর স্থূল সমষ্টিশরীর রূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে যিনি

(১) মঙ্গলাচরণ ১২ পৃষ্ঠ। (২) বস্তুতত্ত্বনির্ণয় ৭৪ পৃষ্ঠ।

নিযুক্ত তিনিই বৈরাজ। উক্ত বৈরাজ ব্রহ্মা দেবতাগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও দৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের বর-প্রদাতা হন; সৃষ্টাদি কার্য্যের ও বেদাদি ধারণের নিমিত্ত চতুর্মুখ অষ্টনেত্র ও অষ্ট বাহু হইয়া থাকেন। ইহা হইতেই চরাচর বিশ্বের যে সৃষ্টি অর্থাৎ কার্য্য-সৃষ্টি—ইহাই "বিসর্গ"। ২।

স্থিতি। সৃষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে যাঁহার যে মর্য্যাদা বা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহার সেই মর্য্যাদাপালন দ্বারা ভগবানের যে উৎকর্ষ-খ্যাপন করিতেছেন উহার নামই "স্থিতি"। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" (তৈত্তিরী, উ, ২।৮।১) ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহার তাদৃশ স্থিতির প্রকাশ করিতেছে। ৩।

পোষণ। উক্ত স্থিতি কালে অশেষ করুণাময় শ্রীভগবান মর্য্যাদাতিক্রমে উদ্ধত দৈত্যাদির উৎপীড়ন হইতে, ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিয়া, নিজ ভক্তগণের যে রক্ষা বিধান করেন ঐ অনুগ্রহই "পোষণ" নামে অভিহিত হয়। ৪।

মন্বন্তর। ভগবানের অনুগৃহীত মন্বন্তর প্রতিপালিত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে অবস্থিত মনু-আদি সাধুগণের চরিত্র, এবং উহাদের দ্বারা আচরিত তদীয় উপাসনাখ্য-সদ্ধর্ম্মই "মন্বন্তর"। ৫।

উতি। উক্ত স্থিতি কালে মায়ামোহিত জীবের প্রাকৃত অপ্রাকৃত কর্ম্মদ্বারা যে সকল বাসনার উদ্ভব হয়, যে বাসনার উদ্ভবে জীব ভবিষ্যতেও শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে, উহাই "উতি"। ৬।

ঈশকথা। স্থিতিকালে শ্রীভগবানের অবতারসকলের ও ইঁহার অনুবর্ত্তি অর্থাৎ অসুর বিনাশাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রপঞ্চে নিত্যপরিকরগণের সহিত আবির্ভূত শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের যে সকল কথা, যাহা তৎকালে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে, উহাই ঈশকথা" নামে উক্ত হইয়াছে। ৭।

নিরোধ। স্থিতির অনন্তর যখন শ্রীভগবান্ তদীয় ঈক্ষণ-ক্ষুব্ধা-প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন প্রপঞ্চ হইতে দৃষ্টিনিমীলন পূর্ব্বক যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন, তৎকালে তাঁহার নিমীলনের অনন্তর তদীয় শক্তিবর্গ ও ইন্দ্রিয়াদি-উপাধির সহিত ব্যুৎক্রম-পরম্পরায় জীবাত্মার যে শয়ন বা লয় উহাই "নিরোধ" "যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈত্তিরী, উ, ৩।১।৩) এই শ্রুতি তাঁহার শয়নের সহিত জীবাত্মার লয়ের কথা বলিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানের শয়ন বলিতে প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন এবং জীবের শয়ন বলিতে তাঁহাতে লয়-প্রাপ্তি। ৮।

মুক্তি। শ্রীভগবদ্বৈমুখ্য জন্য অবিদ্যা কর্ত্তৃক রচিত দেবমনুষ্যাদি ভাবকে বিনাশ করিয়া, কখন অপহত পাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ-জীব স্বরূপে, অথবা কখন তাহা হইতে অধিক কৃপা-লাভ করতঃ পুনরাবৃত্তিশূন্য নিত্য-পার্ষদরূপে, শ্রীভগবানের নিকট জীবের যে অবস্থিতি উহাই "মুক্তি"। ৯।

"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥" (ভাগ, ২।১।৭০)

আভাসঃ সৃষ্টিঃ, নিরোধো লয়শ্চ যতো ভবতি, অধ্যবসীয়তে উপলভ্যতে জীবানাং

জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু প্রকাশতে চ, স ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে। ইতি শব্দঃ প্রকারার্থঃ, তেন ভগবানিতি চ। অস্য বিবৃতিরগ্রে বিধেয়া ॥ ৫৭ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অথ নবভিঃ সর্গাদিভির্লক্ষণীয়মাশ্রয়তত্ত্বমাহ, আভাসশ্চেতি। যত ইতি হেতৌ পঞ্চমী ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ প্রকৃতি ও জীবাদি শক্তির আশ্রয়ভূত যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি ও লয় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, এবং যাঁহার দ্বারা উক্ত সৃষ্টি ও লয় জীবগণের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, যিনি ‘ব্রহ্ম’ ও ‘পরমাত্মা’ রূপে প্রসিদ্ধ, তিনিই ‘আশ্রয়’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকে ‘পরমাত্মেতি’ পদের ‘ইতি’ শব্দের প্রকারার্থ গ্রহণ করিয়া ভগবান্ রূপে ও যিনি প্রসিদ্ধ, তাঁহারও উল্লেখ করা হইয়াছে, বিশেষতঃ “কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং” শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, দশমস্কন্ধের লক্ষিত দশম পদার্থ সেই আশ্রয়-তত্ত্ব, সামান্যাকারে উক্ত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণেই উহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১০। (ইহা পরে বিশেষ বিবৃত হইবে) ॥ ৫৭ ॥

আশ্রয়।

স্থিতৌ চ তত্রাশ্রয়স্বরূপমপরোক্ষানুভবেন ব্যষ্টিদ্বারাপি স্পষ্টং দর্শয়িতুমধ্যাত্মাদি-বিভাগমাহ :—

“যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষোহ্যাধিভৌতিকঃ ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যোবেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥” (ভাগ, ২।১০।৮।৯)

যোঽয়মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষশ্চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা জীবঃ, স এবাধিদৈবিকশ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ। দেহস্বষ্টেঃ পূর্ব্বং করণানামধিষ্ঠানাভাবেনাক্ষমতয়া করণপ্রকাশ-কর্তৃত্বাভিমানি-তৎসহায়য়োরুভয়োরপি তয়োর্বৃত্তি ভেদানুদয়েন জীবত্বমাত্রাবিশেষাৎ। ততশ্চোভয়স্ত্বভিমানি-তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপো দ্বিরূপোবিচ্ছেদো যস্মাৎ, স আধিভৌতিকশ্চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ পুরুষ ইতি—পুরুষস্য জীবস্যোপাধিঃ। “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” তৈত্তিরী, উ, ২।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৫৮ ॥

বিদ্যাভূষণ।

নন্থ করণাভিমানিনো জীবস্থ করণপ্রবর্ত্তকসূর্য্যাদিত্বমত্র কথং, তত্রাহ, দেহস্বষ্টেঃ পূর্ব্বমিতি। করণানামিতি। অধিষ্ঠানাভাবেন চক্ষুর্গোলকাদ্যভাবেনেত্যর্থঃ। উভয়োরপি তয়োর্বৃত্তিভেদানুদয়েনেতি। করণানাং বিষয়গ্রহণং বৃত্তিঃ, দেবতানান্তু তত্র প্রবর্ত্তকত্বং বৃত্তিঃ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—দেহোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমপি জীবেন সার্দ্ধম্ ইন্দ্রিয়াণি তদ্দেবতাশ্চ সন্ত্যেব, তদা তেষাং তেষাঞ্চ বৃত্ত্যভাবাজ্জীবেঽন্তর্ভাবো বিবক্ষিতঃ। উৎপন্নে তু দেহে তয়োর্বিভাগো যস্তবতীত্যাহ, ততশ্চোভয় ইতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব-লক্ষণ পরমাশ্রয়ের স্তুতির জন্য স্থিতি-কালে উক্ত আশ্রয়-তত্ত্বকে স্বকীয় অনুভব দ্বারা ও ব্যষ্টি জীবের দ্বারা স্পষ্টাকারে উক্ত জীবের অংশভূত পুরুষের তাদৃশ বৈভব প্রকাশ করার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদির বিভাগ উক্ত হইতেছে, যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অভিমানী দ্রষ্টা অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা ইত্যাকারে যাঁহার অভিমান হইয়া থাকে তিনিই জীব ; আবার ঐ পুরুষই যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বর্গের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতা রূপে প্রতীত হয়েন তখনই আধিদৈবিক পুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যিনি ইন্দ্রিয়াদির অভিমানী জীব নামে অভিহিত হইলেন, উক্ত জীবের ইন্দ্রিয়াদি করণের প্রবর্ত্তকতা রূপ সূর্য্যাদি দেবত্ব কি প্রকারে তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে ? অর্থাৎ দেহ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্বরূপ অক্ষিগোলকাদি কিছুই থাকে না, সুতরাং তৎকালে করণের প্রকাশক কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব, এবং জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানের সহায়ভূত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি ইহাদের উভয়েরই স্ব স্ব বৃত্তির অর্থাৎ চক্ষুরাদি করণের বিষয়গ্রহণতা রূপ বৃত্তি, এবং সূর্য্যাদি দেবতার ইন্দ্রিয়াদি প্রবর্ত্তকতা রূপ বৃত্তি দ্বয়ের পরস্পর ভেদের অভাবে কেবল জীবমাত্রে অবস্থান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে : যে দেহ উৎপত্তির পূর্ব্বেও জীবের সহিত ইন্দ্রিয়সকল ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ ছিলেন, তৎকালে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তির অভাবে একমাত্র জীবত্ব ব্যতিরেকে অপর কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিভাত হয় নাই। যেহেতু ঐসমস্ত একমাত্র জীবেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই উভয় অর্থাৎ করণাভিমানী আধ্যাত্মিক দ্রষ্টা জীব ও করণের অধিষ্ঠাতা দেবতা রূপ আধিদৈবিক পুরুষ, ইহা হইতে বিভিন্ন যে পুরুষ অর্থাৎ চক্ষুর্গোলকাদি দ্বারা উপলক্ষিত দৃশ্য-দেহ নামে অভিহিত আধিভৌতিক পুরুষ অর্থাৎ এই পুরুষ বলিতে জীবের উপাধিই প্রতিপন্ন হইতেছে ; যেহেতু "সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ আত্মা হইতে উৎপন্ন আকাশাদি তাবৎ ভূতের কথা বলিয়া পরিশেষ পৃথিবী, তাহা হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, এবং রেতরূপে পরিণত উক্ত অন্নাদি হইতে হস্ত, পদ, মস্তকাদিআকৃতি বিশিষ্ট পুরুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত অন্নরসাদির বিকার হইতে উৎপন্ন পুরুষই আধিভৌতিক পুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই আধিভৌতিক পুরুষাকৃতির দ্বারা ভাবিত তীব্র সম্বেগসম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার অনুসন্ধানে তীব্ররূপে যাঁহার হৃদয় ভাবিত, উক্ত পুরুষ হইতে সম্ভূত রেতরূপ যে বীজ, উহা হইতে উৎপন্ন দেহেও তদ্রূপ গুণেরই সম্ভব হইয়া থকে, যেহেতু জায়মান তাবৎ প্রাণিকেই তাহার উপাদানের অনুরূপ হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত উৎপদ্যমান জীবের সকলেই অন্নরসাদির বিকাররূপে ব্যুৎক্রম-কারণ পরম্পরায় ব্রহ্মে যাইয়া পর্য্যবসিত হইলেও, পুরুষ শব্দে মনুষ্যাকারপ্রাপ্ত পুরুষের উল্লেখ করার তাৎপর্য্যে দেখা যায়, প্রাধান্যই উহার কারণ, যেহেতু বিধি, নিষেধ, বিবেক, সামর্থ্যাদির দ্বারা পুরুষকেই অন্বিত হইতে দেখা যায় ;—"পুরুষেত্বেব" এই শ্রুতিতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে পূর্ব্বোক্ত তীব্র-সম্বেগ-সম্পন্নতা-সম্বলিত-বিদ্যাদ্বারা পরমপদার্থের লাভে অধিক ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বিদ্যাশব্দে জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি জানিতে হইবে ; "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ।" (বে, সূত্র, ৩,৩৪৮) গোবিন্দভাষ্য বলেন—"তু শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায় বিদ্যৈব মোক্ষহেতুর্ন তু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিয়তে বিদ্যাকর্ম্মণী।

কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ। বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে।" এই বিবেক-জ্ঞানের নিমিত্তই পশ্বাদি হইতে মনুষ্যের এবং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে।

অতএব জগতের আরম্ভ হইতে শেষপর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরমাত্মার উপাদানতা বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিতেও প্রকারান্তরে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে, আমরা যেমন রশ্মিস্থানীয় জীবকে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার চৈতন্যের অংশরূপে পৃথক্ দেখিলেও, উহার পরচৈতন্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের সহিত চৈতন্যত্বাংশে অভেদ দেখিয়া থাকি, তদ্রূপ আধিভৌতিক পুরুষ হইতে স্থূল সূক্ষ্ম মহাভূতাদির ভৌতিক তত্ত্বের চরমে যাইলেও সেই শ্রীভগবানকেই দেখিয়া থাকি। উক্ত আশ্রয়তত্ত্বকে সর্ব্বপ্রকারে জানাইবার নিমিত্তই এই আধ্যাত্মিকাদি পুরুষের উপদেশ করা হইয়াছে॥ ৫৮॥

একমেকতরাভাব ইতি। এষামন্যোন্যসাপেক্ষসিদ্ধত্বেনানাত্মত্বং দর্শয়তি। তথাহি দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি, নাপি দ্রষ্টা, ন চ তদ্বিনাকরণপ্রবৃত্ত্যনুমেয়স্ত-দধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ, ন চ তং বিনা করণং প্রবর্ত্ততে, ন চ তদ্বিনা দৃশ্যমিত্যেকতরস্যাভাবে একং নোপলভামহে। তত্র তদা, তৎ ত্রিতয়মালোচনাত্মকেন প্রত্যয়েন যো বেদ সাক্ষিতয়া পশ্যতি, স পরমাত্মা আশ্রয়ঃ। তেষামপি পরস্পরমাশ্রয়ত্বমস্তীতি তদ্ব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণম্ঃ— স্বাশ্রয়ো—অনন্যাশ্রয়ঃ, স চাসাবন্যেষামাশ্রয়শ্চেতি। তত্রাংশাংশিনোঃ শুদ্ধজীবপরমাত্মনোর-ভেদাংশস্বীকারেণৈবাশ্রয় উক্তঃ। অতঃ "পরোঽপি মনুতেঽনর্থম্" ইতি,

> "জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
> তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিবক্ষিতঃ॥" (ভাগ, ১১।১৩।২৬)

ইতি, "শুদ্ধোবিচষ্টেহ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ" ইত্যাদ্যুক্তস্য সাক্ষিসংজ্ঞিনঃ শুদ্ধজীবস্যাশ্রয়ত্বং ন শঙ্কনীয়ম্। অথবা—নম্বাধ্যাত্মিকাদীনামপ্যাশ্রয়ত্বম্ অস্ত্যেব। সত্যম্। তথাপি পরস্পরাশ্রয়ত্বান্ন তত্রাশ্রয়তাকৈবল্যমিতি তে ত্বাশ্রয়শব্দেন মুখ্যতয়া নোচ্যন্তে ইত্যাহ, 'একমিতি' তর্হি সাক্ষিণ এবাস্তামাশ্রয়ত্বং, তত্রাহ, 'ত্রিতয়মিতি'। স আত্মা সাক্ষী, জীবস্ত,—যঃ স্বাশ্রয়োঽনন্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা, স এবাশ্রয়ো যস্য তথাভূত ইতি। বক্ষ্যতে চ হংসগুহস্তবে ঃ—

> "সর্ব্বং পুমান্ বেদগুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে॥"
> (ভাগ, ৬।৪।২০)

ইতি। তস্মাদাভাসশ্চেত্যাদিনোক্তঃ পরমাত্মৈবাশ্রয় ইতি। শ্রীশুকঃ॥ ৫৯॥

বিদ্যাভূষণ।

আধ্যাত্মিকাদীনাং ত্রয়াণাং মিথঃ সাপেক্ষত্বেসিদ্ধেস্তেষামাশ্রয়ত্বং নাস্তীতি ব্যাচষ্টে, একমেকতরেত্যাদিনা। ত্রিতয়ম্ আধ্যাত্মিকাদিত্রয়ম্। ননু শুদ্ধস্য জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি সাক্ষিত্বাভিধানেনান্যানপেক্ষত্বসিদ্ধেস্তস্যাশ্রয়ত্বং কুতো ন ব্রূষে, তত্রাহ অত্রাংশাংশিনোরিতি অংশিনাংশোঽপীহ গৃহীত ইত্যর্থঃ। অসন্তোষাদ্ব্যাখ্যান্তরম্ অথবেতি। তর্হি ইতি। সাক্ষিণঃ শুদ্ধজীবস্য। সর্ব্বমিতি। পুমান্ জীবঃ। ৫৯।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

কেহ যদি পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক-পুরুষই আশ্রয় বলিয়া সন্দিহান হন, তজ্জন্য আধ্যাত্মিকাদিত্রয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা-নিবন্ধন অনাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছেন ;—

আধ্যাত্মিকাদি পুরুষের আশ্রয়ত্ব নিরাস।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা-দেবতা ও ইন্দ্রিয়াভিমানী-দ্রষ্টা, ইহারা উভয়ে দৃশ্যদেহ ভিন্ন যখন নিজ নিজ সত্তার উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং সেই নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া থাকে, তখন ইহাদিগের কেহই আত্মা নহে, এ সকলগুলিই অনাত্মা। অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর অভাবে, ঐ দৃশ্যবস্তুর প্রতীতির দ্বারা অনুমেয় চক্ষুরাদিকরণের সিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং উহাদের অভাবে দ্রষ্টা-জীবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না, এবং ঐ করণের অভাবে করণপ্রবৃত্তির দ্বারা অনুমেয় করণাধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিরও সিদ্ধি হইতে পারে না, অধিষ্ঠাতা-সূর্য্যাদি ব্যতিরেকে চক্ষুরাদি করণেরও সিদ্ধি হয় না, এবং চক্ষুরাদি করণের অভাবে দৃশ্য দেহাদি বস্তুরও সত্তা প্রতিপাদন করা যায় না, অতএব একের অভাবে অপর একটীরও উপলব্ধি হয় না, যখন ইহারা নিজেই নিজের আশ্রয় নহে, তখন ইহারা কেহই আশ্রয় হইতে পারেনা, সুতরাং স্বাশ্রয়তা ইহাদের নাই, কিন্তু তৎকালে উক্ত আধ্যাত্মিকাদি তিনটীকেই যিনি নিজ আলোচনাত্মক প্রত্যয়ের দ্বারা সাক্ষিস্বরূপে দেখিতেছেন সেই পরমাত্মাই একমাত্র আশ্রয়-পদবাচ্য। এবং উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ব্যবচ্ছেদের নিমিত্তই পরমাত্মাকে আশ্রয় এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু তিনি কাহারও আশ্রয়কে অপেক্ষা না করিয়াই নিজে অপর সকলকারই আশ্রয়। তন্মধ্যে অংশাংশিরূপে-প্রতিভাত-শুদ্ধজীবের সহিত সেই আশ্রয়-স্বরূপ-পরমাত্মার অংশরূপে অভেদ স্বীকার করিয়াই জীবকেও আশ্রয় বলা হইয়াছে।

"পরোঽপি মনুতেঽনর্থমিত্যাদি" শ্লোকে জীবের চিদ্রূপতাসত্ত্বেও মায়াভিভূততা উক্ত হইয়াছে। "জাগ্রৎস্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী বুদ্ধির বৃত্তি, কিন্তু ইহারা স্বাভাবিক নহে, ইহা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকার, সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ, রজোগুণ হইতে স্বপ্ন এবং তমোগুণ হইতে নিদ্রা হইয়া থাকে ; জীব ইহা হইতে স্বতন্ত্র, যেহেতু তিনি সাক্ষী-স্বরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন।" ইত্যাদি শ্লোকে জীবের সাক্ষী-স্বরূপতা উক্ত হইয়াছে।

"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততং॥"

এবং "শুদ্ধো বিচষ্টে" অর্থাৎ "শুদ্ধ হইয়াও মায়া দ্বারা কল্পিত অন্তঃকরণের এই প্রসিদ্ধ বিভূতি যিনি বিশেষভাবে দেখিয়া থাকেন, এবং তাহাতে আবিষ্ট হন, তিনিই জীবনামা শরীর-দ্বয়-লক্ষণ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হওয়ায়, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, ঐ মায়ারচিত অবিশুদ্ধকর্ত্তা, শ্রীভগবানের বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং অনাদিকাল হইতে অনুগত ঐ কর্ম্ম জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় আবির্ভূত এবং সুষুপ্তিকালে তিরোহিত হয়, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখিতে পান।" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা উক্ত সাক্ষিস্বরূপ শুদ্ধজীবের আশ্রয়তাও নিঃশঙ্কিত হইয়াছে।

অথবা পক্ষান্তরে বলিতেছেন ;—যদি আধ্যাত্মিকাদিরও আশ্রয়তা আছে এরূপ বলা হয় ; তাহাও সত্য। কিন্তু উহাদিগের পরস্পরাশ্রয়তাহেতু আশ্রয়কৈবল্য না থাকায় উহারা মুখ্য আশ্রয়রূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই "একমেকতরাভাবে" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যদি

সাক্ষিস্বরূপ জীবেরই আশ্রয়তা স্বীকার করা হয়; তন্নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, ঐ তিনকেই যিনি জানেন—তিনিই আশ্রয়। অতএব সেই আত্মাই সাক্ষী এবং যিনি সকলকার আশ্রয় হইলেও যাঁহার নিজের স্বতন্ত্র আশ্রয় নাই এমন পরমাত্মা যাঁহার আশ্রয়; অর্থাৎ পরম্পরাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয় জীব, উক্ত জীবেরও আশ্রয় পরমাত্মা, পরমাত্মার আর আশ্রয় না থাকাতে তিনিই সকলকার পরম-আশ্রয়-স্বরূপ হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরাশ্রয়তাসিদ্ধি।

এই প্রকারে পরমাত্মা মূল আশ্রয় হইলেও উহা উপাসকের উপাসনার তাৎপর্য্যানুসারে ত্রিবিধাকারে ভাসমান হইয়া থাকেন, এবং উক্ত ত্রিবিধতত্ত্বের মূল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যাইয়া পর্য্যবসিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণই মূল আশ্রয়; "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদি গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয়রূপে লক্ষিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে আশ্রয়-তত্ত্বের বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয়-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাঁহার অসম্যক্-আবির্ভাবরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও আশ্রয়তা সিদ্ধ হইয়াছে। "জীব চেতনরূপতানিবন্ধন দেহাদিকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণকে সত্ত্বাদিগুণ ও তাহার মূলভূত অহঙ্কারাদি তত্ত্বকে জানেন, এবং জীবন্মুক্তাবস্থায় পরমাত্মাকেও জানিতে পারেন, কিন্তু এই সকল জ্ঞানসত্ত্বেও যে সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত-মহিম-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন না, আমি সেই স্বয়ং ভগবানকে স্তব করি।" ইত্যাদি শ্লোকে জীবের সাক্ষিত্ব ও পরমপুরুষের আশ্রয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব "আভাসশ্চ" ইত্যাদি কয়েকটী শ্লোক দ্বারা উক্ত পরমাত্মা যে স্পষ্টই আশ্রয়রূপে অভিহিত হইয়াছেন তাহা দেখাইতেছেন। [ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি] ৫৭॥

অস্য শ্রীভাগবতস্য মহাপুরাণত্বব্যঞ্জকলক্ষণং প্রকারান্তরেণ চ বদন্নপি তস্যৈবাশ্রয়ত্ব-মাহ, দ্বয়েন :—

"সর্গোঽস্যার্থবিসর্গশ্চ বৃত্তো রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশ্যানুচরিতং সংস্থাহেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥" (ভাগ, ১২।৭।৮-৯)

অন্তরাণি মন্বন্তরাণি। পঞ্চবিধং—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্" ইতি কেচিৎ বদন্তি।

স চ মতভেদো মহদল্পব্যবস্থয়া—মহাপুরাণমল্পপুরাণমিতি ভিন্নাধিকরণত্বেন। যদ্যপি বিষ্ণুপুরাণাদাবপি দশাপি তানি লক্ষ্যন্তে, তথাপি পঞ্চানামেবপ্রাধান্যেনোক্তত্বাৎ অল্পত্বম্। অত্র দশানামর্থানাং স্কন্ধেষু যথাক্রমং প্রবেশো ন বিবক্ষিতঃ, তেষাং দ্বাদশসংখ্যত্বাৎ; দ্বিতীয়-স্কন্ধোক্তানাং তেষাং তৃতীয়াদিষু যথাসংখ্যং ন সমাবেশঃ; নিরোধাদীনাং দশমাদিষু-অষ্টম-বর্জ্জম্ অন্যেষামপ্যন্যেষু যথোক্তলক্ষণতয়া সমাবেশনাশক্যত্বাদেঃ। তদুক্তং শ্রীস্বামিভিরেব—

"দশমে কৃষ্ণসৎকীর্ত্তিবিতানায়োপবর্ণ্যতে।
ধর্ম্মগ্লানিনিমিত্তস্তু নিরোধো দুষ্টভূভুজাম্" ইতি।
"প্রাকৃতাদিচতুর্দ্ধা যো নিরোধঃ স তু বর্ণিতঃ" ইতি।

অতোঽত্র স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণরূপস্যাশ্রয়স্যৈব বর্ণনপ্রাধান্যং তৈর্ব্বিবক্ষিতম্। উক্তঞ্চ স্বয়মেব—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্" ইতি।

এবমন্যত্রাপ্যুন্নেয়ং। অতঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ সর্ব্বেষ্বেব স্কন্ধেষু গুণত্বেন বা মুখ্যত্বেন বা নিরূপ্যন্ত ইত্যেব তেষামভিমতম্। "শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা" ইত্যত্র চ তথৈব প্রতিপন্নং, সর্ব্বত্র তত্তৎ সম্ভবাৎ। ততশ্চ প্রথমদ্বিতীয়য়োরপি মহাপুরাণতায়াং প্রবেশঃ স্যাৎ। তস্মাৎ ক্রমো ন গৃহীতঃ ॥ ৬০ ॥

বিদ্যাভূষণ।

অন্যেতি। প্রকারান্তরেণেতি। ক্বচিন্নামান্তরত্বাদর্থান্তরত্বাচ্চেত্যর্থঃ। এতানি দশলক্ষণানি কেচিত্তৃতীয়াদিষু ক্রমেণ স্থূলধিয়ো যোজয়ন্তি, তান্নিরাকুর্ব্বন্নাহ, দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামিতি। অষ্টাদশসহস্রিত্বং দ্বাদশস্কন্ধিত্বঞ্চ ভাগবতলক্ষণং ব্যাকুপ্যেৎ, অধ্যায়পূর্ত্তৌভাগবতত্বোক্তিশ্চ ন সম্ভবেদিতি চ বোধ্যম্। শুকভাষিতঞ্চেদ্ভাগবতং ; তর্হি প্রথমস্য দ্বাদশশেষস্য চ তত্ত্বানাপত্তিঃ। তস্মাদষ্টাদশসহস্রি তৎপিতুরাচার্য্যাচ্ছুকেনাধীতং কথিতঞ্চেতি সাম্প্রতং, সংবাদাস্তু তথৈবানাদিসিদ্ধা নিবদ্ধা ইতি সাম্প্রতং ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্বব্যঞ্জক লক্ষণসকল দ্বাদশস্কন্ধের উক্তি অনুসারে প্রকারান্তরে উক্ত হইলেও সেই পরমাত্মারই আশ্রয়তা নিরূপিত হইয়াছে। উহাই বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে;—

"পুরাণবিদ্ ব্যক্তিগণ এই বিশ্বের উৎপত্তি, অবান্তরসৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্বন্তর, বংশ, বংশ্যানুচরিত, প্রলয়, জীবাশয় ও আশ্রয় এই দশবিধ-লক্ষণযুক্ত-গ্রন্থকেই মহাপুরাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বা সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশ্যানুচরিত এই পঞ্চবিধ-লক্ষণযুক্ত-গ্রন্থকে পুরাণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, এই ভেদ অল্পপুরাণ ও মহাপুরাণরূপ ভিন্নাধিকারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরাণাদিতে যদ্যপি উক্ত দশটি লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি উক্ত পাঁচটির প্রাধান্যবশতঃ উহার অল্পত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

দ্বাদশস্কন্ধোক্ত রীতি অনুসারেও শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রয়ত্ব।

উক্ত দশটী অর্থ যে এই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে যথাক্রমে প্রবিষ্ট আছে, তাহা বলা যায় না, যেহেতু প্রথমতঃ ইহা দ্বাদশ-স্কন্ধ-গ্রন্থ, দ্বিতীয়তঃ উক্ত লক্ষণ সকল দ্বিতীয়-স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তৃতীয়-স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ-স্কন্ধ পর্য্যন্ত দশ-স্কন্ধে দশটী লক্ষণের সমাবেশও বলা যায় না, যেহেতু তৃতীয়-স্কন্ধে উহা যথাযথ উক্ত হয় নাই, নিরোধাদি দশমেই লক্ষিত হইয়াছে অষ্টমে, উহার কোনই উল্লেখ নাই, এবং অন্যান্য লক্ষণ সকলও যথোক্ত সমাবেশিত না হইয়া অন্যান্যতেও পরিলক্ষিত হইতেছে। পূজনীয় স্বামিপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন, "এই দশম-স্কন্ধে ধর্ম্মের গ্লানি করায় বহুদুষ্ট রাজন্যবর্গের বিনাশ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।" অর্থাৎ বিনাশ দ্বারা প্রাকৃতাদি চতুর্ব্বিধ লয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব এই দশম-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-আশ্রয়-তত্ত্বের যে প্রাধান্যই বর্ণিত হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া

যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ংই বলিয়াছেন, "এই দশম-স্কন্ধে আশ্রিতেরও আশ্রয়বিগ্রহ দশম যে আশ্রয়তত্ত্ব তিনিই লক্ষিত হইয়াছেন।" অতএব প্রায় সকল অর্থই সকল স্কন্ধে কোন স্থানে গৌণরূপে কোন স্থানে মুখ্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা "শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা পূর্ব্বেই বিশেষ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয়-স্কন্ধ ও প্রথম-স্কন্ধও মহাপুরাণের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা স্বীকার না করিলে "দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত অষ্টাদশ-সহস্র-গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত" ইত্যাদি লক্ষণ ব্যাকুপিত হইয়া যায়। অতএব ক্রমগ্রহণ না করিয়া এই অষ্টাদশ-সহস্র-গ্রন্থ যাহা, শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক তদীয় পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট অধীত হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি উক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং এই সংবাদকেও অনাদি-সিদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে। ॥ ৬০ ॥

অথ সর্গাদীনাং লক্ষণমাহ :—

"অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥" (ভাগ, ১২।৭।১০)

প্রধানগুণক্ষোভান্মহান্, তস্মাত্রিগুণোঽহঙ্কারঃ, তস্মাদ্ভূতমাত্রাণাং ভূতসূক্ষ্মাণাং ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ, স্থূলভূতানাঞ্চ, তদুপলক্ষিততদ্দেবতানাঞ্চ সম্ভবঃ সর্গঃ ; কারণসৃষ্টিঃ সর্গঃ ইত্যর্থঃ।

"পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্ ॥" (ঐ, ১১)

পুরুষঃ পরমাত্মা। এতেষাং মহদাদীনাং, জীবস্য পূর্ব্বকর্ম্মবাসনাপ্রধানোঽয়ং সমাহারঃ কার্য্যভূতশ্চরাচরপ্রাণিরূপো বীজাদ্বীজমিবপ্রবাহাপন্নো বিসর্গ উচ্যতে ; ব্যষ্টিসৃষ্টির্বিসর্গ ইত্যর্থঃ। অনেনোতিরপ্যুক্তা।

"বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা ॥" (ঐ, ১২)

চরাণাং ভূতানাং সামান্যতোঽচরাণি চকারাচ্চরাণি চ কামাদ্বৃত্তিঃ। তত্র তু নৃণাং স্বেন স্বভাবেন কামাচ্চোদনয়াপি বা যা নিয়তা বৃত্তির্জীবিকা কৃতা, সা বৃত্তিরুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

"রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানুযুগে যুগে।
তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ ॥" (ঐ, ১৩)

যৈরবতারৈঃ। অনেনেশকথা, স্থানং, পোষণঞ্চেতি ত্রয়মুক্তম্।

"মন্বন্তরং মনুর্দ্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥" (ঐ, ১৪)

মন্বাদ্যাচরণকথনেন সদ্ধর্ম্ম এবাত্র বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রাক্তনগ্রন্থৈকার্থ্যম্।

"রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশ্যানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে ॥" (ঐ, ১৫)

তেষাং রাজ্ঞাং, যে চ তদ্বংশধরাস্তেষাং বৃত্তং বংশ্যানুচরিতম্ ॥ ৬১ ॥

বিদ্যাভূষণ।

উদ্দিষ্টানাং সর্গাদীনাং ক্রমেণ লক্ষণানি দর্শয়িতুমাহ, অথেত্যাদি। অব্যাকৃতেতি। ত্রিবৃৎপদং মহতোঽপি বিশেষণং বোধ্যম্। 'সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহানিতি, শ্রীবৈষ্ণবাৎ। পুরুষঃ পরমাত্মা বিরিঞ্চ্যন্তঃস্থ ইতি বোধ্যম্। স্ফুটার্থানি শিষ্টানি॥ ৬১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

দ্বাদশস্কন্ধোক্ত রীত্যনুসারে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট সর্গাদির লক্ষণ ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছেন—প্রধানের গুণের ক্ষোভ হইতে যে মহত্তত্ত্ব তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারতত্ত্ব তাহা হইতে সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূত এবং তদুপলক্ষিত দেবতার যে সৃষ্টি, "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।" (ছা, উ, ৬, ৪, ৩,) ইত্যাদি শ্রুতি যে সৃষ্টির কথা বলিতেছেন, উক্ত কারণ-সৃষ্টিই "সর্গ" ১ নামে অভিহিত।

বিরিঞ্চির অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা কর্তৃক অনুগৃহীত মহদাদির ও জীবের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মবাসনা-প্রধান বীজ হইতে বীজের ন্যায় প্রবাহাপন্ন-কার্য্যভূত-চরাচর-প্রাণিরূপ যে সৃষ্টি উহাই "বিসর্গ" ২ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ যাহা ব্যষ্টি উপাধি উহাই বিসর্গ; পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-বাসনাময় উতিও ইহার অন্তর্ভূ'ত হওয়ায় উতিও এখানে অভিহিত হইয়া যাইতেছে।

"স্থিতিকালে চরভূতসমূহের কামনানুরূপ যে বৃত্তি, যাহা প্রাণিগণের স্বভাবতঃ-কৃত, কামত-কৃত বা বিধিবোধিত জীবনোপায়, তাহাই "বৃত্তি" ৩ নামে অভিহিত হয়।

বিশ্বের মধ্যে যুগে যুগে বেদবিদ্বেষী দৈত্যকর্তৃক তির্য্যক্, মনুষ্য, ঋষি ও দেবতা সকলের কার্য্য-নাশের উপক্রমে ভগবানের যে সকল অবতার হন, এবং উহাঁদিগের যে অসুরসংহারাদি লীলা, উহাই "রক্ষা" ৪ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ঈশকথা, স্থান ও পোষণ এই রক্ষার অন্তর্ভূ'ত হওয়ায় উহাদেরও উক্তি হইয়াছে।

মনু, দেবতা, মনুপুত্রগণ, দেবেশ্বরগণ, সপ্তর্ষিগণ এবং ভগবানের অংশাবতার সকল ইহারা যখন স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান করিয়া থাকেন উহাই মন্বন্তর। অর্থাৎ দিব্যপরিমাণে এক-সপ্ততি-যুগকে মন্বন্তর বলা হয়, এইরূপ চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। উক্ত চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ মনু, এবং ঐ মনুর অধিকারকালে তদীয় পুত্রগণ, ইন্দ্র, কোন কোন দেবতা, কোন কোন সপ্তর্ষি এবং ভগবানের কোন কোন অবতার, এই প্রকার এক একটী মনুর অধিকার কাল "মন্বন্তর" ৫, এই চতুর্দ্দশ মনুর প্রথম—স্বায়ম্ভুব, দ্বিতীয়—স্বারোচিষ, তৃতীয়—উত্তম, চতুর্থ—তামস, পঞ্চম—রৈবত, ষষ্ঠ—চাক্ষুষ, সপ্তম –বৈবস্বত, বর্ত্তমান এই বৈবস্বত-মনুর অধিকার, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

দ্বাদশ-স্কন্ধোক্ত রীত্যনুসারে সর্গাদির লক্ষণ।

"মনবোঽস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্ কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।" (ভাগ, ৮।১।৪)

অষ্টম মনু-সাবর্ণি, নবম দক্ষ-সাবর্ণি, দশম ব্রহ্ম-সাবর্ণি, একাদশ ধর্ম্ম-সাবর্ণি, দ্বাদশ রুদ্র-সাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেব-সাবর্ণি, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র-সাবর্ণি (বিশেষ বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ ৩ য় অংশ দ্রষ্টব্য) অতএব পূর্ব্বোক্ত সদ্ধর্ম্মও এই মনু প্রভৃতির আচরণ-কথন দ্বারা ইহার অন্তর্ভূ'ত হওয়ায়, উহাও উক্ত হইতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত পুরাণ-লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান লক্ষণের তাৎপর্য্যে একই অর্থ অবধারিত হইতেছে।

ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন রাজাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীয় চরিত্রাবলী "বংশ" ৬ নামে অভিহিত হয়।

পরম্পরাক্রমে তদীয় বংশধরগণের ত্রৈকালিক চরিত্রের বর্ণন "বংশানুচরিত" ৭ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৬১॥

"নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ॥" (ভাগ, ১২।৭।১৬)

অস্য—পরমেশ্বরস্য। স্বভাবতঃ—শক্তিতঃ। আত্যন্তিক ইত্যনেন মুক্তিরপ্যত্র প্রবেশিতা।

"হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ।
যঞ্চানুশয়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥"　(ঐ, ১৭)

হেতুর্নিমিত্তম্। অস্য—বিশ্বস্য। যতোঽয়মবিদ্যয়া কর্ম্মকারকঃ। "যমেব হেতুং কেচিচ্চৈতন্য প্রাধান্যেনানুশয়িনং প্রাহুঃ অপরে উপাধিপ্রাধান্যেনাব্যাকৃতমিতি।

"ব্যতিরেকান্বয়ৌ যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ॥"　(ঐ, ১৮)

শ্রীবাদরায়ণসমাধিলব্ধার্থবিরোধাদত্র চ জীবশুদ্ধস্বরূপমেবাশ্রয়ত্বেন ন ব্যাখ্যায়তে। কিন্তু অয়মেবার্থঃ —জাগ্রদাদিষ্ববস্থাসু, মায়াময়েষু মায়াশক্তিকল্পিতেষু মহদাদিদ্রব্যেষু চ, কেবলস্বরূপেণ ব্যতিরেকঃ পরমসাক্ষিতয়ান্বয়শ্চ যস্য, তদ্ব্রহ্ম জীবানাং বৃত্তিষু শুদ্ধস্বরূপতয়া সোপাধিতয়া চ বর্ত্তনেষু স্থিতিষ্বপাশ্রয়ঃ, সর্ব্বমত্যতিক্রম্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অপেত্যেতৎ খলু বর্জ্জনে, বর্জ্জনঞ্চাতিক্রমে পর্য্যবস্যতীতি। তদেবমপাশ্রয়াভিব্যক্তিদ্বারভূতং হেতুশব্দব্যপদিষ্টস্য জীবস্য শুদ্ধস্বরূপমাহ, দ্বাভ্যাম্—

"পদার্থেষু যথা দ্রব্যং তন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্॥
বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্ততে॥" (ঐ, ১৯-২০)

রূপনামাত্মকেষু পদার্থেষু ঘটাদিষু যথা দ্রব্যং পৃথিব্যাদিযুতমযুতঞ্চ ভবতি, কার্য্যদৃষ্টিং বিনাপ্যুপলম্ভাৎ। তথা তন্মাত্রং শুদ্ধং জীবচৈতন্যমাত্রং বস্তু, গর্ভাধানাদিপঞ্চতান্তাসু নবস্বপ্যবস্থাসু অবিদ্যয়াযুতং স্বতন্ত্রযুতমিতি শুদ্ধমাত্মানমিথ্যং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিণ্ণঃ সন্নপাশ্রয়ানুসন্ধানযোগ্যো ভবতীত্যাহ, বিরমেতেতি। বৃত্তিত্রয়ংজাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-রূপম্। আত্মানং—পরমাত্মানং স্বয়ং—বামদেবাদেরিব মায়াময়ত্বানুসন্ধানেন। দেবহুত্যাদেরিবানুষ্ঠিতেন যোগেন বা। ততশ্চ ঈহায়াস্তদনুশীলনব্যতিরিক্তচেষ্টায়াঃ। শ্রীসূতঃ। উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ॥ ৬২॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারশ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণ-
চৈতন্য-দেবচরণানুচর-বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভাসভাজন-
ভাজনশ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে
শ্রীভাগবতসন্দর্ভে তত্ত্ব-সন্দর্ভো-নাম
প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ॥

বিদ্যাভূষণ।

পূর্ব্বোক্তায়াং দশলক্ষণ্যাং মুক্তিরেকলক্ষণম্, অন্যাস্তু চতুর্বিধায়াং সংস্থায়াং আত্যন্তিকলয়শব্দিতা মুক্তিরানীতেতি। যশ্চানুশয়িনমিতি। ভুক্তশিষ্টকর্ম্মবিশিষ্টো জীবোঽনুশয়ীত্যুচ্যতে। রূপেতি। মূর্ত্ত্যা সংজ্ঞয়া চোপেতেত্যর্থঃ। কার্য্যদৃষ্টিমিতি। ঘটাদিভ্যঃ পৃথগপি পৃথিব্যাদেঃ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। অপাশ্রয়েতি। ঈশ্বরধ্যানযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। স্বয়মিতি। বামদেবঃ খলু গর্ভস্থ এব পরমাত্মানং বুবুধে ; যোগেন দেবহূতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি কলীতি। কলিযুগপাবনং যৎ স্বভজনং, তস্য বিভজনং বিতরণং প্রয়োজনং যস্য, তাদৃশোঽবতারঃ প্রাদুর্ভাবো যস্য, তস্য শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য চরণয়োরনুচরৌ, বিশ্বস্মিন্ যে বৈষ্ণবরাজাস্তেষাং সভাসু যৎ সভাজনং সৎকারস্তস্য ভাজনে পাত্রে চ যৌ শ্রীরূপসনাতনৌ, তয়োরনুশাসনভারত্যা উপদেশবাক্যানি গর্ভে মধ্যে যস্য তস্মিন্ ॥ ০ ॥

টিপ্পনী তত্ত্ব-সন্দর্ভে বিদ্যাভূষণ-নির্ম্মিতা। শ্রীজীব-পাঠসংপৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা তত্ত্ব-সন্দর্ভ-টিপ্পনী সমাপ্তা।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পরমেশ্বরের শক্তি হইতে এই জগতের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক প্রলয়ই কবিগণ কর্ত্তৃক সংস্থা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এবং আত্যন্তিক লয়ের মধ্যে মুক্তিও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত (দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত) দশ লক্ষণের মধ্যে মুক্তিও একটী লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এখানে চতুর্ব্বিধ সংস্থার মধ্যে আত্যন্তিক-লয়াখ্য-সংস্থা মুক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অবিদ্যা কর্ত্তৃক মোহিত কর্তৃত্বাভিমানী জীবই এই বিশ্বের সর্গাদির হেতু, সৃষ্টির নিমিত্তভূত ঐ জীব যাহাকে কেহ চৈতন্য-প্রাধান্যে অনুশয়ী, কেহ উপাধি-প্রাধান্যে অব্যাকৃত বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ

পূর্ব্বোক্ত মুক্তির চতুর্বিধ প্রলয়ের অন্তর্গতত্ব নির্ণয়।

অনুশয়ী বলিতে প্রলয়কালে যখন প্রকৃতির ভর্ত্তা কারণার্ণব-শায়ী-সঙ্কর্ষণ যোগ-নিদ্রায় শয়ান থাকেন, তৎকালে ভুক্তশিষ্ট-কর্ম্মবিশিষ্ট (ভোগ করিবার পরেও পুনর্ভোগের নিমিত্ত যে কর্ম্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে) জীব তাঁহার সহিত যাইয়া শয়ন করে, সেই জীবকেই সৃষ্টির হেতু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের কর্ম্মানুসারেই জগতের সৃষ্টি, "ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" সূত্রে এই কর্ম্মের অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেখাইয়াছেন * সুতরাং অবিদ্যামোহিত অভিমানী জীবের ভোগের জন্যই সৃষ্টি। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" (গীতা ৭। ৫) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্ম দ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে।"

অর্থাৎ শয্যা এবং আসনাদি যেরূপ নিজের ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্তি-বিমূঢ়-জনগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়,

জীবকে অনুশয়ী ও অব্যাকৃত বলিবার উদ্দেশ্য

সেই প্রকার চেতন-প্রকৃতি-স্বরূপ জীব কর্ত্তৃক তাহার পূর্ব্বভোগাবশিষ্টকর্ম্মের দ্বারা তদীয় কর্ম্মানুরূপ জগৎ ধৃত হইয়া থাকে।

---

* বস্তুতত্ত্বনির্ণয় ৭৭ পৃষ্ঠা।

এখানে জীবকে অব্যাকৃত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সংসার-ভোগের প্রতি ভোক্তৃত্বাদি অভিমানই উপাধি, ঐ উপাধি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, প্রলয়ে প্রকৃতিও অক্ষুব্ধাবস্থায় কারণে লীন হইয়া থাকে, সুতরাং কি প্রলয়কালে কি সৃষ্টিকালে প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিলে জীবের থাকা সম্ভবপর হয় না, এই নিমিত্ত জীবের চৈতন্য-প্রাধান্যের গ্রহণ করিয়া তাহাকে দেখিলে অনুশয়ী, এবং জাগতিক প্রকৃতির মূল কারণের গ্রহণ করিয়া তাহাকে দেখিলে অব্যাকৃত বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর প্রাধান্যানুসারে এই বিভিন্ন আখ্যার অসামঞ্জস্য হয় না। বিশেষতঃ জীবের ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মই যখন সৃষ্টির প্রতি হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখনই জীব বা অব্যাকৃত উভয়কেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

অপাশ্রয়-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ। এক্ষণে অপাশ্রয়ের নিরূপণ করিতেছেন ;—"জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় ও মায়াময় তাবৎ পদার্থে হেতুরূপে যাঁহার অন্বয়, এবং এই হেতুস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে যাঁহার পার্থক্য তিনিই অপাশ্রয় নামে অভিহিত হয়েন।" এই অপাশ্রয় শব্দে যদি শুদ্ধ-জীবকে বলা হয়,তাহা হইলে মহর্ষি বাদরায়ণের সমাধির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ জীব নিত্য সাক্ষি-স্বরূপ চেতন-ধর্ম্মা হইলেও, তাহারও যিনি চেতয়িতা এমন সেই ঈশ্বরকে সমাধিতে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং জাগ্রদাদি অবস্থায় এবং মায়াশক্তি-কল্পিত মহদাদি-তাবৎদ্রব্যে কেবল-স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ-ব্রহ্ম রূপে যাঁহার ব্যতিরেক, এবং সাক্ষী-জীবেরও পরম-সাক্ষিরূপে যাঁহার অন্বয়, সেই ব্রহ্মই জীবের উভয়বিধ বৃত্তিতে অর্থাৎ শুদ্ধজীবরূপ বৃত্তিতে ও যাহাকে আধ্যাত্মিক পুরুষ আখ্যায় অভিহিত করা হয় সেই দেহাত্মাভিমানী উপাধিতেও, যিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনিই অপাশ্রয় আখ্যায় অভিহিত হন। এখানে অপাশ্রয় শব্দে সকলকে অতিক্রম করিয়া যিনি আশ্রয়-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকেই বলা হইয়াছে। যেহেতু এখানে অপশব্দ বর্জ্জন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা অতিক্রম অর্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এবম্প্রকার অপাশ্রয়তত্ত্বের অভিব্যক্তির দ্বারভূত, এবং সৃষ্টির হেতুরূপে নির্ণীত জীবের শুদ্ধস্বরূপতাও বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে :—

রূপ নামাত্মক ঘটপটাদি পদার্থে যদ্রূপ পৃথিব্যাদি দ্রব্য যুত ও অযুতভাবে রহিয়াছে, অর্থাৎ ঘট-পটাদি কার্য্যদৃষ্টিতে তত্তদুপাদানরূপে যখন পৃথিব্যাদিকে দেখা হয়, তখন পৃথিব্যাদিকে যুত বলা যায়, এবং উক্ত ঘট-পটাদি কার্য্যদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল পৃথিব্যাদি স্বরূপে দেখিলে অযুত বলা হয়। তদ্রূপ শুদ্ধ জীব-চৈতন্যমাত্র-বস্তুও—গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত পঞ্চতান্ত-দেহের এই নববিধ অবস্থায় অবিদ্যা-মোহিত-জীব-যুত—আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং স্বতঃ অর্থাৎ মোহিত অবস্থার পরিবর্জ্জনে অযুত বলিয়াই অভিহিত হয়। অতএব এই শুদ্ধ আত্মাকে এবম্প্রকারে জানিয়া কৃতার্থ জীব অপাশ্রয়ের অনুসন্ধানে যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় চিত্ত বামদেবাদির ন্যায় পরিদৃশ্যমান-প্রপঞ্চের মায়াময়ত্বানুসন্ধানের দ্বারা, অথবা দেবহূতি প্রভৃতির ন্যায় অনুষ্ঠিত যোগদ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ-বৃত্তিত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া গুণময় বিষয় হইতে বিরত হন, এবং সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারিয়া কৃতার্থ জীব তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের ভজনানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

কলিযুগের একমাত্র উপায়স্বরূপ যে নিজ-ভজন, (ভগবদ্ভজন) সেই ভজন-বিতরণই
যাঁহার অবতারের একমাত্র প্রয়োজন, সেই শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের
শ্রীচরণানুচর এবং এই বিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পাত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ ও
শ্রীসনাতনের উপদেশ-বাক্যামৃতের অন্তর্গত শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে
তত্ত্ব-সন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভের পরিসমাপ্তি।

কলিকাতা
২১৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।